INDEX

GOVERNMENT OF TRIPURA

GOVERNOR,

SHRI B. K. NEHRU

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS.

1. SHRI SUKHAMOY SEN GUPTA, Chief Minister and Minister-in charge of the Administrative Reforms including Vigilance, Appointment & Services, Confidential & Cabinet, Food & Civil Supplies, Home, Industries, Parliamentary Affairs, Planning & Co-ordination, Political, Public Works, Public Relations & Tourism, Revenue, Secretariat Administration, Transport Departments.
2. SHRI MONORANJAN NATH, Minister-in-charge of the Health & Family Planning, Jail, Law including Election, Statistics Departments.
3. SHRI HARI CHARAN CHOWDHURY, Minister-in-charge of the Tribal Welfare & Welfare of Sch. Castes, Department.
4. SHRI DEBENDRA KISHORE CHOWDHURY, Minister-in-charge of the Finance, Relief & Rehabilitation, Printing & Stationery Departments.
5. SHRI KSHITISH CHANDRA DAS, Minister-in-charge of the Animal Husbandry, Forest, Labour, Local Self Government Department.

DEPUTY MINISTERS

1. SHRI MONSUR ALI, Deputy Minister for the Agriculture, Community Development Department.
2. SHRIMATI BASANA CHAKRABORTY, Deputy Minister for the Social Education, Women's Programme, Protective Homes, Welfare of aged and infirm women and children and physically and mentally handdi-capped, all under Education Department, Rural Water Supply, Fare and Exhibition—All under Community Development Department.
3. SHRI SAILESH CHANDRA SHOME, Deputy Minister for the Co-operative, Education, Panchayat Department

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS

SPEAKER.

SRI MANINDRA LAL BHOWMIK

DEPUTY SPEAKER.

SRI USHA RANJAN SEN

SECRETARY.

SHRI P. K. DEV BARMAN

ADMINISTRATIVE OFFICER.

SHRI J. K. BANERJEE

SECTION OFFICER

SHRI J. L. ACHARJEE

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

1.	Shri Abdul Wazid	Deochhera.
2.	Shri Abhiram Deb Barma,	Uttar Debendranagar.
3.	Shri Achaichhi Mog,	Muhuripur.
4.	Shri Ajit Ranjan Ghosh,	Kakraban.
5.	Shri Ajoy Biswas,	Agartala Town-I
6.	Shri Amarendra Sarma,	Dharmanagar.
7.	Shri Anil Sarker,	Teliamura.
8.	Shri Ananta Hari Jamatia,	Moharcherra.
9.	Shri Ashok Kumar Bhattacharjee,	Kunjaban.

B

10.	Shri Bajuban Riyan,	Chellagong.
11.	Shrimati Basana Chakraborty,	Barjala.
12.	Shri Benode Behari Das,	Nalchhar.
13.	Shri Benoy Bhushan Banerjee,	Kadamtala.
14.	Shri Bhadramani Deb Barma,	Simna.
15.	Shri Bichitra Mohan Saha,	Kamalasagar.
16.	Shri Bidya Ch. Deb Barma,	Kalyanpur.
17.	Shri Bulu Kuki,	Ampinagar.

C

18.	Shri Chandra Sakhar Dutta,	Hrishyamukh.

D

19.	Shri Debendra Kishore Choudhury,	Sonamura.

G

20.	Shri Gopinath Tripura,	Pabiacherra.
21.	Shri Gunapada Jamatia,	Takerjala.

H

22.	Shri Hangshadhwaz Dewan,	Longai.
23.	Shri Hari Charan Choudhury,	Manu.

J

24.	Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee,	Khowai.
25.	Shri Jatindra Kr. Majumder,	Majlispur.
26.	Shri Jitendra Lal Das,	Belonia.

K

27.	Shri Kalidas Deb Barma,	Mandai Bazar.
28.	Shri Kalipada Banerjee,	Sabroom.
29.	Shri Krishnadas Bhattacharjee,	Agartala Town—II
30.	Shri Kshitish Ch. Das,	Surma.

L

31.	Smt. Lakshmi Nag.	Rajnagar.

M

32.	Shri Madhu Sudhan Das,	Pratapgarh.
33.	*Shri Manindra Lal Bhowmik,	Chandipur.
34.	Shri Manindra Deb Barma,	Promodnagar.
35.	Shri Mongchabai Mog,	Kulaihower.
36.	Shri Monoranjan Nath,	Jubarajnagar.
37.	Shri Monsur Ali.	Boxanagar.
38.	Moulana Abdul Latif,	Kailashahar.

N

39.	Shri Naresh Roy.	Ishanchandranagar.
40.	Shri Niranjan Deb,	Charilam.
41.	Shri Nishi Kanta Sarker,	Matarbari.
42.	Shri Nripendra Chakraborty,	Asharambari.

P

43.	Shri Pakhi Tripura,	Dumburnagar.
44.	Shri Prafulla Kumar Das,	Bamutia.
45.	Shri Purna Mohan Tripura,	Chhawmanu.

R

46.	Shri Radhika Ranjan Gupta,	Latikroy.
47.	Shri Radharaman Deb Nath.	Mohanpur.
48.	Shri Radharaman Nath,	Sonicherra.
49.	Shri Raimani Riang Choudhury.	Kanchanpur.

Speaker.

S

No.	Name	Constituency
50.	Shri Sailesh Ch. Some,	Old Agartala.
51.	Shri Samar Choudhury,	Dhanpur.
52.	Shri Samir Ranjan Barman,	Bishalgarh.
53.	Shri Subal Ch. Biswas,	Bilashpur.
54.	Shri Sudhanwa Deb Barma,	Bishramganj.
55.	Shri Sukhamoy Sen Gupta,	Agartala Town-III
56.	Shri Sunil Ch. Dutta.	Kamalpur.
57.	Shri Susil Ranjan Saha,	Birganj.

T

No.	Name	Constituency
58.	Shri Tapash Dey,	Salgarh.
59.	Shri Tarit Mohan Das Gupta,	Anandanagar.

U

No.	Name	Constituency
60	*Shri Usha Ranjan Sen,	Radhakishorepur.

Deputy Speaker.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, March 29, 1972.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Wednesday, the 29th March, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Sunil Chandra Dutta) in the Chair, Chief Minister, one Minister and 56 Members.

Mr. Speaker :—First item of the House is Election of the Speaker. I have received the nomination in favour of Shri Manindra Lal Bhowmick submitted by Shri Tarit Mohan Das Gupta and Seconded by Shri Samir Ranjan Barman for the Election of the Speaker. All the three concerned M. L. As have subscribed Oath or Affirmation. I would now call upon Shri Tarit Mohan Dasgupta, M. L. A., to read out the name of member in whose favour he has submitted the nomination which will have to be seconded by Shri Samir Ranjan Barman, M. L. A.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, we, the members of the Tripura Legislative Assembly, propose and Second the name of Shri Manindra Lal Bhowmick, M. L. A., 51—Chandipur Constituency for election to the office of the Speaker of the Tripura Legislative Assembly.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I second the proposal of Shri Tarit Mohan Dasgupta.

Mr. Speaker :—As only one candidate has been nominated, there will be no necessity of ballot. I, therefore, declare Shri Manindra Lal Bhowmick elected Speaker of the House.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই নূতন বিধানসভায় আপনার যে নির্ব্বাচন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলা যেতে পারে। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় পূর্ণ মর্য্যাদা সম্পন্ন বিধানসভা এসেছে। এর যে গুরুত্ব ত্রিপুরার পক্ষে, সেটা আমরা যারা সদস্যরা আছি, আমরা নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। এই ব্যাপারে আমি এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে আমাদের দিক থেকে হাউসের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য সেই কর্ত্তব্য আমরা পালন

করে যাব এবং আমরা আশান্বিত যে আমরা বিগত দিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেই অভিজ্ঞতা আমাদের আগামী দিনের বিধানসভা পরিচালনায় নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে এবং আমরা জানি যে আপনার পরিচালনায় যে এর একটা তাৎপর্য্য এবং সম্মানজনক মর্য্যাদা রয়েছে সেটা রূপায়িত হবে এবং সেজন্য আজকে আপনার নির্ব্বাচনকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা যারা বিরোধী আসনে বসেছি তারা আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশেষভাবে যে পরিষদীয় গণতন্ত্রের ফল এই বিধানসভা সেই পরিষদীয় গণতন্ত্র আজকে সারা ভারতবর্ষে আক্রান্ত। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যে এবং ত্রিপুরাতেও সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার ভারতবাসী সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আজকে ত্রিপুরার বিধানসভার ভিতরেও আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা আশা করব যে এই সংগ্রামে আপনও আমাদের সাথী হবেন। আমরা আশা করব যে পরিষদীয় গণতন্ত্রের যে ধারা সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও কিছু কিছু এতদিন চলে আসছিল সেই ধারাকে যারা আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে আপনার এই চেয়ারের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করবেন। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্য একটি সমস্যা জর্জড়িত রাজ্য এবং এখানকার সংগ্রাম অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেকটা কঠিন এবং সেই সংগ্রাম যেমন বাইরে চলছে, তেমনি ভিতরেও চালিয়ে যাওয়া হবে আমাদের দায়িত্ব। আজকে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, লক্ষ লক্ষ বেকার, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত যে জনতা, তাদের কথা আমরা যাতে এখানে বলতে পারি, তার অধিকার নিয়ে যাতে আমরা লড়াই করতে পারি, সেজন্য আমরা আশা করব যে মাননীয় স্পীকার এর কাছ থেকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহায়তা পাব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিধান সভার প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায়, আমি আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ত্রিপুরার জনসাধারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণ ক্ষমতা পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে সংগ্রাম করে এসেছে, আজকের এই পূর্ণাঙ্গ বিধান সভা তারই ফলশ্রুতি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে গণতন্ত্রে যে নূতন ভাবে এক নূতন যুগের উত্তরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সম্প্রসারিত হয়ে চলছে তার জন্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। আজকে অধ্যক্ষ হিসাবে এই বিধান সভায় আপনার যে সুযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, বিধান সভা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সেটা সহায়ক হবে বলে আমি আশা প্রকাশ করি। ত্রিপুরার জনসাধারণ আজ বিভিন্ন সমস্যার দিক দিয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছে—যেমন বেকার সমস্যা এবং অন্যান্য অংশের জনসাধারণের সমস্যা, সেই সব সমস্যা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক

মতবাদের প্রগতিশীল অংশের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কাজেই আগের বিধান সভায় আপনার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা দিয়ে এই সভায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও সহায়ক হবে বলে আমরা আশা রাখি। তাই আজকে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আপনি এই বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন, সেজন্য আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং সেই সংগে এই আশা প্রকাশ করি যে এই বিধান সভা রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থেকে সেটা সরকারী দলই হউক আর বিরোধী দলই হউক, প্রত্যেক সদস্য তার যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করার কথা, তাতে আপনার সহযোগিতা থাকবে। আমি সদস্য হিসাবে আপনাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের মানুষের সমস্যা নিয়ে আমরা এই সভায় আমাদের যে ভূমিকা সেটা পালন করবার চেষ্টা করব এবং আপনাকে সুষ্ঠভাবে এই সভা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় নির্দ্দলীয়দের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সংগে আমরা বাইরে দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আজ বিপন্ন। সেটা ত্রিপুরাতেই বলুন আর পশ্চিম বঙ্গেই বলুন, আজ আক্রান্ত কিন্তু সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য আজকে বাইরের সাধারণ মানুষ যেমন সংগ্রাম করছে, পশ্চিম বঙ্গের মানুষ করছে, তেমনি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষও সেই সংগ্রাম করছে। আমরা আশা করব আপনি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আজকে এই সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় বাইরে যেমন আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রাম করছি, তেমনি আমাদের এখানে যে অধিকার আছে, সেটা যাতে থাকে, সেটা যাতে আক্রান্ত না হয়, সেজন্য আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা পাব। এই বলে আমি আবার আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আজ পূর্ণরাজ্য। পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা সম্পন্ন ত্রিপুরা বিধানসভার এই নির্বাচনে আপনারা আমাকে অধ্যক্ষরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করেছেন। এইজন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এবার এই নূতন বিধান সভায় আমি অনেক নূতন মুখ দেখছি যাদের অনেকেই বয়সে তরুন এবং তার সংগে সংগে আমাদের পুরানো বিধানসভার অনেক পুরানো মুখও আমি দেখতে পাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আমার উপর যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত করে সেই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য আমি চেষ্টা করব এবং এই দায়িত্ব পালনে সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমার প্রয়োজন। আমি আশা করব যে আমার এই দায়িত্ব পালনে আপনাদের কাছ থেকে আমি যে পুরানো বিধানসভায়

সাহায্য পেয়েছি এবারও আমি সেইভাবে মাননীয় সদস্যগণের নিকট থেকে সহযোগিতা পাব। আমরা সকলেই জানি ত্রিপুরা একটা সমস্যা সংকুল রাজ্য এবং এই রাজ্যের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা যেটা আমরা সকলেই মনে করি সেটা হচ্ছে বেকারি। এই দিকে সকলের দৃষ্টি আছে আমি লক্ষ্য করেছি। আপনারা যারা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেছেন সেই বক্তৃতায় আপনারা উল্লেখ করেছেন যে দারিদ্র এবং বেকারী আমাদের দূর করতে হবে, এরজন্য আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ এবং আপনারা বলেছেন যে আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছি সেই সংগ্রামে আমিও যেন একজন অংশীদার হই। আমি আপনাদের নিঃসংকোচে জানাচ্ছি যে আমি এই পরিষদীয় সংগ্রামে একজন অংশীদার। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে থেকে সভার কার্য্য পরিচালনা করব। অতএব আমি আশা করছি যে আপনারা আমাকে আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দিবেন। মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে সংবিধানের বিধানমতে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমি জানি যে বিরোধীদলের অনেক দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান এই নির্বাচনে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন এবং তারা তাদের ভূমিকা বিধান সভায় পালন করবেন এবং আমি এই আশ্বাস দিচ্ছি যে বিধানসভায় মাননীয় সদস্যগণের যে মর্য্যাদা আছে কোন প্রকারে তা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই দিকে আমার দৃষ্টি থাকবে। মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন যে আমি আপনাদের সকল বিষয়ে সভার কার্য্য পরিচালনায় এবং গনতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম করবেন সেই সংগ্রামে যেন অংশীদার হই। আমি আবার বলছি আমি সর্ব্বপ্রকারে দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে থেকে আপনাদের সেই সংগ্রামের অংশীদার হব এবং এই সভার কার্য্য যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি তার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও সাহায্য পাব। এই বিশ্বাস আমার আছে। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :—Next item of the House is Election of the Deputy Speaker. I have received the nomination in favour of Shri Usha Ranjan Sen, M. L. A. submitted by Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee, M. L. A. seconded by Shri Ajit Ranjan Ghosh, M. L. A. for the Election of the Deputy Speaker. All the three concerned M. L. As. have subscribed oath or Affirmation. I would now call upon Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee, M. L. A. to read out the name of member in whose favour he has submitted the nomination which will have to be seconded by Shri Ajit Ranjan Ghosh, M. L. A.

Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, we the members of the Tripura Legislative Assembly, propose and second the name of Shri Usha Ranjan Sen, M. L. A, 27 R. K. Pur Constituency, for election to the office of the Deputy Speaker of the Tripura Legislative Assembly.

Shri Ajit Ranjan Ghosh :—Mr. Speaker, Sir, I second the name of Shri Usha Ranjan Sen as Deputy Speaker.

Mr. Speaker :—As only one candidate has been nominated, there will be no necessity of ballot. I, therefore, declare Shri Usha Ranjan Sen elected Deputy Speaker of the House.

(The Deputy Speaker Shri Usha Ranjan Sen then took his seat on the left side of the Speaker—seat No. 18, the first seat of the left side).

Mr. Speaker :—Members have been informed through Bulletin Part—II issued from this Secretariat that due to bad wheather and resultant cancellation of the Air Flight, the Governor Shri B. K. Nehra could not arrive and therefore it will not be possible for him to address the House as scheduled. Th: matter was discussed with the Leader of the Opposition and revised programme drawn up. The Governor has been pleased to appoint 1500 hrs of 31st March, 1972 to address the House under Article 176 of the Constitution of India.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 30th March, 1972.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, March 30, 1972

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Thursday the 30th March, 1972 at 11 A.M.

Present

Mr. Speaker in the Chair Chief Minister, one Minister, the Dy. Speaker and 49 members.

Mr. Speaker :—The Hon'ble Members have already been informed that due to bad weather…

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এই ভাষণটি বাংলায় পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—বাংলাকে এখনও অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই তারপর আমাদের কতগুলি অসুবিধা আছে বর্ত্তমানে পরিভাষা ইত্যাদি প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে এখনই সমস্ত কিছু কাজ বাংলা ভাষায় করা অসুবিধা। তবে আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, ইংরাজী ভাষার অনেক কথাই ঠিক বোধগম্য হয় না সেজন্য আমি ভাষণটি বাংলাতেই পাঠ করার জন্য অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার :—At this stage আমি বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করব যাতে সমস্ত কাজই বাংলাতে পরিচালনা করা যায়। তবে …

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, ইফ ইউ এলাউ মি---সমস্ত কিছুই না হলেও যে সমস্ত বক্তৃতাগুলি বাংলাতে হওয়া সম্ভব এবং যেগুলির পরিভাষার দরকার হয় না সেগুলি যদি বাংলাতেই বলা হয় তাহলে হয়ত হাউসের মধ্যে যে সেন্টিমেন্ট প্রকাশ হয়েছে তার প্রতি মর্য্যাদা দেওয়া হবে। আইনের পরিভাষাগুলিকে বাংলায় করতে পারা যায় এবং পরে আইন তৈরীতে প্রয়োজন হবে। তাছাড়া সাধারণতঃ আমাদের যে সমস্ত ঘোষণা জানানো হয়, কোন রুলস বা কোন ডিসিশন আমরা চেষ্টা করলে বাংলাতে করতে পারি---সেটির জন্য কোন পরিভাষার দরকার হয় না এবং সেই জিনিষগুলি আমরা অতি সহজেই বাংলাতেই করতে পারি। সেজন্য আজকে হাউসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলছি যাতে দৈনন্দিন কাজগুলি বাংলা ভাষাতেই হয় তার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। যেগুলি বাংলায় বলা প্রয়োজন সেগুলি বলে দেব।

শ্রীতাপস দে :--প্রয়োজন কোনটি আমরা বুঝি। আজ হাউসে রীতিমত আওয়াজ উঠেছে।

মিঃ স্পীকার :—

The announcement.........

The Hon'ble Members have already been informed that due to bad weather and resultant cancellation of air-flight, it was not possible for the Governor to address the House on 29th March, 1972; but the Governor will address the House at 3—00 P. M. on 31. 3. 1972. To-day was the day fixed for discussion on motion of thanks on the Governor's address but due to the above circumstances this is not being possible. While adjourning the House yesterday it was in my mind that the members who have not yet taken oath or affirmation, will do so to-day. But it has been intimated to me that all the members have already subscribed oath or affirmation. On the other hand none of the business can be transacted to-day, in view of the provision of the rules of procedure as under :—

"On the day and the hour appointed for the commencement and holding of the first session of the assembly in each year not being the first meeting after a dissolution or as soon as thereafter as may be and in case of a session after a dissolution on the first sitting of the Assembly after the election of the Speaker, the Governor will address the Assembly as required by Article 176". In view of above and there being on member to subscribe oath or affirmation I adjourn the House till 3—00 P. M. of 31. 3. 1972.

মাননীয় সদস্যগণ আমি পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ গতকালই বোধহয় বলেছি, সম্ভবত গতকালই. .য দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল ২৯-৩-১৯৭২ ইং উপস্থিত হয়ে মাননীয় মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে শপথ নেওয়াতে পারেন নি। কাজেই পূর্ব্ব সুচী অনুযায়ী গভর্ণরের এ্যাড্রেস এবং তার উপর ডিসকাশনের যে কথা ছিল তা দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সম্ভব হয় নাই। কাজেই গভর্ণর হাউসকে এ্যাড্রেস করবেন ৩১শে মার্চ ১৯৭২ ইং বিকাল ৩টায়। এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমি এখনও অফিশিয়াল কিছু জানি না—সকালের দিকে না বিকেলের দিকে তা ঠিক অফিসিয়ালি কিছু জানি না। গতকাল যখন হাউস এ্যাডজোর্ণ করি তখন আমার মনে ছিল, যে সব মেম্বরদের শপথ নেওয়ান হয়নি তাদের শপথ আজ হবে কিন্তু আমি পরে খবর নিয়ে জানতে পারলাম গতকাল সকলেই শপথ নিয়ে নিয়েছেন। তাছাড়া আমাদের যে রুলস অব প্রসিডিউর আছে সেই অনুসারে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ইলেকশানের পর গভর্ণর হাউসকে এ্যাড্রেস করবেন। যেহেতু শপথ গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে কাজেই নতুন করে শপথ নেওয়ার প্রয়োজন নাই। আগামী ৩১শে মার্চ ১৯৭২ইং বিকাল ৩টায় রাজ্যপাল ভাষণ দেবেন এবং তারপর আমরা প্রোগ্রাম ঠিক করব কখন কোন দিন রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক আরম্ভ করব। যেহেতু আজ হাউসে আর কোন বিজনেস নাই সেইজন্য আমি আমাদের হাউস আজকে এখানেই এ্যাডজোর্ণ করছি এবং আগামী ৩১শে মার্চ ১৯৭২ইং বিকাল ৩টায় অধিবেশন বসবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, March 31, 1972.

The Assembly met in the Assembly Chamber Agartala on Friday the 31st March, 1972 at 3 P. M.

PRESENT.

The Hon'ble Manindra Lal Bhowmik. Speaker, the Chief Minister, four Ministers, three Deputy Ministers. the Deputy Speaker, and fortyeight members.

Mr. Speaker and the Secretary to the Legislative Assembly received the Governor of the entrance of the Assembly Building whose a procession was formed in the following order--

Orderly | Orderly

Marshal
Assembly Secretary.

Speaker | Governor (Right)

Secretary to the Governor.

Orderly | Orderly

All present rose from their seats as the procession entered the Chamber with Marshal announcing "The Governor", and remained standing until the Governor took his seat.

The Governor then ascended the dias by the steps on the right and took his seat while the Speaker accupied his seat to the left of the Governor. The Secretary to the Governor then handedover a copy of the Addres to the Governor.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের বক্তব্য পেশ করার আগে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি একটি প্রতিবাদ বিবৃতি পেশ করতে চাই। আজকে সারা ভারতবর্ষে পরিষদীয় গণতন্ত্র আক্রান্ত। আজকে শাসক কংগ্রেস ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে না পেরে......(গণ্ডগোল)। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা আজকে ফ্যাসিজম এবং একনায়কতন্ত্র.........(গণ্ডগোল)

আজকে পশ্চিম বাংলায় এবং অন্যান্য.........

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি জানেন যে রাজ্যপালের ভাষণের আগে আর কিছু হতে পারে না।.........(গণ্ডগোল)

আপনি আজকে যা করছেন তাহা গণতন্ত্র বহির্ভূত।

(গণ্ডগোল)

সমস্ত বিরোধী দলের সদস্য, একমাত্র জিতেন্দ্রলাল দাশ (CPI) ভিন্ন সকলেই এর প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)।

Mr. Speaker :—Now Hon'ble Governor will start reading his speech.

The Governor then addressed the members of the Assembly as follows :—

Honourable Speaker and Members of the Legislative Assembly

It is my privilege and pleasure to welcome you all in the first session of the Tripura Legislative Assembly after Union Territory of Tripura has become a full State on 21st January, 1972 under the provisions of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act of 1971. I note it with no small measure of satisfaction that in the first ever election to the Tripura State Legislative Assembly the entire process of election has passed off smoothly without any untoward incident. It is a sign of political maturity of the people of this State and on this occasion I extend my congratulation to those who henceforward would control their own destiny. I assure the Hon'ble members of my devotion and that of my Government to the welfare of this State, particularly the weaker sections of the community, in our joint efforts to achieve social justice and economic equality. In this context the problems of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes assume a special responsibility. As elected representatives of the people the mandate you carry and the trust that reposes in you will be fully discharged in your untiring efforts to promote the well-being of this State. With the new era that ushered on 21st January, 1972 they look forward to a more effective, efficient and better administration to lead them towards progress and advancement in all fields of life in his State. I am sure your policies and programmes will be formulated to achieve that end.

2. I cannot refrain from mentioning something too well-known to you, the rise of Bangladesh as an independent country, and the birth of a nation. Tripura has been too much involved in it and your sufferings and sacrifices in that cause cast a halo on this new born State in the Indian Union. The way the people of Tripura shouldered the heavy burden of the unprecedented refugee influx equal to their own population and he calm that they displayed against various odds add a new chapter written in gold in the history of this ancient land. I congratulate the people of Tripura and the B.S.F. and the Armed Forces who fought with the Bangladesh. Mukti Bahini in the battle of liberation of Bangladesh. I am sure I carry with me the warm feelings of this house when I express my joy at the emergence of Bangladesh and send the people

of that great country our best wishes in their struggle for reconstruction for happier and prosperous life. Their progress has a special significance for the people of Tripura and we look forward to a new era of mutual cooperation.

3. Coming nearer home, my mind goes back to the enactment of the North Eastern Council Act of 1971 which provides for the setting up of the North Eastern Council consisting of a representative of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura and the two Union Territories of the Arunachal Pradesh and Mizoram and a Union Minister. Even though it shall be an advisory body I look to it as an effective instrument to bring solidarity and uniform progress in many areas of development and common interest including the measures necessary for maintenance of security and public order. I am sure that my Government will take full advantage of the opportunities that the Council would provide and extend their whole hearted cooperation for the benefit of all the sister States.

4. I also welcome the establishment of a circuit bench at Agartala of the common High Court for the States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura which brings the services of the highest Judiciary at the door step of the common citizen of Tripura. For Tripura and Manipur a common cadre of the I.A.S. and the I.P.S.—All India Services—has been formed. Participation in other All India Services will receive due attention of the State. While at present the needs of this State will be served by the Union Public Service Commission, there exists the provision of a Public Service Commission which I am sure will come into existence in due course.

5. Now that Tripura is a full State, the aspirations of the people will be fully met by adopting Bengali as the regional language for Tripura. My Government would work towards that end and introduce gradually Bengali as the medium of functional language in the State.

6. In regard to the financial affairs of the State, with the attainment of Statehood a Consolidated Fund of the State came into being and the Reserve Bank of India is functioning as the Bankers to this Government. To carry out the Administration of the State the President 'authorised' under Section 44(1) of North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 some expenditure, later augmented by me in a few cases, pending Legislative sanction. This sanction will be obtained in due course. By this time normally the Budget Estimates for 1972-73 would have been already considered by the Assembly. But this has not been possible in the changed circumstances. To tide over this difficulty the President has authorised certain expenditure for the period from 1.4.72 to 20 7.72. The Government will obtain Legislative sanction when the Budget Estimates for 1972-73 are presented by June, 1972 when the details of Expenditure would be given by my Finance Minister.

7. I note that in the past there has never been paucity of funds and Government of India had always provided funds that could be fruitfully and profitably utilised. I am convinced that even after the attainment of Statehood the position will not alter, and lack of fund will not stand in the way of Tripura's development and progress. But I must stress that the financial resources of the State are meagre and their mobilisation and augmentation would need your special consideration.

8. Unemployment in the State has assumed an alarming proportion. It is creating a sense of despondency and frustration in our educated youth.

My Government will lay special emphasis on the solution of the problem of employment. I am sure that not only those departments that are connected with employment shall be geared up to meet this challenging situation, but the entire Government machinery would work towards that end.

9. On the Development side, our schemes for 1971-72 could not proceed smoothly due to the massive influx of the refugees from Bangladesh and the events that followed it. It would be my Government's best efforts to utilise the approved outlay for the year 1972-73 to the best advantage of the State.

10. My Government intends to extend the activities of the Tripura Road Transport Corporation, which has already started functioning, with a view to create bigger employment opportunities. Similarly, scope for employment opportunities would be sought in other sectors also.

11. On the rural side, my Government intends to augment the schemes on Rural Water Supplies and cover new areas. Some of the Centrally sponsored plan schemes like the Applied Nutrition Programme and crash schemes on Rural Employment would also receive attention. Irrigation facilities would be improved and new schemes undertaken wherever considered necessary.

12. My Government would consider the Land Reforms in right earnest. It has already taken schemes for the settlement of landless people. To give immediate relief to all those who have undergone tremendous hardship, my Government has also considered remission of land revenue for 2 years. It is, however, hoped that you would adopt ample measures so that the collection of revenues which at present forms an important part of our resources, is implemented with vigour to mobilise them in the best interest of the development in the State.

13. As you are well aware, Tripura has not advanced much in the industrial sector. Considering the locational disadvantages, my Government intend to lay stress mainly on those Small Scale Industries for which there is market or raw material locally available. An endeavour shall be made for the development of local initiative, local entrepreneurs and local schemes. My Government also intend to invite outside investments to enable the prospective entrepreneurs to come forward to set up new industries in Tripura.

14. Regarding the programme of the Legislation in the coming year, the Government propose to introduce the following Bills in the current session of the Assembly :—

(*i*) The Salaries and Allowances of the Ministers (Tripura) Bill 1972 ;
(*ii*) The Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 ; and
(*iii*) The Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972.

15. The following Bills are under consideration of the Government for introduction in subsequent sessions of the Legislative Assembly during the year, namely :—

(*i*) The Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 for facilitating the holding of Municipal election ;
(*ii*) The Tripura Building (Lease and Rent Control) Bill, 1972 for regulating the leasing of buildings and controlling their rent ;
(*iii*) The Tripura Co-operative Societies Bill, 1972, for consolidating

and amending the law relating to cooperative societies in Tripura ;

(*iv*) The Tripura Legislature (Prevention of Disqualification) Bill, 1972, for preventing the disqualification of holders of certain offices of profit for being chosen as, or for being members of the Tripura Legislative Assembly ;

(*v*) The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Bill, 1972, for giving permanent and heritable rights to the under-raiyats including bargadars in the land, introducing ceiling on holding of agricultural land on the basis of revised definition of 'family' and other measures of land reforms ;

(*vi*) The Motor Vehicles (Tripura Amendment) Bill, 1972 to provide for grant of temporary permits in certain special circumstances and non-temporary permits for any period less than 3 years ; and

(*vii*) The Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 to introduce revised Schedules for motor vehicles tax in Tripura.

16. While my Government would seek to ensure rapid economic growth consistent with social justice, it shall also be their first concern to pursue vigorously the drive for detection of pockets of corruption with the object of securing a cleaner administration dedicated to justice and fair play.

17. Before I leave you to your deliberation let us rededicate ourselves to the national ideals of democracy, secularism and socialism under the dynamic leadership of our great Prime Minister so that the infernal ghosts of poverty, unemployment and corruption can be dislodged and banished from our land in the near future.

I wish you all success.

JAI HIND.

(বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল)

অধ্যক্ষ মহোদয় ও বিধানসভার সদস্যবৃন্দ,

উত্তরপূর্ব অঞ্চল (পুনগঠন) আইন—১৯৭১ এর বিধান অনুযায়ী ১৯৭২ সনের ২১শে জানুয়ারী তারিখে ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটরি একটি পূর্ণ রাজ্য হিসাবে মর্য্যাদা পাওয়ার পর ত্রিপুরা বিধানসভার এই প্রথম অধিবেশনে আপনাদের স্বাগত জানাবার বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি অত্যন্ত পরিতোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার এই প্রথম নির্বাচনে নির্বাচনের সমস্ত ব্যবস্থাটি সাবলীল ভাবে ও কোনরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়েছে। এটা এই রাজ্যের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনাই সূচিত করে এবং এই উপলক্ষে এখন থেকে যাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁদেরকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই। এই রাজ্যের কল্যাণে, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতম অংশের জন্য সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জ্জনের কাজে আমি ও আমার সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিতে চাই। আর, এরই পরিপ্রেক্ষিতে তপশিলী

উপজাতি এবং তপশিলী জাতির সমস্যাগুলো বিশেষ দায়িত্ববহ। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে যে নির্দেশ ও বিশ্বাস আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে তা' এই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আপনাদের অনলস কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই পূর্ণভাবে রূপায়িত হবে। ১৯৭২ সনের ২১শে জানুয়ারী থেকে নব-যুগের অভ্যুদয় হওয়ার পর জনগণ এই রাজ্যের জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পরিচালনায় সক্ষম এইরূপ এক কার্যকর, দক্ষ ও উন্নততর প্রশাসনের আশা করে আসছেন। আপনাদের নীতি এবং কর্ম্মসূচী সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই যে রচিত হবে সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত।

২। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং একটি নূতন জাতির জন্ম সম্পর্কীত ঘটনাবলী আপনাদের বিশেষ সুবিদিত হওয়া সত্বেও আমি সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করে পারছি না। ত্রিপুরা এই বিষয়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; আর, ঐ ক্ষেত্রে আপনাদের কষ্ট ও ত্যাগ ভারতে সুবিদিত। রাজ্যের জনসংখ্যার সমপরিমাণ শরণার্থী আগমণ-জনিত দায়িত্বের বিশাল চাপ ত্রিপুরার জনসাধারণ যেভাবে বহন করেছেন এবং বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যেও যে অবিচল ভাব তাঁরা দেখিয়েছেন তার কথা এই অতি প্রাচীন রাজ্যটির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ত্রিপুরার জনসাধারণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে সামিল হয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর যে জওয়ানরা যুদ্ধ করেছেন, আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের আবির্ভাবের জন্য আমি সভার সকলের মতই গভীরভাবে আনন্দিত এবং সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতীয় জীবন গঠনের সংগ্রামে নিয়োজিত একটি মহান দেশের জনগণকে এই সভার সকলের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে আমিও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের অগ্রগতি ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে বিশেষ এবং আমরা বিশেষ তাতপর্য্যপূর্ণ দিনে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক এক নব যুগের আবির্ভাবের অপেক্ষা করছি।

৩। আভ্যন্তরীন ব্যাপারে, ১৯৭১ সনের উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ আইনটি বিশেষ-ভাবে মনে পড়ছে; আইনটিতে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মনিপুর, ত্রিপুরা এবং দুইটি ইউনিয়ন টেরিটরি অরুনাচল প্রদেশ ও মিজোরাম-এর একজন করে প্রতিনিধি ও একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ গঠনের উল্লেখ রয়েছে। যদিও এইটি একটি উপদেষ্টা পর্ষদ হিসাবেই থাকবে—তবুও সংহতি রক্ষার কাজে এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে রাজ্যগুলোর সমান অগ্রগতির জন্য এবং নিরাপত্তা ও জনজীবনে শান্তি রক্ষার মত সাধারণ স্বার্থেই এই পর্ষদ একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে—আমার এই বিশ্বাস আছে। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে এই পর্ষদ থেকে যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে আমার সরকার সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর স্বার্থেও আন্তরিক সহযোগিতা করবেন।

৪। আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মণিপুর এবং ত্রিপুরার সাধারণ উচ্চ আদালতের একটি সার্কিট বেঞ্চ আগরতলায় স্থাপিত হওয়ায় আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি,

এর ফলে ত্রিপুরার মানুষ উচ্চতর বিচারালয়ের সুযোগ সহজেই পাবেন। ত্রিপুরা ও মণিপুরের জন্য চাকুরীক্ষেত্রে আই, এ, এস ও আই, পি, এস, এর একটি সাধারণ কেডার (সর্ব ভারতীয় চাকুরী) গঠন করা হয়েছে। অপরাপর সর্ব ভারতীয় চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ লাভের বিষয়টির প্রতিও সরকার দৃষ্টি রাখবেন। যদিও বর্তমানে ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই রাজ্যের চাহিদা মেটানো হবে, তথাপি পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে; আমি নিশ্চিত যে যথাসময়েই তা' গঠন করা হবে।

৫। যেহেতু ত্রিপুরা এখন পূর্ণ রাজ্য; বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করে জনগণের আশা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করা হবে। আমার সরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করবেন এবং ক্রমশঃ বাংলা ভাষাকে সরকারী ক্ষেত্রে প্রচলিত করা হবে।

৬। পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর এই রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সুসংহত তহবিল হয়েছে এবং ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত এই সরকারের ব্যাঙ্কার হিসেবে কাজ করছে। রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনার জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৭১ এর ৪৪(১) ধারায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন অনুসারে আমি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি করেছি যা বিধানসভায় অনুমোদন সাপেক্ষ। যথা সময়ে এই অনুমোদন গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট বরাদ্দ বিধানসভায় বিবেচিত হয়ে যেত; কিন্তু পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা করা সম্ভব হয়নি। এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠার জন্য ১লা এপ্রিল, '৭২ থেকে ২০শে জুলাই '৭২ পর্যন্ত সময়ের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কিছু কিছু ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছেন। চলতি বছরের জুন মাস নাগাদ যখন বিধান-সভার বাজেট অধিবেশন হবে তখন আমার অর্থমন্ত্রী ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিধানসভায় উপস্থাপন করে বিধানসভার মঞ্জুরী গ্রহণ করবেন।

৭। আমি জানি যে অতীতে সরকারের কখনো অর্থের অভাব হয় নি এবং ভারত সরকার সর্বদাই অর্থ মঞ্জুর করেছেন যা যথাযথ ও লাভজনকভাবে সদ্ব্যয় করা হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত যে পূর্ণরাজ্য হওয়াতে এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না এবং অর্থাভাবে ত্রিপুরার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ক্ষুন্ন হবে না। তবে আমি বিশেষ করে বলব যে এ রাজ্যের আয়ের পথ খুবই সীমিত এবং তার বৃদ্ধি ও সুসংহত করার জন্য আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৮। রাজ্যে বেকারত্ব একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মনে এ সমস্যা নৈরাশ্য ও হতাশার সৃষ্টি করছে। এই সমস্যা সমাধানের উপর আমার সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে যেসব দপ্তর কর্ম বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত সেগুলিকে যেমন তৎপর করে তোলা হবে তেমনি সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রই এ সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করবে।

৯। বাংলাদেশ থেকে বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর আগমন এবং তার পরবর্ত্তী ঘটনা-বলীর জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের ১৯৭১-৭২ সালের প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণ ব্যাহত

হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালের মঞ্জুরীকৃত অর্থ রাজ্যের উন্নয়নে যথাযথভাবে নিয়োজিত করার জন্য আমার সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকবেন।

১০। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। সরকার কর্ম বিনোয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই সংস্থার কাজ কর্ম আরো বাড়ানোর ইচ্ছা রাখেন। অনুরূপভাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়াবার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

১১। সরকার গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ প্রকল্প সম্প্রসারণ করে আরও বেশী অঞ্চল এই প্রকল্পের আওতায় আনার ইচ্ছা রাখেন। পুষ্টিকর খাদ্য প্রকল্প ও গ্রামীন কর্মসংস্থানের জরুরী প্রকল্প ইত্যাদি কেন্দ্রীয় উদ্যোগের প্রকল্পগুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখা হবে। জলসেচের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হবে এবং প্রয়োজন বোধে নূতন প্রকল্প কার্যকর করা হবে।

১২। ভূমি সংস্কারের বিষয়টি আমার সরকার বিবেচনা করবেন। ভূমিহীন মানুষের পুনর্বসতির জন্য সরকার কার্যসূচী হাতে নিয়েছেন। যারা অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তাদের সুবিধার্থে সরকার দুই বছরের ভূমি রাজস্ব মকুব করেছেন। রাজস্ব এখন রাজ্যের অর্থ সংস্থানের একটি বিশেষ উৎস এবং আশা করা যায় যে রাজস্ব আদায়ের জন্য আপনারা উপযুক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করবেন এবং সেগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবেন যাতে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে সেগুলি সুসংহত করে নিয়োজিত করা যায়।

১৩। আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হতে পারে নি। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানজনিত অসুবিধাগুলির কথা চিন্তা করে আমার সরকার এমন সব ক্ষুদ্র শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন যেগুলির বাজার বা কাঁচামাল এ রাজ্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ ও প্রকল্পকে রূপায়িত করার জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবেন। সম্ভাব্য শিল্প-উদ্যোক্তাগণ যাতে ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসেন তারজন্য সরকার বাইরের মূলধন বিনিয়োগকারীগণকেও সাদরে আমন্ত্রণ জানাবেন।

১৪। আগামী বছরের আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিলগুলো বিধান সভার চলতি অধিবেশনে উত্থাপন করার প্রস্তাব সরকারের আছে।

(১) ত্রিপুরার মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কীয় বিল, ১৯৭২

(২) ত্রিপুরা বিধান সভার অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা সম্পর্কীয় বিল, ১৯৭২

(৩) ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যদের বেতন ও ভাতা সম্বন্ধীয় বিল, ১৯৭২

১৫। এ বছরের মধ্যে বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে নিম্নলিখিত বিলগুলোর উত্থাপনের ব্যাপারটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(১) ত্রিপুরার পৌরসভা নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট), বিল, ১৯৭২।

(২) বাড়ীর ইজারা ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা বিল্ডিং (লিজ অ্যান্ড রেন্ট কন্ট্রোল) বিল, ১৯৭২।

(৩) ত্রিপুরার সমবায় সমিতি সম্পর্কিত আইনের সংশোধন এবং একত্রিকরণের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বিল, ১৯৭২।

(৪) ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্য মনোনীত হওয়া বা সদস্য থাকার প্রতিবন্ধক কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকার অযোগ্যতা দূর করার নিমিত্ত ত্রিপুরা লেজিস্‌লেচার (প্রিভেনসন অফ ডিসকোয়ালিফিকেসন) বিল, ১৯৭২।

(৫) বর্গাদারসহ আণ্ডার রায়তদের জমির উপর স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক স্বত্ব প্রদান—প.রবারের পরিবর্ত্তিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে কৃষি জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ এবং অন্যান্য নানা প্রকার ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল; ১৯৭২।

(৬) কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে টেম্পোরারি পারমিট এবং তিন বৎসরের অনধিক কোন সময়ের জন্য নন্ টেম্পোরারি পারমিট মঞ্জুর করার উদ্দেশ্যে মোটর ভেহিক্‌লস (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭২।

(৭) ত্রিপুরায় পরিবর্ত্তিতহারে মোটর ভেহিক্‌লস্ এর ট্যাক্স প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা মোটর ভেহিকলস ট্যাক্স বিল, ১৯৭২।

১৬। সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য যেমন সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে নিশ্চিন্ত করতে হবে, অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাও আমার সরকারের প্রাথমিক কাজ হবে।

আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে, আমি বলব যে, আমাদের মহান প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় আদর্শের কাজে আমাদিগকে এমনভাবে উৎসর্গ করতে হবে যাতে আমাদের দেশ থেকে অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা এবং দুর্নীতি দূরীভূত হয়। আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। জয়হিন্দ।

The house was then adjurned for half-an-hour. After departure of the Governor, the House met again in the Assembly Chember at 3-45 P.M.

Mr. Speaker—Now, I would request the Secretary, Tripura Legislative Assembly to lay on the Table of the House :—

i) A copy of the Governor's Address ;

ii) A copy of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971 together with copies of Lok Sabha and Rajya Sabha debates along with a copy of the Resolution.

(The same were according by laid on the table of the House).

Shri T. M. Das Gupta :—On point of information Sir, the address of the Governor has already been laid on the Table of the House. We have got it. Is there any necessity to lay it again on the Table of the House ?

শ্রীকালী ব্যানার্জী—এটা তো স্যার এখন লে করার কথা। এটা আগে দেওয়াটা কি উচিত হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার—এটা আগে দেওয়া হয়েছে আপনাদের সুবিধার জন্য।

শ্রীকালী ব্যানার্জী—বাজেট টাজেটেও এই রকম দেওয়া হবে না কি ?

Mr. Speaker—I would like to inform the Hon'ble Members that the House is at liberty to discuss the matter referred to in the said Address on a Motion of Thanks to be moved by a Member and Seconded by another Member. Amendments, if any, may be moved. Notices for Motion of Thanks and Amendments will have to be submitted by 2-00 P. M. on 1st April, 1972.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, মোশন অব থ্যাংকস কি আজকে মুভ করা যাবে না ?

মিঃ স্পীকার—মোশন এখন আপনারা মুভ করতে পারেন। অ্যামেণ্ডমেন্ট ফার্ষ্ট এপ্রিল মুভ করবেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—অনারেবল স্পীকার স্যার, আমাদের পূর্বেকার হাউসে কাস্টম ছিল অন্যরকম। মোশনটা এবং অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আগের দিনই মুভ করা যেত। যা হোক আমি এখন মোশনটা মুভ করছি।

Hon'ble Speaker, Sir,

I beg to move that a respectful address in reply be presented to the Governor, as follows :—

"We the Members of the Tripura Legislative Assembly assembled in this Session beg to offer our humble thanks to the Governor for the most excellent speach which he has been pleased to deliver to the House on 31st March, 1972."

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা যদি আজকে প্রস্তাবটি ডিসকাস করতে না চান তাহলে কালকে করতে পারেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পার্লামেন্টারী প্রেকটিসে আজকে তো ডিসকাসন হবার কথা নয়। এটা একটু দেখতে হবে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—Not only that, amendments should be discussed along with that.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৯শে তারিখে গভর্ণরের আসার কথা ছিল, আমরা তখন এসেম্বলীতে ছিলাম, শুনলাম বড় ঝঞ্ঝার জন্য আসতে পারেন নি। আমি মফঃস্বলে যাতায় বাড়ী নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে আসছি। আজকে তিনি আসবেন এই খবরটা আমি পাই নি। আমি জানতে চাই খবর না পাওয়ার কারণ কি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি দুঃখিত যে আপনি খবর পান নি। তবে খবর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি চিঠিও পাইনি, টেলিগ্রামও পাই নি।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—একটা ইনকোয়ারী করে দেখা হউক যে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন "why he has not received the information in time" কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে মাননীয় সদস্য রাজ্যপালের আসার মত গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পাবেন না ইন টাইম। আমরা একটা ইনফরমেশন চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই ইনফরমেশন দেবেন এডমিনিষ্ট্রেশন। তবে আমি এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে এডমিনিষ্ট্রেশন থেকে যথাসময়ে এই সংবাদ মাননীয় সদস্যকে পাঠানো হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা হাউসের বিষয়বস্তু, এটা মুখ্য মন্ত্রীর বিষয়বস্তু নয়।

মিঃ স্পীকার :—এটা অফিসিয়েল প্রোগ্রাম। এটা এডমিনিষ্ট্রেশন থেকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না Assembly Secretariat থেকে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এ্যামেনডেড প্রোগ্রাম হাউস থেকে জানানো হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় এ সম্পর্কে ফুল হাউসে এটা ঘোষণা করেছিলেন কাজেই কোন সদস্যের কাছে যদি পৌঁছে না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা দেখতে হবে যে কোথায় গলদ রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—The House stands adjourned till 11-00 A. M. of Monday the 3rd April, 1972.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, the 3rd April, 1972.

PRESENT

Hon'ble Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 49 Members.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention motion from the following Member—Shri Abdul Wazid on the subject—১৯৭২ ইং সনের ১১ই মার্চ্চ এবং ১৪ই মার্চ্চ ধর্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি এবং জনৈক ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে। I have given consent to the notice of Shri Abdul Wazid to day. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কলিং অ্যাটেনশান সম্পর্কে আমি আগামীকাল এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল এই কলিং অ্যাটেনশানের উপর বিবৃতি দেবেন।

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

(a) Introduction of the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972).

Mr. Speaker :— First item in the List of Business, the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his Motion for leave to introduce the Bill.

Shri Sukhamoy Sengupta :—(Chief Minister) মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যগণকে মাননীয় মন্ত্রীগণের বিলের সাথে একটা সংশোধনী তালিকা দেওয়া হয়েছে। উক্ত সংশোধনী তালিকার পরিবর্ত্তে আর একটি সংশোধনী তালিকা মাননীয় সদস্যগণের টেবিলে দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972).

The motion was put to vote and the leave was granted by voice vote. Secretary then read the long title of the Bill, i. e. A Bill to provide for the Salaries & Allowances of Ministers of Tripura.

Mr. Speaker :— I shall call on the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion to introduce the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972).

Shri Sukhamoy Sengupta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972).

The Motion was put to vote and carried.

Mr. Speaker :—The copies of the Bill have been circulated to the Members.

Mr. Speker :—Next, the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Sukhamoy Sengupta (Chief Minister) Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Salaries & Allowances of the Speaker & the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972).

The motion was put to vote and carried.

Mr. Speakar :— The leave to introduce the Bill is granted.

Secretary then read the long title of the Bill, i. e. A Bill to provide for the Salaries & Allowances of the Speaker & the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of Tripura.

Mr. Speaker :— I shall call on Hon'ble Minister-in-charge to move his motion to introduce the Salaries & Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972).

Shri Sukhamoy Sengupta (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Salaries & Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972).

The motion was put and carried.

Mr. Speaker—The Bill is introduced. The copies of the Bill have been circulated to the Members.

Mr. Speaker :—Next, the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No.3 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Sukhomoy Sengupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972).

Mr. Speaker ;—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble S.M. Sengupta for leave to introduce the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill. 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972).

As many as are of that opinion will please say 'AYES'. As many as are of contrary opinion will please say NOES'.

I think 'AYES' have it.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

(The Secretary read the long title of the Bill i.e. A Bill to provide for the Salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly of Tripura).

Mr. Speaker :—I shall call on the Hon'ble Minister in-charge to move his motion to introduce the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972).

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to move to introduce the Salaries & Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972).

Mr. Speaker ;—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister S. M. Sen Gupta that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura) Bill No. 3 of 1972) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'. As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Bill is introduced.

(The copies of the Bills have been circulated to the Members).

Mr. Speaker :—Next business of the House is Discussion on Governor's Address. আমাদের রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোনা চলবে।

Before the discussion begins, I would very much like to inform the Hon'ble Members that I have allotted 3 hours time for discussion to-day and 2 hours time for discussion to-morrow on the said address.

The following Motion of Thanks was moved by Shri Sunil Ch. Dutta and seconded by Shri Radhika Ranjan Gupta on 31.3.72—

"We the Members of the Tripura Legislative Assembly assembled in this Session beg to offer our humble thanks to the Governor for the most excellent speech which he has been pleased to deliver to the House on 31st March, 1972".

মাননীয় সদস্যের প্রস্তাব মতে বাংলায় অনুবাদ করছি।

'আমরা ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য এই অধিবেষণে মিলিত হয়ে মাননীয় রাজ্যপাল ৩১শে মার্চ্চ ১৯৭২ ইং তারিখে যে] উত্তম ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—প্রস্তাবক শ্রীসুনিল চন্দ্র দত্ত, সমর্থক শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীসুনিল চন্দ্র দত্ত—আমরা ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যগণ এই অধিবেষণে মিলিত হয়ে মাননীয় রাজ্যপাল ৩১।৩।৭২ ইং তারিখে যে উত্তম ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হওয়ার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম বিধান সভার এই অধিবেষণে রাজ্যপাল প্রথম যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং বিগত নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই নির্ব্বাচনের পূর্বে ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের মন্ত্রী সভা বাতিল হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতির শাসন ছিল এবং সরকারী কর্ম্মচারিরা নিরপেক্ষ ভাবে নির্ব্বাচন পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। সরকার পক্ষ থেকে এই নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি কিছু সংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক যারা, সি, পি, এম এর সমর্থক যারা, সেই সরকারী কর্ম্মচারী এই নির্ব্বাচনে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এটা অত্যন্ত অন্যায়। কোন সরকারী কর্ম্মচারীর এইভাবে নির্বাচনে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করা, বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে, উচিত নয়। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। এবং এই নির্বাচনে যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী সক্রীয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলব, কারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের কোন রকম রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং আইনগত বাধাও আছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়া নিয়ে তারা যে সংবিধান-গত পদ্ধতিতে আন্দোলন করবে তা স্বীকৃত আছে ভারতের সংবিধানে। কিন্তু কোন বিশেষ

একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষ হিসাবে প্রকাশ্যে মাঠে ঘাটে এই রাজনৈতিক দলকে জিতিয়ে দেওয়ার যে অপচেষ্টা চলছে তা কোন রকমেই বরদাস্ত করা যায় না এবং কোন সরকারই এটাকে বরদাস্ত করতে পারে না।

মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে ত্রিপুরার দুর্বলতম অংশ তপশীল উপজাতী এবং তপশীল সম্প্রদায় যারা তাদের উন্নয়নের কথা বলেন না। তপশীল উপজাতী এবং তপশীল সম্প্রদায়ের উন্নয়নের মধ্যে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন নিহিত আছে। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় বহু লোককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা সত্যিকারের পুনর্ব্বাসন পাননি। এই সব তথ্য আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। কারণ ভবিষ্যতে আমরা যাদের পুনর্ব্বাসন দেব এবং এ পর্য্যন্ত কত পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, কি পরিমাণ লোকের পুনর্ব্বাসন বাকি তা আমাদের দেখা দরকার। এবং একটা নির্দিষ্ট সময় রেখার মধ্যে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া দরকার। এই সম্পর্কে মাননীয় পুনর্ব্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিনি, তাঁকে আমি অনুরোধ করব ভবিষ্যতে কোন স্থানে কলোনী করার পূর্ব্বে তিনি নিজে সেই স্থান পরিদর্শন করে সেই স্থান সত্যিকারের উপযোগী কিনা তা বিবেচনা করে তারপর যেন পুনর্ব্বাসনের অর্ডার দেন। কারণ শিকারীবাড়ী কলোনী ১১ শত ফুট উচু পাহাড়ের চুড়ার উপর অবস্থিত এবং সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। যখন কলোনী স্থাপন করা হয় তখন আমাদের টেরিটরিয়েল কাউন্সিল ছিল। সেই স্থানটি তদানিন্তন ডি, এম, মহোদয় ঐ পাহাড়ের উপর হইতে একদিকে কৈলাসহর এবং একদিকে কমলপুর মহকুমা শহর দেখতে পান এবং প্রাকৃতিক শোভা দেখে সেই স্থানটিতেই কলোনী স্থাপন করেন। কিন্তু কি করে তারা বাঁচবে, কি করে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং পানীয় জল কোথায় পাবে? আজ পর্যন্ত সেই কলোনীতে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। একদিন আমরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এখানে পানীয় জল কোথায় পাবে তিনি বলেছিলেন দরকার হলে আমরা মেশিন দিয়ে জল সাপ্লাই করব। কিন্তু তা হয়নি। যে সমস্ত লোককে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের লোক সেই কলোনী ত্যাগ করেন। তপশীল সম্প্রদায়ের কয়েকটি কথা বলছি। তাদেরও পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে। ভূমিহীনদেরও পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যারা অনুন্নত শব্দকর সম্প্রদায়। আজ পর্যান্ত তাদের কোন পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি জানি বর্ত্তমানে মুখ্যমন্ত্রী যিনি, তিনি আগের মন্ত্রীসভায় যখন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি চেষ্টা করেছিলেন এই শব্দকর সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্য। ত্রিপুরাতে হাজার হাজার শব্দকর সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। তাদের অবস্থা অত্যন্ত হীন। অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিবেশে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাদের নিজেদের জায়গা জমি বলতে কিছুই নেই পরের বাড়ীতে পরের আশ্রয়ে তারা বাস করে একচালা নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এই যে শব্দকর সম্প্রদায় যাদের দীর্ঘ আট দশ বৎসর চেষ্টা করেও যাদের তপশীলভুক্ত করা গেল না তার কারণটা কি? নর্থ ইষ্টার্ণ রিঅর্গানাইজেশন এ্যাক্ট- ১৯৭১ ইং হাতে মেঘালয়ে যে লিষ্ট আছে তাতে শব্দকরদের ডুবলাও বলা হয় ঢুলাও বলা হয়। সেই লিষ্টে তাদের নাম আছে। অথচ ত্রিপুরার যে লিষ্ট

এতে তাদের নাম নেই। ত্রিপুরার একটি অংশ এই যে অনুন্নত শব্দকর সম্প্রদায় ত্রিপুরাতে এদের মত অনুন্নত সম্প্রদায় বাঙ্গালীদের মধ্যে আর নেই অথচ সরকারী সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকেই এরা বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার যে সমস্ত সুখ সুবিধা দিয়ে থাকে তা থেকে তাদের কোন উপকারই হচ্ছে না। সমাজের একটা অংশকে দুর্বল রেখে সমাজবাদের পরিকল্পনায় আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। এবং সমাজ থেকে গরীবি হঠানও সম্ভব নয়। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তিনি ৩ মাস বা ৬ মাসের মধ্যে এদের তপশীলভুক্ত করানোর কাজটা যেন সম্পন্ন করেন। কারণ দীর্ঘ আট দশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তবুও তাদের তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত করানো হয় নাই। মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের উপর বলেছেন যে, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ত্রিপুরার জনসাধারণ রাজ্যের জনসংখ্যার সমপরিমাণ শরণার্থী আগমনজনিত দায়িত্বের বিশাল চাপ যেভাবে বহন করেছেন এবং বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যেও যে অবিচল ভাব ত্রিপুরার জনসাধারণ দেখিয়েছেন, সে সবই তাঁরা হাসিমুখে সহ্য করেছেন 'বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদের যে সকল জোয়ান আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের অমর আত্মার প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। যেসব জনসাধারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শেলিংএ নিহত হয়েছেন তাঁদের আত্মার সদগতি কামনা করছি এবং তাদের পরিবারবর্গকে আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। এই প্রসংগে আমি একটি কথা বলছি। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় সাব্রুম, বিলোনীয়া, কৈলাশহর, কমলপুর, খোয়াই, সোনামুড়া ও সদর সাবডিভিসন এই কয়টি সাবডিভিসনে জনসাধারণ বিশেষভাবে যারা বর্ডার এলাকায় বাস করেন তারা অনেক দুঃখ কষ্ট করেছেন। অনেক নাগরিকের বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, অনেকে বাড়ী ঘর ত্যাগ করেন, শস্যেরও ক্ষতি হয়েছে। সরকার তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ একটু দ্রুত হওয়া দরকার এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেও হওয়া দরকার। এবং যাদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব না হলেও কিছু সাহায্য যাতে দেওয়া হয় তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। কমলপুরে গঙ্গানগর গ্রামে অনেকগুলি বাড়ী রাজাকাররা ঢুকে অগ্নিসংযোগ করে অনেক ক্ষতি সাধন করে। পাকিস্তান থেকে শেলিংএর ফলে শহরের অনেকগুলি বাড়ী ধ্বংস হয়েছে। এই সব এলাকায় যারা কোন সাহায্য পায় নাই তাদের অতি দ্রুত পুনর্বাসন দেওয়া দরকার।

রাজ্যপাল ভূমি সংস্কারের কথা বলেছেন, আমি জানি Survey & Settlement operation যেটি ১৯৫৯-৬০ ইং সনে আরম্ভ হয়েছে এবং দীর্ঘ আট দশ বছরে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার পর সার্ভে এণ্ড সেটেলম্যাণ্টের যে ওয়ার্ক হয়েছে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। বহুলোক যারা পনর বা বিশ বছর পূর্বে জুমিয়া কলোনীতে এবং উদ্বাস্তু কলোনীতে স্থান পেয়েছে তাদের এখনও রায়তি স্বত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি বা তাদের তৌজি স্বত্বও দেওয়া হয়নি। বহু লোক আছেন যারা খাসের জমিতে বাস করেন খাসের জমি আবাদ করে দীর্ঘদিন যাবত চাষবাস করছেন তাদের এখনও তৌজি স্থাপন হয়নি বা তাদের কোন রেকর্ড অব রাইটস্ নাই। তাই ভূমি সংস্কারের কাজটি আবার আরম্ভ করা দরকার। এইজন্য হাজার হাজার একর জায়গা

লক্ষ লক্ষ একর জায়গা লোকে দখল করছে ভোগ করছে। কিন্তু একজনেরও রায়তি স্বত্বের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি।

সর্বশেষে আমি বলব মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বেকারী দূর করার কথা বলেছেন বেকারী দূর করার ব্যাপারে প্রথমেই বলতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় কিন্তু মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করার কথা আমি শুনেছি কিন্তু তাও এখন পর্যন্ত হয়নি। এই সব ব্যাপারে যদি সংশ্লিষ্টমন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেন মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠার ব্যাপারে এবং সরকার যদি জনসাধারণকে উৎসাহ দেন, এবং সরকার যদি প্রয়োজনীয় সাহায্য দেন, তাহলে কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্প হতে পারে এবং বেকারীও কিছু কিছু দূর হতে পারে।

বড়মুড়ায় তৈল উত্তোলন কাজ আরম্ভ হয়েছে সেই কাজ যাতে দ্রুততর করা হয়, আর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে তেল পাওয়ার যে সম্ভাবনা আছে, সেটা নাকি ইণ্ডিয়ান এ্যাক্সপার্টেরা এবং রাশিয়ান এ্যাক্সপার্টেরা বলেছেন তাদের রিপোর্টে, সেই সব স্থানগুলিতে যদি বোরিং হয় তাহলে একমাত্র তেলের উপরই ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক আর্থিক উন্নয়ন হতে পারে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লী যাবেন, তখন সেখান থেকে এ্যাক্সপার্টের রিপোর্ট এনে সেই সব জায়গাতে বোরিংএর ব্যবস্থা করতে এবং সেই সব কাজ করতে অনুরোধ করবো। বড়মুড়াতে বোরিং ইত্যাদির প্রয়োজনে ভারী ভারী মেসিনারী আনার অসুবিধার জন্য সেখানে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই এই সব কাজ যাতে ত্বরান্বিত হতে পারে, যেটা নাকি আমাদের বেকার সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পথ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমাজ জীবনের উন্নতির পথ, সেদিকে আমাদের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই কথা বলে আমি আবার মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন এবং সেজন্য মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাঁর সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আমাদের দেশে আজকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত এবং সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকটি বিধান সভার রাজ্যপালেরা উদ্বোধনি ভাষণ দিয়ে থাকেন। এটা গণতন্ত্রের একটা অঙ্গ আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের প্রতি যাদের আস্থা আছে, শ্রদ্ধা আছে তাদের এটা মেনে নিতে হবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের ব্যাপার, পরিতাপের ব্যাপার যে আজকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের ত্রিপুরা বিধান সভার নির্বাচনের পর এই যে প্রথম অধিবেশন, যে অধিবেশনের দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যের জাগ্রত মানুষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিকামী মানুষ তাকিয়ে আছে, তাদের ভবিষ্যতের দুঃখ কষ্ট দূর করে একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের এখানকার বিধান সভার যারা বিরোধী পক্ষ তারা ওয়াক-আউট করলেন। ওয়াক-আউট কেন করলেন? তার কারণ হল পশ্চিম বঙ্গে তারা হেরে গিয়েছেন

এবং ত্রিপুরাতেও তারা হেরে গিয়েছেন। গণতন্ত্রে আমরা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে মানুষের উপর আস্থা রাখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে। মানুষ যদি আমাদের ভোট না দেন, আমাদের ক্ষমতায় না বসান, তার জন্য যদি আমাদের রাগ হয়, কষ্ট হয় এবং তারজন্য আমরা রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করি এবং অধিবেশন ত্যাগ করি, সটা কোন মতেই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ব্যথিত। রাজ্যপালের যে ভাষণ সেটা হচ্ছে উদ্বোধনি ভাষণ এটা অনেকটা আলংকারিক, এর মধ্যে তার সরকার যে নীতি বা আদর্শ গ্রহণ করবে, সেগুলির একটা রূপরেখা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। সেদিক দিয়ে আজকে যদি আমরা তাঁর ভাষণ বিচার বিবেচনা করে দেখি তাহলে দেখতে পাব ত্রিপুরার যে সমস্যা, ত্রিপুরার যে সংকট এবং ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কি কি করণীয়, তার সব কথাই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে মোটামুটিভাবে সন্নিবেশীতে করা হয়েছে। কিন্তু এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা ত্রিপুরাতে আছে, তার সবগুলিই তার ভাষণের মধ্যে থাকা সম্ভবপর নয় এবং সুবিধাজনক নয়। এখানে আজকে তাঁর ভাষণকে ধন্যবাদ জানাবার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হল গত বছরে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি, আমরা একটা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য বাংলা দেশে ইয়াহিয়া, আমেরিকা ও চীনের ষড়যন্ত্রে বাংলা দেশের মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, সেখানে মিলেটারীরা জুন্টা লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, লাখ লাখ নারীর উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে এবং তাদের স্বাধীনতাকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া বহু সংখ্যক লোক আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে আশ্রয় পাওয়ার আশায়। ত্রিপুরার ১৫/১৬ লক্ষ মানুষ তাদেরকে সেই আশ্রয় দিয়েছে, স্থান দিয়েছে এবং তাদের সংগ্রামে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। আমাদের এই সহায্য ও সহযোগীতায়, মুক্তিবাহিনীর প্রচেষ্টায় ভারতীয় জোয়ানেরা সেই বাংলা দেশকে স্বাধীনতা লাভ করিয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমরা আনন্দিত। আর এই ক্ষেত্রে আমরা আরও একটা জিনিষ লক্ষ করেছি, ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা যেখানে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প নিয়েছি, তাতে ত্রিপুরা তথা সারা ভারতের মানুষ আজকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করেছে, তার পিছনে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের দেশের সব চেয়ে যে বড় সমস্যা গরীবি হটাও, সেই সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকে আরও দেখছি এই যে নীতি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নীতি, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের সরকার, শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে যে সরকার তারা এটাকে তাদের নীতি হিসাবে, তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির সাথে সাথে বাংলা দেশের নিপীড়িত মানুষেরও যাতে উন্নতি হয়, সেদিকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য রাখবেন। এই শুভ কামনা করে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব এসেছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর প্রায় ১০টির মত সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে। আমি এখন মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবগুলি হাউসের সামনে রাখবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি প্রথমে এই সভার সামনে মুভ করছি। সেগুলি হল—

১) নির্ব্বাচনের আগে ও পরে পুলিশ, গুণ্ডা নিয়োগ করে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং নির্ব্বাচনের পরে বিভিন্ন এলাকায় দমননীতি।

২) ত্রিপুরাকে অনুন্নত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে ত্রিপুরার জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দের দাবী।

৩) উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদ গঠন, উচ্চ আদালত গঠন সম্পর্কে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদ আইনটির সংশোধন দাবী।

মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল যে বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ বিধানসভার উদ্বোধনী ভাষণ হিসাবে রেখেছেন, সেই বক্তব্য ত্রিপুরার জনসাধারণকে শুধু হতাশ করবেনা, বিক্ষুব্ধ করবে। যে ভদ্রলোকেরা এই বক্তব্য লিখে দিয়েছেন তাঁকে, সেই ভদ্রলোকেরা ত্রিপুরায় থাকেন কি না, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ জাগছে। কারণ ত্রিপুরার কোন সমস্যা এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখছিনা, কিছু ভাসা ভাসা কথা আছে। এখানে কিছু ভূমিহীন জুমিয়ার, কিছু বেকারের কথা আছে. ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হবে. বেকারদের কাজ দেওয়া হবে এতো ২৫ বছর আমাদের দেশের লোক শুনে আসছে, এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে? এমন কি এক বছর আগে যে বিধানসভা এখানে ছিল সেই বিধানসভায় উপ-রাজ্যপাল যিনি ছিলেন, তাঁর বক্তৃতা মাননীয় স্পীকার, স্যার পড়ে দেখুন, সেই বক্তব্যে কিছু কিছু কথা—কনক্রীট যাকে বলে, কিছু ছিল। আজকের বক্তৃতায় শাসক গোষ্ঠির ক্ষমতা নেই, সাহস নেই যে কনক্রীট কথা দেশের মানুষের সামনে বলতে পারেন যে আমরা এই করতে যাচ্ছি। সেইরকম বলবার অবস্থা তাঁদের নেই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা বলেছি ত্রিপুরাকে ব্যাকওয়ার্ড এলাকা ঘোষণা করার কথা। এটা যখন আমরা বলি তখন আমরা এই হাউসকে জানিয়ে দিতে চাই, বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠিকে জানিয়ে দিতে চাই যে তাদের যে গৃহীত প্ল্যান, পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা কমিশনারের সিদ্ধান্ত রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে যে মেমোরেণ্ডাম ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন, সেই মেমোরেণ্ডাম থেকে আমি কিছু অংশ এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। সেখানে বলা হয়েছে (১৬ পৃষ্ঠায়) মিনিমাম লেভেলস্ রিজিওনাল ডিসপ্যারীটীজ এবং ব্যাকওয়ার্ড এরীয়াজ সম্পর্কে—The Council অর্থাৎ National Development Council—stress the need to ensure the minimum levels of living and to reduce the disparities in development between different regions and most specially in relation to areas which remained markedly backward এবং ব্যাকওয়ার্ড বলতে

কি বলা হয়েছে তাও কমিশন বলেছেন, কিভাবে ব্যাক্ ওয়ার্ড চিহ্নিত করতে হবে—No. 1 the value of national production. No. 2– Consumers expenditure per person, (3) density of population on per square mile, (4) proportion of pepole leaving in rural areas, (5) employment in organised industry. এই পাঁচটি ক্রাইটেরীয়া যার বিচার বিবেচনা করে আমাকে দেখতে হবে যে ত্রিপুরা অনুন্নত কিনা। অল ইণ্ডিয়া ফিগার যে সরকারী কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা হাউসের সামনে আমি উপস্থিত করতে চাই। আমাদের এখানে ১০০ জন মানুষের মধ্যে সাত জন মাত্র শহরে থাকে, আর ৯৩ জন গ্রামে থাকে। যদি ব্যাকওয়ার্ড চিহ্নিত করার একটি যুক্তি একথা হয়, নিশ্চয় আমাদের হাউস বলবে আমাদের রাজ্য হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড। আমাদের আয়—যেখানে ভারতের গড় আয় হচ্ছে মাথাপিছু ৩৬১ টাকা, সেখানে আমাদের মাথাপিছু আয় হচ্ছে [illegible]০৮ টাকা এবং আজকের ফিগার এটা নয়, আজকে আরও কমে গেছে একথা আমরা ধরে নিতে পারি। কমলপুরে একটি পাইলট প্রজেক্ট চালু হয়েছে, সরকার সেখানে বলেছেন যে সেখানে বিশেষ করে দেখা গেছে কমলপুরের মাথাপিছু আয় হচ্ছে ১[illegible] টাকা। যেখানে সমগ্র ভারতবর্ষের মাথাপিছু ৩০ ইউনিট ইলেকট্রিসিটি খরচ হয়, আমাদের এখানে খরচ হয় মাথাপিছু [illegible] ইউনিট। আমাদের এখানকার কৃষির ফলন হচ্ছে একর প্রতি ১৫ মণ, যা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বনিম্ন ফলন। এখানকার লোকের সংস্কার কথা সুবিদিত এবং ইণ্ডাষ্ট্রি যে নেই সেকথা মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে স্বীকার করেছেন। যদি সেনসাস রিপোর্ট দেখি, ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোর্ট এখনো বিস্তৃত আকারে নেই, কিন্তু যেটুকু আছে সামারী হিসাবে, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সেই বিবরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৬১ সালে যেখানে চাষ করে থাকতেন ১০০ জনের মধ্যে [illegible] জন কৃষক, সেখানে এখন চাষ করে থাকে [illegible] জন কৃষক। অর্থাৎ অল্প কিছু লোক কাজ করছে, তার উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা বাড়ছে। যদি জমিওয়ালা কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দেখা যায়, সেনসাস রিপোর্টে বলেছে যে যেখানে আগে ছিল শতকরা সাড়ে সাত জন, সেখানে এ জায়গায় হয়েছে ১১.৭ অর্থাৎ ১১.৭ ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে, জমিওয়ালা লোকদের সংখ্যা কমছে। ডেনসিটি অব পপুলেশন দেখুন, সারা ভারতের গড় ১৮৭। সেখানে আমাদের গড় হচ্ছে ১৪১। লিটারেসী যদি দেখেন সারা ভারতের গড় থেকে আমাদের এখানে শতকরা ১[illegible] জন কম শিক্ষিত। আরও কম আছে অমরপুরে ১০০ জনের মধ্যে ১৪.৪৯ জন হচ্ছেন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। কেন আমি বলছি যে আমাদের এলাকাকে অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণা করা হউক, আমি এইজন্য বলছি, এই এলাকার অগ্রগতি যদি করতে হয়, তাহলে আমাদের একথা বললে চলবেনা, যেভাবে মাননীয় রাজ্যপাল এখানে উপস্থিত করেছেন—যখন আপনারা টাকা চান, তখনই পাবেন। আমি বলছি আমাদের টাকা আমাদের সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুসারে দেওয়া হউক যে ধারাতে স্টেটিউটরী গ্যারেন্টী আছে, যে ধারাতে আমাদের টাকা দেওয়া না দেওয়া প্ল্যানিং কমিশনের খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করবেনা। আমাদের যে টাকা এখানে দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ২৮২ ধারা অনুসারে, যে ধারায় ডিসক্রিশনারী পাওয়ার আছে, ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন, নাও দিতে

বলছি না। আজকে হাজার হাজার শ্রমিক যারা মাটি কাটছে তাদের আনা হয়েছে ইউ, পি, থেকে, বিহার থেকে, তামিলনাড়ু থেকে। আর আমার গ্রামে গ্রামে ভূমিহীন মজুরেরা দুই টাকা মজুরী পায় না। একটা উপনিবেশ করা হয়েছে লুঠ করার জন্য। এই অবস্থা আমরা চলতে দিতে পারি না। কাজেই আমরা চাই একটা সত্যিকারের পূর্ণ রাজ্য হোক। ডেভেলাপমেন্টের নাম করে, একটা উপদেষ্টা কমিটির নাম করে, সত্যি যদি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হত তাহলে সেখানে গভর্ণরের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা ছিল না। কেন গভর্ণর প্রেসিডেন্ট হবেন? আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না কেন? কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কেন দেওয়া হয়েছে আমরা জানি, ওটা ডেভেলাপমেন্টের জন্য নয়, সিকিউরিটির জন্য এবং সেই কাজ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র কাজ। ভ্যাকুয়াম নিয়ে রাজত্ব করা। সেই ভ্যাকুয়াম নিয়ে ইলেকশান করেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, দস্যু ইয়াহিয়াও ইলেকশান করেছে। ঐ খুনি ইয়াহিয়াও ইলেকশান করেছে। কিন্তু কেউ বলতে পারবেন না যে ভোটের দিন ৬০ জন খুন হয়েছে গুলিতে। এটা আমাদের কথা নয়, কেন্দ্রীয় সরকার হিসাব পেশ করেছেন। ভোটের সময়ে কত লোক খুন হয়েছে? ৬০ জন। খুনি ইয়াহিয়াও তা করতে পারেনি। ইয়াহিয়াও জানত ভোটের পর আর লোক মারা যাবে না। কারণ বাংলাদেশে ভোটের গণতন্ত্রকে হত্যা করা যায় নি। মুজিব ভাইকে আর জেলে রাখা যায় নি। জেলে রাখলেই সেখানকার লক্ষ লক্ষ লোক বিদ্রোহ করে। আমাদের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তিনি শিখেছেন। যেমন করে ইয়াহিয়া শিখিয়েছে তেমন করে তিনিও শিখেছেন ইয়াহিয়ার নীতি, যে কি করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য রাজত্ব রক্ষা করতে হবে। আজও তো তাই চলছে। কালকে ধর্মনগর থেকে রিপোর্ট এসেছে, একজন দারোগাকে খুন করা নিয়ে সেখানকার মেয়েদের, ১০। ১২ বছরের ছেলেদের থানায় এনে পেটানো হয়েছে। দারোগার জীবন তো মূল্যবান। কারণ ওদের দিয়ে তো রাজত্বটা রক্ষা করতে হয়। কিন্তু সম্ভবত সরকার ভুলে গেছেন যে এই দারোগাও বেশীদিন তাদের অনুরক্ত থাকে না। পুলিশ দারোগা বেশীদিন অনুরক্ত থাকে না। ইয়াহিয়ারও তারা বেশীদিন বিশ্বস্ত থাকে নি। এই রাজত্বেও থাকবে না যখন তারা বুঝতে পারবে যে ৯০ জনকে শোষণ করার জন্য, ৯০ জনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এরা গর্ব করছেন ওরা জিতেছেন। ওরা দশ জনের প্রতিনিধি। আমরা যেদিন দুইজন প্রতিনিধি ছিলাম সেদিনও আমরা ৯০ জনের প্রতিনিধি ছিলাম। প্রমাণ হয়েছে এটা, ভোটের বাক্সে প্রমাণ হয়েছে। এই নির্বাচনে জাল, জোচ্চুরি, গুণ্ডামি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ওরা ভোটের বাক্সে ওদের পরিষদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করে যতই এখানে আস্ফালন করেন না কেন আমরা জানি ওদের মৃত্যু পরোয়ানা গ্রামে, শহরে সমস্ত জায়গায় ঝুলছে (নয়েজ)। নির্বাচনের পরে ওরা যদি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হত তাহলে আজকে কেন অমরপুরে আমাদের ছেলেদের অ্যারেষ্ট করে? ওরা তো লাঠি নিয়ে যায়নি, ওরা গিয়েছিল চাকরীর জন্য। সেখানে তো ওরা দারোগা খুন করেনি। সেজন্য সেখানে পুলিশ, তারজন্য সেখানে ছাত্র এবং যুবকদের

গ্রেপ্তার। এইগুলি অশুভ লক্ষণ। এতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এরা ক্রমশঃ অস্ত্রের উপর নির্ভর করে জনতার উপর বিশ্বাস হারাবে। (রেড লাইট) মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এক মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করব। ত্রিপুরার মানুষ আজকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা তারা নিজেরা করবেন এবং এই হাউসে আজকে ত্রিপুরা বিধান সভায় যারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান, জনসাধারণের জীবনের উপর যে আক্রমণ হয়েছে মূল্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে, ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন ধরণের মালিক জমিদার, তাদের আক্রমণের মধ্য দিয়ে এবং বকেয়া খাজনা আদায়ের মধ্য দিয়ে, তার মোকাবিলা করার জন্য যে প্রতিরোধ গ্রামে শহরে গড়ে উঠছে এই বিধান সভার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে কথা বলা। এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী তড়িত মোহন দাশগুপ্ত। আপনি দশ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী তড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিধান সভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন এবং এই ভাষণের উপর যে অভিনন্দন প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সমর্থন জ্ঞাপন করছি এবং এই ভাষণের মধ্যে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় ত্রিপুরার অবস্থা এবং আশু কাজের জন্য যে জিনিসগুলি দরকার তার প্রতিটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। এর সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন, অত্যন্ত ওজস্বীন ভাষায় তিনি তার বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে যতটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন বস্তুত তার মধ্যে ততটা নাই। কারণ তিনি ফীল করেছেন যে এটা হচ্ছে প্রথম বিধান সভায় তার ভাষণ এবং এই সরকারের যে নীতি, তার সম্বন্ধে তার যে অভিমত সেটা তার বক্তব্যে মধ্যে উল্লেখ করা। এটা বাজেট স্পীচ নয় এবং সারা বছর যে কাজ হবে তার প্রতিকৃতি নয়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, 'এই রাজ্যের কল্যাণে, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতম অংশের জন্য সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জ্জনের কাজে আমি ও আমার সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিতে চাই'। কাজেই এই বক্তৃতায় ত্রিপুরায় যারা অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিক ভাবে দুর্ব্বলতম অংশ তাদের সমগ্রের কথা এই বক্তব্যের মধ্যে মাননীয় রাজ্যপাল রেখেছেন। কাজেই যদি কোন সদস্য মনে করেন সেটা তার রাজনৈতিক চশমা পড়ার জন্য (টেবিল চাপড়ানি) এবং রাজনৈতিক চশমার ভিতর দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন এবং তিনি বলছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে গভর্ণর থাকুক। প্রত্যেক রাজ্যে একজন করে গভর্ণর থাকুক এটা যদি না চান তাহলে ৫টি রাজ্য মিলে যদি একজন রাজ্যপাল থাকে তাহলে তো তার আপত্তি করার কথা নয়। আজকে ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম, নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয় মিলিয়ে একজন গভর্ণর আছেন এবং তিনি তার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন সিকিউরিটির দিকটা। আর এটা দেখতে পাননি যে এর ফলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা সহযোগিতা থাকবে। এটা একটা অনগ্রসর অঞ্চল এবং তাতে যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট হবে একটা সহযোগিতার মাধ্যমে এবং তার জন্য এক সংগে এইগুলি যে করা হয়েছে এবং তার যে মহৎ উদ্দেশ্য এটা তার চোখে পড়ছে না। কাজেই এর মধ্যে যে মহৎ

উদ্দেশ্য রয়েছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থ নৈতিক উন্নতি এবং শিল্প করতে হবে এবং সেটা এই ধরণের একটা কাউনসিলের মধ্যে যদি গঠিত হয় তাহলে তার সংগে একটা সুসামঞ্জস্য থাকবে। সেই যে ইনটিগ্রিটি অব দি নেশান সেই ইমোশন্যাল ইনটিগ্রিটি বড় হবে এবং আমরা ভারতীয় হিসাবে, পূর্বাঞ্চলকে সমগ্র ভারতবর্ষের সংগে সংযুক্ত করব। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই যে ভাষণ যেটা মাননীয় রাজ্যপাল রেখেছেন সেই ভাষণের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত সমস্যা, সমগ্র ত্রিপুরার সবটাই সমস্যা, কিন্তু এই ভাষণের মধ্যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ থাকে না। সেটা যখন বাজেট আসে সেই বাজেটের কাযক্রমের মধ্যে বিভিন্ন দিকটা এবং তার মধ্যে প্রধানতম যেগুলি সেগুলি তিনি লক্ষ্য করেছেন। অথচ আমাদের যে সমস্ত সংহতিরক্ষাজনক কাজ সেগুলি তার মধ্যে রয়েছে। এবং যে বেকারীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন অন্যান্য সমস্যার সংগে সেই বেকারীর সমস্যাটা হচ্ছে সবচাইতে বড় এবং বৃহত্তম। এবং সবচাইতে এটাই আজকে যুব সমাজ এবং সমস্ত সামাজিক কাঠামো বিঘ্নিত করে তুলেছে এবং সেই সমস্যাটা যে কাজের মধ্যে এবং অবস্থার মধ্যে রয়েছে সেটা তার ভাষণের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। শিল্প এবং আনুষাঙ্গিক কাজের দ্বারা সেসব সমস্যার সমাধান করা হবে তার ইংগিতও তিনি এই ভাষণের মধ্যে দিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট এবং জলসরবরাহের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমি সেই জিনিষটার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। এই জল সরবরাহ করার জন্য আমরা সেখানে টিউব ওয়েল এবং রিংওয়েল দিয়েছি। কিন্তু রিংওয়েলের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ হয়ে আছে। টিউব ওয়েলও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ হয়ে আছে। জনসাধারণও টিউব ওয়েল চায় না। কারণ জল সরবরাহের কাজ এই টিউব ওয়েল ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করে না। কাজেই রাজ্যপালের ভাষণে জল সরবরাহের যে ইঙ্গিত সেখানে তিনি দিয়েছেন রিংওয়েলের মাধ্যমে যাতে জল সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমি দৃষ্টি রাখতে বলব। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য নূতনভাবে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তার জন্য সরকারকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। নানা কারণে সেই কাজটা হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে যাতে কাজটা সম্পূর্ণ হয় তার জন্য আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেকারীর ক্ষেত্রে এখানে যে জিনিষগুলির উল্লেখ করেছেন আমার মনে হয় তিনি এর যথেষ্ট ইঙ্গিত রেখেছেন। এই সমস্যার সমাধানের আশু সম্ভাবনা হয়ত ত্রিপুরায় নাই কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-কৃষি ভিত্তিক শিল্প যাতে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রয়োজন বোধে নূতন কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে যাতে অতি আশু ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠতে পারে এবং সেল্‌ফ-এমপ্লয়মেন্ট গড়ে উঠতে পারে সেই-গুলি দেখা দরকার এবং আজকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছে এবং সেই ব্যাঙ্ক এর অর্থ দিয়ে শিক্ষিত যুবক বা বেকার যুবকেরা ছোট ছোট ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ ও আনুষঙ্গিক সাহায্য যাতে সহজে পেতে পারে সেই দিক দিয়ে সরকারকে জাগ্রত হওয়ার জন্য আমি আমার বক্তব্য রাখব। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য প্লেনিং এর বিষয় বলতে গিয়ে বলেছেন সেনট্রাল প্লেনিং তিনি পছন্দ করেন না। ত্রিপুরাতে যা কিছু করতে হয় তা নিশ্চয় করবেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের দল হিসাবেও বটে, ভারতীয় জাতি হিসাবেও বটে আমাদের ভাগ্য সমগ্র ভারতবর্ষের সাথে জড়িত।

অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি এক মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব। কাজেই ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে তার অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে জড়িত থাকতে হবে এবং সেই জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতর প্লেনিং যেটা, সেটা আমরা করব। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে প্লেনিং সেটা সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এবং সেই জন্য ভারত সরকারের যে প্লেনিং কমিশন আছে তার সাথে আমরা সংযুক্ত আছি বলে আমরা গর্ব মনে করি। আর একটা যায়গায় বলতে গিয়ে বলেছেন যে আজকে নাকি বেয়নেট দিয়ে দেশকে শাসন করা হচ্ছে। আজকে জনতার রায়ে যখন বিরোধী দল জিতে তখন আর বেয়নেটের অভিযোগ থাকে না। বিরোধী দল যখন পশ্চিম বাংলায় নানা অন্যায় অবিচার অত্যাচারের ভেতর দিয়ে জিতে ছিলেন তখন বলছেন জনতার রায়। আর আজকে যখন পশ্চিম বাংলায় তাদের বিরুদ্ধে জনতা রায় দিয়েছে তখন ইলেকশানের দুই একদিন আগে থেকেই বলছেন বেয়নেট এর মাধ্যমে ইলেকশন হয়েছে। অন্যায় অত্যাচার এবং জুলুমের মাধ্যমে যখন বিরোধী দল নির্ব্বাচনে সুবিধা করতে পারে নাই এবং যেহেতু জনসাধারণ তাদের চরিত্র বুঝতে পেরেছেন সেই জন্য তারা পশ্চিম বাংলা এবং ভারতবর্ষে যারা গণতান্ত্রিক দল এবং সত্যকার গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। ভারতের জনতা জানে যে কখন কি করতে হয় এবং সেই জন্যই তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলকে সাহায্য করে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত আমাদের রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করি। সময় অত্যন্ত কম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি দুই একটা কথা আমার বক্তব্যে রাখব। মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ত্রিপুরার একটা মোটামুটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর যে ভাষণ সেই ভাষণ সম্পর্কে আমি যতটুকু বুঝি বা যতটুকু দেখতে পাই তিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় বিরোধীদলের লিডার তাঁর ভাষণে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে গিয়ে কতগুলি কথা রেখেছেন যেগুলি হয় তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অথবা হাউসের সেন্টিমেন্ট অন্যদিকে ঘুরাবার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত আঞ্চলিক পরিষদকে সংশোধন করতে, সেটা তিনি মানেন না এবং সেই সমস্যার উপর আমাদের জোর নাই, কিছু করার নাই। আমরা সেটার কিছু করছিও না। শুধু এইটুকু বলব যে পার্লিয়ামেন্ট এর দুইটি সভাতেই এই বিলটা পাশ হয়েছে। আমি তাদেরকে বুঝতে বলব, চিন্তা করতে বলব যে পার্লিয়ামেন্টে তাদের দলের যে দুইজন সদস্য, যারা ত্রিপুরার মানুষ, তাঁরা গর্ব করেছেন যে লোকসভায় নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। আমি তা স্বীকার করি,

এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। কারণ ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে পাঠিয়েছেন, নির্ব্বাচন করে পাঠিয়েছেন। সেই নির্ব্বাচিত সদস্যরা পার্লিয়ামেন্টে এই বিষয় কতদূর কি প্রতিবাদ করেছেন সেটা চিন্তা করার বিষয় ছিল এবং সেখানে কি তারা করছেন সেটা আজকে আমাদের চিন্তার বিষয়। এখানে এই বিধান সভার সদস্যদের ক্ষমতা নাই যে পার্লিয়ামেন্টে গিয়ে একটা কথা বলতে পারে। পার্লিয়ামেন্ট এর সদস্য যারা আছেন তারা সেইটার বিরোধীতা করছেন কিনা তার আলোকপাত করছেন কিনা সেইটে বিচার করা দরকার।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যে আর্থিক সম্পর্ক ছিল আমি নিশ্চিত যে পূর্ণ রাজ্য হওয়াতে এ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। আমাদের অতীতে এ রাজ্যের কোন অর্থের তেমন কোন অভাব হয়নি। এবং ভারত সরকার সদাই অর্থ মঞ্জুর করেছেন। আমি নিশ্চিত যে অর্থের অভাবে ত্রিপুরার সমৃদ্ধি ও গড়ার কাজে কোন অসুবিধা হবে না। আমি বিশেষ করে বলব এই রাজ্যের আয়ের পথ খুবই সীমিত এবং সেই পথ অনুসন্ধান করার জন্য আপনাদের-আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেছেন (রাজ্যপাল) ত্রিপুরা ব্যাকওয়ার্ড প্লেস, ত্রিপুরা অর্থ-নৈতিক দিক দিয়েও অনুন্নত, ত্রিপুরা বেকারত্বের দিক থেকেও সমস্যা সংকুল। ত্রিপুরায় ভূমিহীন সমস্যা রয়েছে, ত্রিপুরায় আদিবাসী বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে সেটি তিনি অস্বীকার করেন নি। এবং তার জন্য আমার মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য বলেছেন অর্থ ছিনিয়ে আনতে হবে। কোথা থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে? না কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। অর্থের প্রয়োজন আছে আমরাও স্বীকার করি, ত্রিপুরা অনুন্নত রাজ্য এবং ত্রিপুরাকে গড়তে এবং উন্নত করতে হলে ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিতে হবে। এবং সেটি করতে হবে গ্র্যান্ট ও লোনের মাধ্যমে তা আমরা অস্বীকার করছি না তার জন্য আমরাও দরবার করব। সেই কথার সঙ্গে আমাদের কোনও অমিল নাই। কিন্তু তাই বলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে সেটি আমরা করতে পারব না। এইসব আতঙ্ক সৃষ্টি ভয় সৃষ্টি করার মধ্যে আমরা নাই, এইসব আমাদের কাজ নয়। কোন গণতান্ত্রিক দেশে কোন গণতান্ত্রিক মানুষ সেটি স্বীকার করবে না। কোন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ সেটি বরদাস্ত করবে না। শান্তিপূর্ণভাবে দরবার করেই এই অর্থ আদায়ের পথ রয়েছে, কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটি কথা আমি বলব যে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা গুণ্ডামী করে নির্ব্বাচনে জিতেছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মাননীয় সদস্যকে আমি স্মরণ করে দিতে চাই আমি নিজের চোখে দেখেছি গুণ্ডামী করে কারা। কারা আতংক সৃষ্টি করে। আমি উদাহরণ দিতে পারি। আমার কনষ্টিটুয়েন্সির মধ্যে একটি পুলিং ষ্টেশন আছে—মাধববাড়ী। সেখানে আমি দেখেছি তাদের যে লাল সেনা আছে তারা লাল টুপি মাথায় দিয়ে গলায় তাদের পার্টির চিহ্ন দিয়ে তাদের নিশান নিয়ে, হাতে ডাণ্ডা নিয়ে বলছে এদিকে যেতে হবে। ঐদিকে যেতে হবে। এর নাম কি গণতন্ত্র প্রিয়? এইভাবে যদি আতংক সৃষ্টি করা হয় ভোটারদের মনের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে তাদের ভোট আদায়ের জন্য চেষ্টা করা হয়—ত্রিপুরার মানুষ এটা বরদাস্ত করেনি। ত্রিপুরার মানুষ সব দিক চিন্তা করে গণতন্ত্রের দিক চিন্তা করে আমাদের জয়যুক্ত করেছেন। এতে যদি তাদের গোসা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব কাজ করুন মানুষের সঙ্গে

মিশুন সমাজের সমস্তার সংগে আপনারা একাংগীভূত হউন তাহলে আপনাদেরকেও ত্রিপুরার মানুষ জয়যুক্ত করতে পারবে। (রেড লাইট) কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার বোধ হয় আর সময় নেই লাল বাতি জলেছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আবার মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের প্রতি অভিনন্দন ও স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার। আপনাকে ১০ মিনিট সময় দেওয়া হল।

শ্রীঅনিল সরকার :— দুঃখের বিষয় এই যে রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই। প্রাক্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ও প্রশাসনের কতিপয় অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত... ... ...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি সর্ব্বদাই চেয়ারকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই।
প্রাক্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ও প্রশাসনের কতিপয় অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের সুপারিশ।
দুর্নীতি নিবারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত শান্তানম কমিটির সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি।
মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের আশা ছিল যে ভারতে এমন একটি প্রশাসন আসবে যে, প্রশাসন পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হবে। গান্ধীজী অবশ্য কিছু আশা ও ছবি তুলে ধরেছিলেন। ১৯৬২ইং পার্লামেন্টে তখনকার নিযুক্ত শান্তানম কমিটি দুর্নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে তদন্তের রিপোর্টে বলেছেন মন্ত্রী ও আমলাদের সম্পত্তির প্রকাশ্যে ঘোষণা থাকতে হবে। ১৯৬২ইং সালের পর গড় পরতা আমলাদের দুর্নীতি বেড়েছে এবং তাতে জনগণ হতাশ হয়েছেন এবং প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়েছেন। তার প্রধান কারণ হল দুর্নীতি। দুর্নীতিটা তিনটি সারিতে ভাগ করেছেন। একটি ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি বড় বড় কারখানার মালিক,আর একটি হল অফিসারদের মধ্যে। আর যারা নাকি পলিটি-কেল পাওয়ার নিয়ে থাকেন। তিনি বলেছেন গান্ধীজীর পর তাঁর শিষ্যরা ক্ষমতা নেবার পর তারা যে প্রশাসন কায়েম করেছেন তারপর থেকে যত দুর্নীতি চলছে সেটি উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না। সেইজন্য দুঃখ প্রকাশ করে শান্তানম কমিটি সুপারিশ করেছেন যাতে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই জন্য মন্ত্রীদের প্রোপার্টি কি আছে আমলাদের সম্পত্তি কি আছে কি করে তারা রোজগার করেন কি করে এই সম্পত্তির মালিক হলেন তার একটা প্রকাশ্য ঘোষণা থাকতে হবে। ১৯৬২ সালের পর গড় পরতা আমলাদের দুর্নীতি সম্পর্কে বলেছেন। ত্রিপুরার প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির বাস্তু ঘুঘুরা বাসা বেধেছিলেন এবং পলিটিকেল লেভেলে যে সমস্ত মন্ত্রী এম, এল, এরা ছিলেন তারাও এর সংগে জড়িত। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য সেই রেকর্ড করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি নাম করবেন না।

শ্রীঅনিল সরকার :—আচ্ছা। প্রশাসনের যে দুর্নীতি সেটি একটা......

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কোন প্রমাণ ছাড়া কোন এম, এল, এ বা মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে বলতে পারেন না। যদিও তিনি বলতে চান তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ এখানে এনে দেবেন স্পীকারের কাছে তবে তিনি বলতে পারবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— রেকর্ড আমার আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, without having any record আপনি কিছু বলতে পারেন না।

শ্রীঅনিল সরকার :— আচ্ছা। মেঃ ত্রিপুরা হিল ডেভেলাপমেন্ট কোঃ লিঃ যে কোম্পানী সেটি একটি জালিয়াতি পূর্ণ কোম্পানী এটা নিয়ে তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন তদন্ত চলবে। তারপর একজন প্রাক্তন সদস্য হিন্দী টিচাস ট্রেনিং এ হিন্দী প্রচারের টাকার চুরির ব্যাপারে আজও হিসাব দিতে পারেন নি। এবং কোন একজন সদস্য কোন স্কুলের ব্যাপারে জড়িত এবং সেই স্কুলের কাগজপত্র এখনও পুলিশের হেপাজতে আছে। ত্রিপুরার এপেক্স সোসাইটির ব্যাপারে শ্রীবালেশ্বর প্রসাদ যে রায় দিয়েছেন যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে জানা যায় যে ১৯৭০-৭১ সালে তাদের বিজনেস এর ব্যাপারে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা সেই বিজনেসে ব্যবহার করা হয় নি। অথচ সেই সময় সেই বোর্ড অব ডিরেক্টরস, চেয়ারম্যান গাড়ী ব্যবহার করেছেন এবং মাত্র ২০ দিনের মধ্যে বার চৌদ্দ বার আগরতলা হতে খোয়াই গিয়েছেন। সেজন্য ৭০ লিটার পেট্রোল পোড়ান হয়েছে। এমন কি সেই চেয়ারম্যান, যিনি নাকি বাইরের কাজে গেলে ১০ টাকা ডি, এ, নিতে পারেন। আগরতলা থেকেই তিনি সেই টাকা গ্রহণ করেছেন।

আমলা অফিসারদের ব্যপারে বাংলা দেশ নিয়ে অনেকেই গল্প করেছেন। বাংলা দেশের ব্যাপার নিয়ে যারা সবচেয়ে চুরি বেশী করল তাদের মধ্যে সেই একজন উদয়পুরের এ, ডি, এম, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য I will request you not to mention the name without any proof.

শ্রীঅনিল সরকার :— তাঁর হাতে ২ কোটি টাকা ঘর তৈরীর জন্য খরচ করা হয়েছে এবং তিনি চোরাই সোনার কারবারের সঙ্গে জড়িত। তিনি একটি এ্যাম্বেসেডর গাড়ী কিনেছেন। একজন অফিসার হয়ে তিনি ২০ বার বাংলাদেশে গিয়েছেন। তার যদি সেই সময়কার টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদি পরীক্ষা করেন, তদন্ত করেন তাহলে দেখা যাবে কি টাকাও চুরিই না করা হয়েছে। তিনি এগার হাজার টাকা দিয়ে একটি রেফরিজারেটর কিনেছেন। কাজেই মুখেই বাংলাদেশ আর পেটে বাংলাদেশকে কি করে লুট করা যায়। আর একজন এস, ডি, ও কমলপুরের তিনি. এস এস, ডি, ও, ৫ টাকা লিটার সর্ষের তেল ৭ টাকা দিয়ে কিনেছেন, আর বাংলাদেশ থেকে গাড়ী কিনে এনে

ইণ্ডিয়ালাইজ করেছেন, এই ধরণের দুর্নীতি। ছিন্দ ট্রেলপোট যা করে, তরা কি সরকারী কি বে-সরকারী বিভিন্ন ধরণের মাল এনে আগরতলা পাওয়ার হাউসকে সেই মাল সরবরাহ করে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে ২ লক্ষ টাকার মাল পাওয়া যাচ্ছে না। ডিজেল বিক্রি হয়ে গেছে ধর্মনগরে। আর এন, পি, সি, সি, নাকি ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি ডুম্বুর প্রজেক্টের কাজ শেষ করে ফেলবেন, কিন্তু সেই ডম্বুর প্রজেক্ট এখনও জলের তলায় ডুব দিয়ে আছে। একটা রাস্তার জন্য তিনবার বিল করে টাকা মারা হয়েছে এবং ৩ কোটি টাকার জায়গায় আজকে ৬ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যত বেশী টাকা খরচ হবে তার থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট হিসাবে বেশী করে কমিশন আসছে। এভাবে যত টাকা লুঠ করা যায়, ততই তো লাভ। কাজেই এন, পি, সি, সি, প্রজেক্টের কাজ করছে না বরং লুঠের কাজ করে চলছে। কাজেই ডম্বুর প্রজেক্টের কাজ কবে শেষ হবে, এই বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। আজকে ত্রিপুরাতে সম্পদ কোথায় বাড়বে, সেখানে এই সম্পদ লুট করা হচ্ছে। তারপরে পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে অনেকগুলি অডিট অবজেকশান আছে, ১৯৬৯ ইং সন পর্যান্ত মোট ৮,১১৬টি অডিট অবজেকশান দেওয়া হয়েছে যার টাকার অংক দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, যে টাকা নাকি ডিফল্‌কেশান হতে পারে, সেখানে কোন ভাউচার নেই, কোন পেমেন্ট ষ্টেটমেন্ট নেই। কাজেই লক্ষ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আসছে কিন্তু সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হয় সেটা জনগণ জানে না। এই টাকা খরচ করতে গিয়ে এই প্রশাসন শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে জড়িত থেকে সব ফাক করে দিচ্ছে, আর এ না হলে ইলেক্‌শানের টাকা আসবে কোথা থেকে? আর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যে আমরাই আনছি তা নয়। গত বছরেও এই বিধান সভায় কংগ্রেস দলের সদস্যদের তরফ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেকগুলি দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল, আর সেই অভিযোগের শাস্তি হিসাবে তাকে এবার বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই ধরণের চুরি বা অপরাধের জন্য শাসকগোষ্ঠি জনগণের সুপ্রিম কোর্টে তাকে হাজির করেনি। আর শিল্পক্ষেত্রে, সেখানেও দুর্নীতি চলছে। সেখানে ২৪টা পাওয়ার লুমের জন্য একটা মেসিন কেনা হয়েছে, তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে, সেজন্য কেরানী নিযুক্ত করা হয়েছে অথচ দেখা গেল যে ট্রেনি পাওয়া গেল না, আর কিছুদিন পরে দেখা যাবে সেখানে যা কিছু আছে, সেগুলির সবই চুরি হয়ে গেছে। কাজেই এই যে প্রশাসন সেটা দিয়ে শুধু চুরিই করা যায় ফলস্বরূপ কিছু রুজিরোজগার করা যায়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই সব কারণেই আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আমার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে, আমি সেটাকে সমর্থন করি। মাননীয় রাজ্যপাল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির রেখাপাত করে, এই বিধান সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁকে স্বাগত জানাই। তিনি স্বল্প কথায় ত্রিপুরাবাসীর আশা আকাঙ্খা এই সভায় প্রতিফলন করছেন, তিনি তার ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারীত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

ত্রিপুরার বেকার সমস্যা হচ্ছে একটা বিরাট সমস্যা, এই সমস্যার যাতে সমাধান হয়, সেদিকেও তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন। একটু আগে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য আমার বন্ধু যে সব কথা বলে গিয়েছেন তাতে শুধু লিরিকের ছোঁয়া আছে, কিন্তু বাস্তবতার ছোঁয়া নেই। লিরিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা এই বিধান সভায় আসি নি, আমরা এসেছি মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আমি দেখেছি, একটু আগে আমার বন্ধু বলে গিয়েছেন যে ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক।...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়. ইন্দিরা, ইয়াহিয়া এক, এই কথা এই হাউসে কখনও বলা হয়নি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—স্যার, ইন্দিরা ইয়াহিয়ার তুলনা করে গিযেছেন। এটাকে বিশ্লেষণ করলে ইন্দিরা ইয়াহিয়া এটাই বুঝায়। কিন্তু ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক নয়, এক হতে পারে না আমাদের দেশনেতৃ ইন্দিরা গান্ধীজী সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের জন্য এক স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা ও সাহায্য দিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ আজকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। কাজেই ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতীর জন্য কি করেছেন, সেটা ভারতবর্ষের সকল মানুষ জানে এবং পৃথিবীর মধ্যেও কারো অজানার কথা নয়। কাজেই উনারা যে বলছেন ইন্দিরা ইয়াহিযা এক, তা কখনও সত্য হতে পারে না। এটা তাদের. তৈরী সত্যের অপলাপ মাত্র। উনি আরও বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব পশ্চিম বঙ্গের মানুষ সেখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করেনি বরং তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে। পশ্চিম বঙ্গের মানুষ জানে যে এয়ার কন্‌ডিশান গাড়ী থেকে গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলিতে মানুষ বিশ্বাস করে না। তাই গত নির্ব্বাচনে তাদেরকে সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে মাত্র। একটু আগে আমার বন্ধু বলে গিয়েছেন যে এম, এল, এ এবং মন্ত্রী ইত্যাদির কথা· উনি নিজেও একজন এম, এল, এ, আমরা সরকার পক্ষের আর উনি বিরোধী পক্ষের এম, এল, এ। এম, এল, এ যেমন উনি তেমনি আমিও। কিন্তু একজনকে সমালোচনা করতে গিয়ে উনার দৃষ্টি রাখা উচিত যে তিনি ভাল অন্য খারাপ, এটা ঠিক নয়। কাজেই আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি তিনি যেন বেকার সমস্যার সমাধান করবার জন্য গ্রামীন শিল্প ও কুটির শিল্প স্থাপন করবার চেষ্টা চালিয়ে যান। প্রাইমারী শিক্ষা যাতে বাধ্যতামূলক করেন সেই জন্য অনুরোধ করব এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ যেন শিক্ষার সুযোগ পায়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আবেদন রাখব।

আমি একটু আগে বিরোধী দলের সদস্যদের মুখ থেকে শুনতে পেলাম যে কংগ্রেস ২০ পারসেন্ট ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছে। উনার গাণিতিক হিসাব কি আমি বুঝি না। সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছে, কংগ্রেস সরকার গঠন করেছেন, কাজেই উনার যে গাণিতিক ব্যাখ্যা সেটা ভুল এবং সেটা মারক্‌সবাদী ব্যাখ্যা কি না আমি জানি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—এক মিনিট স্যার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি সংস্কার আইন সম্পর্কে রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, আমি তার সঙ্গে একমত। ভূমি সংস্কার আইন পাশ হওয়া উচিত। ভূমিহীন কৃষক যাতে ভূমি পায়, সেইজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করছি। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে অভিনন্দন—ধন্যবাদ প্রস্তাব রেখেছেন, তাকে আমি স্বাগত জানাই এবং সমর্থন জানাই।

উপস্থিত মার্কসবাদী সদস্যরা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা নেহাত নেতিবাচক এবং তার কারণ তাদের পরাজয়ের ফল।

আজকে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বললেন যে দিল্লী থেকে টাকা ছিনিয়ে আনতে হবে। কিন্তু উনারা হয়তো ভুলে গেছেন যে দিল্লীর যে সরকার, দিল্লীর চার দেয়ালের মধ্যের সরকার নয়, সেটা সারা ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের, সর্ব্বস্থানের প্রতিনিধি সেখানে রয়েছেন। একথা তাদের না বলে উপায় নাই, কারণ তাদের যে তিনটি স্থান—কেরলা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় সেখানে তাদের লীড করছে একটি বিদেশী ইং মার্কিন পত্রিকার ফিন্ডানসিয়ার। উনারা তা বলবেন অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবে আজকে রাজ্যপালের যে ভাষণ এই ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হয় মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা চেঁচিয়ে কিস্তিমাতের সুযোগ পেয়েছেন। উনারা জানেন না এটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ, নেহাত সরকারের যে নীতি, সেই নীতি নির্দ্ধারণের ভাষণ। আজকে ত্রিপুরার যে অবস্থা, সেই অবস্থার বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় ত্রিপুরা অনগ্রসর এটা সত্য। ত্রিপুরার গ্রামের দিকে তাকালে দেখা যায় পানীয় জলের অভাব, রাস্তা ঘাটের অভাব। তাদের এই অভাব দূর করতে হলে, একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত এবং পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা গঠন করার জন্য সকলের সহযোগিতা এবং কর্মচঞ্চলতা থাকা উচিত। আজকে শিক্ষা ব্যাপারে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় ত্রিপুরার যে শিক্ষা ব্যবস্থা, ত্রিপুরার সরকার এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যের অবসান হওয়া উচিত এবং ত্রিপুরায় শিক্ষা সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। উদয়পুর, ধর্ম্মনগর, কৈলাশহরে যে কলেজ স্থাপনের দাবী, সেই দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে, সেগুলি যাতে বাস্তবায়িত হয় সেইদিকে এগিয়ে আসা উচিত। তাছাড়া রামঠাকুর, বিলনিয়া এবং রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এই তিনটিতে স্পনসরড স্কীম চালু করার কথা ছিল, জানিনা কেন এইগুলি করনি, সেইগুলি তদন্ত করা উচিত। আর ত্রিপুরার যে শিল্প গোষ্ঠি রয়েছে, ত্রিপুরায় যে সমস্ত ভাস্কর রয়েছে, তাঁদের উজ্জল ভবিষ্যত, তাদের ক্যাপিবার নাট্য মঞ্চ ইত্যাদির অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ত্রিপুরার খেলাধুলার জন্য একটা ষ্টেডিয়াম থাকা উচিত, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু কেন সেটা হয়নি, সেইদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অবিলম্বে যাতে সেটা করা হয়। আর আমরা আজকে গণতন্ত্র বিশ্বাস

করি, আমরা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করি, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি, সেইদিকে যাতে ত্রিপুরাকে অগ্রসর করিয়ে নেওয়া যায়, সেইদিকে বর্তমান সরকার—পপুলার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যাতে ত্রিপুরাকে সত্যিই সুন্দর ত্রিপুরা, সোনার ত্রিপুরা করে গড়া যায়। বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছে আমার একটি আবেদন, আপনাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে আসুন ত্রিপুরা সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন, ত্রিপুরাকে সুন্দর এবং সুস্থ ত্রিপুরা করে গড়ে তুলুন। আমি আবার রাজ্যপালের ভাষণে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য। আপনি দশ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় যে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের উন্নয়ন এবং নব গঠিত সরকারের যে চিন্তাধারা এবং আগামী বছরে যা করণীয় তার একটা আউট লাইন দেওয়া হয়েছে। এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে এটা লক্ষ্য করে দেখেছি যে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে আমার এটা থাকতে হবে, রাজ্যপালের ভাষণে এটা দেখিনা, ওটা দেখিনা, স্পেসিফিক্যালি বলছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, that should be an outline of the administration and shall have to be the reflection of the Government—গভর্ণমেন্টের চিন্তাধারার রিফ্লেকশান এবং আউট লাইন হবে সেটা এবং আমি যতটুকু দেখছি রাজ্যপালের ভাষণে সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাংখা, অনুন্নত ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে যে বক্তব্য থাকা উচিত তা রয়েছে। ত্রিপুরার তপশীলি জাতি, ত্রিপুরার উপজাতি সম্পর্কে, বেকার সমস্যা সম্পর্কে, শিক্ষা সম্পর্কে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে, সমস্ত বিষয়গুলি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, যে আউট লাইন দেওয়া হয়েছে সেই আউট লাইন আমি মনে করি বিরোধী পক্ষের সদস্যদের উচিত ভাল করে পড়ে দেখা এবং তাদের যে সংশোধনী প্রস্তাব সেগুলি উইত ড্র করা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ থেকে কতকগুলি কথা বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশী জুলুম এবং অত্যাচারের কথা। সারা ভারতবর্ষে মিলিটারী দিয়ে অত্যাচার করার কথা আমরা শুনেছি বিরোধী পক্ষের নেতার মুখে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, আমি বলতে চাই, তারা কারা যারা কৃষকের বিরুদ্ধে কৃষককে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা কারা যারা ছাত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রকে লেলিয়ে দিয়েছে, নিরীহ জনসাধারণের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, তারা কারা যারা সাঁই বাড়ীর ছেলেকে মায়ের সামনে হত্যা করেছে। আজকে পশ্চিম বাংলার মানুষ তাদের সমুচিত জবাব দিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :— যার ফলে ডাষ্টবিনে তাদের ফেলে দিয়েছে—পশ্চিম বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। আজকে ত্রিপুরা..

(গণ্ডগোল)

জনৈক বিরোধী সদস্য :— এটা গুণ্ডামীর জায়গা নয়।

মিঃ স্পীকার :— গুণ্ডামী ইজ আন পার্লামেণ্টারী।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— আজকে ত্রিপুরাতে আপনারা ভুলে যাবেন না ১৯৫০ সালে যে গুণ্ডামি, যে অত্যাচার ত্রিপুরার জনসাধারণ ভোগ করেছেন। আজকে ১৯৬৭ এবং ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তার জবাব দিয়েছেন। ত্রিপুরার জনসাধারণ পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ- সারা ভারত-বর্ষের জনসাধারণ এবং আজকে কৃষক জনসাধারণও বুঝতে পেরেছেন যে কারা জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু। আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কলকাতাতে একের পর এক কল-কারখানা বন্ধ হতে। আজকে কংগ্রেস সরকার হয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছি যে একটার পর একটা কলকারখানা খুলে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে আমরা ইলেকশন করতে গিয়েছি এবং আমরা যে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি বিভিন্ন এরিয়াতে, সেখানে আমরা শুনেছি যে এটা সি, পি, এমের এরিয়া, মুক্তাঞ্চল—এটাতে ঢুকতে পারব না এবং আমাদের নির্বাচনের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে কংগ্রেসকে ধ্বংস করা যায়নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে গলাবাজী করে এখানে চীৎকার করে আমার গলাকে দাবিয়ে দেওয়া যাবে না। আজকে জনসাধারণ আমাদের পেছনে রয়েছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ছোট্ট কতগুলি ঘটনা, ছোট্ট কতগুলি কথা আপনার সামনে রাখলাম। পত্র পত্রিকায় নিশ্চয়ই দেখে থাকেন যে একের পর এক খুন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে তারা চেয়েছিল ১৯৫০ সাল থেকে ত্রিপুরার বুকে। কিন্তু আজকে সেটা ব্যর্থ হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ সি, পি, এমকে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কাজেই আমি বিরোধী পক্ষকে বলছি যে তাদের মতিগতি যেন পরিবর্তন করেন এবং ত্রিপুরার মানুষকে যেন ভালবাসেন এবং আপনারা যে দাবী রাখছেন সেই দাবী নিয়ে চলুন আমাদের সংগে। আমিও সেই দাবী জানাচ্ছি এবং রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অভিরাম দেববর্মা। মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অভিরামবাবুকে দশ মিনিট দেওয়া উচিত।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণে আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব সেই প্রস্তাবটি হচ্ছে—(১) ত্রিপুরায় রেল যোগাযোগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ দাবী। (২) মাঝারী শিল্প গঠন মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান এবং (৩) কুটির শিল্পকে সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ করা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব, এই প্রস্তাব আলোচনা করতে যাওয়ার আগে প্রথমেই আমি অতীতের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে আজকে আমরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য পেয়েছি, তার মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের সংগ্রামী চেতনা। এই সংগ্রামের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে ত্রিপুরাকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে এবং আমার পার্টি, মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যে দাবী আদায় করতে পেরেছে তার জন্য আমার পার্টির সংগে আমিও গর্বিত বোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ ৩১শে মার্চ্চ তারিখে দিয়েছেন সেই ভাষণের মধ্যে আমরা দেখেছি যে ভাসা ভাসা কতগুলি বক্তব্য ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই। ত্রিপুরার মানুষ নির্ব্বাচনের আগে আশা করেছিল পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় যে দল নেতৃত্ব করবেন ত্রিপুরা রাজ্যের নিরীহ নিরন্ন মানুষের ইচ্ছা আশা আকাঙ্খা যেটা, সেটা কিছু পূরণ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা দেখেছি এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তার কোন ইংগিত নাই। কিন্তু মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্য এবং সদস্যরা তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন এটা সরকারের নীতি, এটা বাজেট ভাষণ নয়। আমি বলতে চাই যে এই নীতির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি, তার সমস্যা সমাধানের কোন ইংগিত, কোন পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে পারেন নি, এই সরকারের কাছে ত্রিপুরার মানুষ আশা করতে পারে না যে তারা ত্রিপুরার মানুষের জন্য জনস্বার্থে এগিয়ে আসবে এবং তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা, শোষণ, বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে আমার এক নম্বর বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫ বছর কংগ্রেসী রাজত্ব হওয়ার পরেও আজকে সেই ধর্ম্মনগরে সাত মাইল রেল লাইন ছাড়া তারা এর সম্প্রসারণের কোন ইংগিত দিতে পারেন নি। আমরা গত বছর উপরাজ্যপালের ভাষণে অবশ্য এর কিছু ইংগিত পেয়েছিলাম যে আগামী বছরের মধ্যে ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করা হবে। আজকে ১৯৭২ সাল। এক বছর অতীত হয়ে গেল, কিন্তু সেই ইংগিত যে ইংগিত তিনি দিয়েছিলেন এখনকার রাজ্যপাল তার কোন রকম ইংগিত দিতে পারলেন না। কারণ আমরা জানি দেশের যখন সংকট, তার কথা চিন্তা না করে, দেশের যোগাযোগের কথা চিন্তা না করে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের রেল ওয়াগন প্রভৃতি সেই সুদূর পোলাণ্ড, আফ্রিকা এবং রাশিয়ায় চলে যাচ্ছে বিক্রি হয়ে। কিন্তু আমার ত্রিপুরা রাজ্যে রেল হল না, আমার ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হল না, অথচ সে বিদেশের কাছে বিক্রি করছে চলেছে। যে ওয়াগনের অভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জিনিষপত্র পায় না, যে ওয়াগনের অভাবে রাজ্যের মানুষ খাদ্য পায় না, জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি হয় এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে শাসক গোষ্ঠী সেখানে সেই ওয়াগন বিদেশে রপ্তানি করছে। ওরা বলছেন নীতির কথা, ওরা বলছেন লক্ষ্যের কথা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই রুলিং পার্টির সদস্যদের কাছে আপনাদের যদি কোন বক্তব্য না থাকে তাহলে আপনারা সরকার চালাবেন কি করে? ত্রিপুরার মানুষের জন্য আপনারা কি করবেন? আপনারা কি শুধু সুদখোর মহাজনদের জন্যই নির্ব্বাচিত হয়ে কাজ করবেন

যারা নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করছে শুধু কি তাদের জন্যই আপনারা কাজ করবেন ? গত বছর উপ-রাজ্যপালের বক্তৃতায় আমরা দেখেছি এখানে জুট মিল হবে। কিন্তু সেই জুট মিল কই ?আজকে কাগজের কল হচ্ছে না। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের জন্য তিনটি কাগজের কল হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটাও কেন হচ্ছে না ? ত্রিপুরা রাজ্যের ৩৫ হাজার বেকারের ভাগ্য কিভাবে নির্দ্ধারণ করা হবে ? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় সদস্যদের কাছে, তারা দয়া করে বলবেন কি আপনারা সেই হাজার হাজার বেকার যুবকদের জন্য কোন আশা তুলে ধরতে পারবেন কি ? গত ২৫ বছর আমরা দেখেছি যে আপনারা এই সব স্থাপন করতে পারেন নি, আর আগামী দিনেও করতে পারবেন না। আজকে আপনারা আপনাদের জয়ের উপরে যে আনন্দ ও উচ্ছাস প্রকাশ করছেন, আমি বলতে চাই মানুষের জীবনে দুই দিনের জন্য আনন্দ উৎসব আসে, একটা হচ্ছে জন্মলগ্নের আর একটা হচ্ছে অন্তিম যাত্রার সময়ে। জানি না এটা আপনাদের অন্তিম যাত্রার আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশ করছেন কিনা ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে পুরানো যে সব শিল্প ছিল, সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সূতা দিয়ে যে তাঁত বুনা হত, সেগুলির জন্য তাঁতীরা কাঁচা মাল সংগ্রহ করতে পারছে না, তাই তাদের সেই সব তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী হিসাব মত ট্রাইবেলদের ৪০ হাজার তাঁত ছিল, সেগুলিও আজ বন্ধ। কেন বন্ধ ? তার কারণ হল আজকে কংগ্রেসী সরকারের যে জন দরদী নীতি, সেই নীতির উপর নির্ভর করে তারা কার্পাস উৎপাদন করতে পারছে না,তারা জুম চাষ করতে পারছে না এবং এই জুম চাষ না করতে পারার জন্য তারা কার্পাস উৎপাদন করতে পারছে না। এভাবে আজকে তাদেরকে ভিক্ষা-বৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে. তাদের চরকাগুলি চলতে পারছে না। আজকে সরকার তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্‌টিয়ে যদি তাদের জীবিকার সুযোগ সুবিধা করে দেয় তাহলে তারা একটা নূতন জীবন নিয়ে অগ্রসর হতে পারে! কিন্তু সেই সাহস অবশ্য আপনাদের নেই। কারণ এক কথায় বলে চোরের মার গলা, বড় গলা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এগুলি কাঁচা মাল সরবরাহ করে দিয়ে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের কথা আপনারা চিন্তা করতে পারছেন না। তাই আমরা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এই ধরণের কোন ইঙ্গিত দেখতে পাইনি, যে ইঙ্গিতের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে রক্ষা করতে পারে। তাই আমি বলব এই সমস্ত অবস্থাগুলি দূর করে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি যাতে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের দুঃখ ও দারিদ্র যাতে দূর হয় তার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। আজকে পোলাণ্ড আফ্রিকার মত দেশগুলি রেল ওয়াগণ বিক্রির কথা চিন্তা না করে আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যে যে অভাব আছে, সেগুলি দূর করার ব্যবস্থা যাতে হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন কিন্তু আমি জানি যে তারা সেদিকে অগ্রসর হবেন না। কাজেই আমি ত্রিপুরার মন্ত্রী সভাকে আহ্বান জানাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রেলওয়ে সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবী জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন যাতে করে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিতে বাধ্য হয়। এই সৎসাহস যদি থাকে, তাহলে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মধ্যে বলেছেন যে ত্রিপুরার জন্য টাকার কোন অভাব হবে না অথচ, গত ৫ বছরে আমরা দেখেছি যে জনসাধারণের প্রয়োজনে স্কুলের দাবী নিয়ে যখন এসেছি, তখন তারা আমাদের বলেছে যে টাকার অভাব কাজেই স্কুল হবে না, কলেজ হবে না। কৃষকের ঋণের জন্য যখন দাবী নিয়ে আসা হয়েছে তখনও বলা হয়েছে যে টাকার অভাব। তখন মনে হয়েছে যে তারা বুঝি টাকার অভাবের জন্য কোন কিছুই করতে পারছেন না। আর এখন মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলছেন যে টাকার কোন অভাব ত্রিপুরার জন্য হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ত্রিপুরার জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কোন ইঙ্গিত আমরা দেখতে পেলাম না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৩১ তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর যে ভাষণ এখানে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এসেছে, আমি তাঁকে সমর্থন করি। এখানে রাজ্যপালের ভাষণের উপর কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন। আমার মনে হয়, উনারা যতজন সদস্য এখানে এসেছেন, প্রায় সবাই ৪/৫টি করে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমরা বলতে চাই যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে রাজ্যপাল তার সরকারের পক্ষ থেকে একটা ভাষণ প্রত্যেক হাউসে দিয়ে থাকেন। আমাদের অপজিশানের সদস্যরা যেটা দাবী করেছেন, সেটা হচ্ছে রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের, বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যাগুলির কোন উল্লেখ নেই। তার জন্য তারা প্রতিবাদ করেছেন এবং সেজন্য এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি তারা এনেছেন। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণে পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী সীসটেমে আমরা জানি। তার সরকার যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ পলিসি গ্রহণ করবেন, তার সম্পর্কে একটা ব্রড আউট লাইন বা নীতি সেখানে থাকে। কোন স্পেসিফিক ডিটেলস রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ থাকে বলে আমার জানা নেই। আমরা কি করব, সরকার কি করবে জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্য, বিভিন্ন শ্রেণীর সমস্যা ও দাবী নিরসনের জন্য, প্রোগ্রামগুলি ফুলফিল করবার জন্য কি অর্থ বরাদ্দ করবেন, সেই সব চিত্র বাজেট যখন পেশ করবেন, তখন দেখতে পাব এবং সেগুলির উপর বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করা সম্ভব হবে। আজকে আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে কথা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন তাতে সারা ত্রিপুরার জন্য নানাপ্রকারের সমস্যা ও দাবী রয়েছে, আঞ্চলিক সমস্যাও অনেক রয়েছে। আজকে আমরা এই হাউসে ৬০ জন এম. এল. এ রয়েছি, তাদের সবাই চায় যে তাদের নিজেদের স্থানীয় সমস্যাগুলি যেন রাজ্যপালের ভাষনের মধ্যে উল্লেখ থাকে। কিন্তু এখানে যে সেটা সম্ভব নয় এবং মামুলী একটা আউট লাইন থাকবে, সেটাই আমাদের সবার ভেবে দেখা দরকার। আমরা বলতে চাই যে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যারা আছেন তারা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী তারা ডিক্টেটরশীপ অব দি প্রোলেটারিয়ান বা মার্কসিজমের নীতিতে বিশ্বাসী এবং আমরা মনে করি আমাদের কংগ্রেস

যে সমাজবাদী রাষ্ট্রের আদর্শ ঘোষণা করেছেন, পীসফুল ডেমোক্রেটিক ওয়েতে যে পার্লা-মেন্টারী সীষ্টেম এর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তার মোটামুটি বা স্পেসিফিক ইঙ্গিত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে রয়েছে। এখানে উনারা প্রোলেটারিয়েটের কথা বলেন, সমাজবাদের উইকেষ্ট সেক্শান অব দি টার্ণিং মাসেস তাদের জন্য স্পেসিফিক কথাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ আছে। তাদের ভাষায় যেটাকে ডিক্টেটারসীপ বা প্রোলেটারিয়েট নীতি বলে বিশ্বাস করেন তার কথাও বিশেষ ভাবে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ রয়েছে। কাজেই আমি মনে করি যে সমাজবাদের পরিকল্পনা এবং আদর্শ আমরা ঘোষণা করেছি এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছি আমরা সেই প্রতিশ্রুতি ও আদর্শের প্রতিফলন রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার ডিটেইলস নেই তবে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তারই কালেকশানে আমরা দেখছি সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি যারা রয়েছে, যারা সিডিউলড কাষ্ট বা সিডিউলড ট্রাইব যারা নাকি ভারতের উন্নত শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে অনেক পিছনে পরে আছে রাজ্যপালের ভাষণে তাদের সমস্যাটাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। কাজেই তার ভাষণে ত্রিপুরার জনস্বার্থের কথা বলা নেই, এটা ঠিক নয়। আর একটা কথা আমরা বলতে চাই যে এই ভাষণকে উপলক্ষ করে আমরা গত নির্ব্বাচনের বিভিন্ন পরিস্থিতির কথা আমরা শুনেছি আমাদের বিরোধী দলের নেতার কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে। তিনি বলেছেন যে নির্ব্বাচনের আগে ও পরে সরকার নাকি গণতন্ত্রের উপর বলাৎকার করেছেন। কিন্তু আমরা এখানে যারা এসেছি ভোট পেয়ে তারা সবাই এই বিধানসভার সদস্য আমরা একটা পার্টি ফিলিংস নিয়ে ওয়ার্ক করে থাকি আর বিধান সভার নির্ব্বাচনের পর আমরা যারা এখানে এসেছি তাদের এই ভূমিকাদ্বয়ের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য রয়েছে।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. of to-day. Member speaking will have the floor.

(After recess)

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member, Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee, may kindly resume his speech.

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলছি আমাদের বিরোধী দলনেতা এখানে অভিযোগ করেছেন যে শাসকগোষ্ঠী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেছে এবং এই ত্রিপুরাতেও আমরা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেছি। এর জবাবে আমি একথা বলতে চাই বিরোধী দলনেতাকে আমি অনুরোধ করব উনারা আত্ম সমালোচনা করুন পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকান। ১৯৬৭ ইংরেজীতে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ আপনাদের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল। আপনারা সরকার গঠন করেছিলেন। আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২১ দফা কর্ম্মসূচী আপনারা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু আপনারা সে কথা পালন করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের দিকে ফিরে তাকান কোথায় রইল

আপনাদের সেই ২১ দফা কোথায় আপনাদের সেই কর্মসূচী। আপনারা আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির জন্য। যে যে এলাকায় আপনাদের প্রভাব ছিল সেখান থেকে বিরোধী দলের যত কর্মী ছিল তাদের আপনারা উৎখাৎ করতে লাগলেন। পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি সন্ত্রাসের সৃষ্টি আপনারাই তৈরী করেছিলেন। কলকারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষেতে খামারে কৃষকদের মধ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে সর্বত্র আপনারা সন্ত্রাসের রাজ্য চালিয়েছিলেন। অন্য কোন দলের কর্মী আপনাদের মুক্তাঞ্চলে যাতে না ঢুকে এই ছিল আপনাদের উদ্দেশ্য। যে ২১ দফা প্রতিশ্রুতি আপনারা দিয়েছিলেন ২১ দফার একটি দফাও আপনারা কার্য্যকর করতে পারেন নি। Every action has its reaction. আপনারা যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন আপনাদের উৎখাতের মূলে সেই সন্ত্রাসই কার্য্যকর হয়েছিল। কংগ্রেসকে দোষ দিচ্ছেন কেন? আপনাদের সন্ত্রাস দূর করতে জনসাধারণই চাইছিলেন। আপনাদের সন্ত্রাসের ফলে দলে দলে যুবক ছাত্র এগিয়ে এসেছিল। এই যে যুবক এবং ছাত্র যারা কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করল জয়যুক্ত করল সেই যুবক ছাত্র মাত্রই কংগ্রেস ছিল না আপনাদের সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত হয়ে অত্যাচারীত হয়ে এই যুবক ছাত্ররা কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করল। তারা কংগ্রেসের নীতিতে আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসকে রোধ করল। কংগ্রেসের প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করল। তারা বুঝতে পারল এই উগ্র বিপ্লব বাদীদের হাত থেকে যদি দেশকে রক্ষা করতে হয় তাহলে গণতন্ত্রের পথ ধরতে হবে। সেই পথে ইন্দিরার নেতৃত্বে সকলে এসে সামিল হল সন্ত্রাসকে রোধ করতে। তাই জনতার বিপ্লব ঘটেছিল আপনাদের বিরুদ্ধে সেই বিপ্লবে আপনারা ভেসে গিয়েছেন। আপনারাই শ্লোগান দিয়েছিলেন এখানে আমি শুনেছি কংগ্রেসকে এই মাটীতে কবর দাও। ঐগুলি আপনারাই শিখিয়েছেন জনসাধারণকে। জনসাধারণ আপনাদের শেখানো বুলি কাজে লাগিয়েছে। আপনাদেরই কবর দিয়েছে যে কবরের কথা আপনারা জনসাধারণকে শিখিয়েছিলেন। আপনারা চিন্তা করছেন না কেন? আপনারা আত্মসমালোচনা করুন যে আপনারা যে সন্ত্রাসের সৃষ্টী করেছিলেন তার নিদর্শন রয়েছে। গত মধ্যবর্তী পার্লামেন্টারী নির্বাচনের পর আমি দেখেছি আপনাদের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনের পর যে সন্ত্রাসের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে চালিয়েছিলেন সেই পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের ভোট প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না। লোকে ভোট দেওয়ার আগে ভাবত ভোট দিতে যাব বাড়ীতে ফিরতে পারবো তো? তাই আমি দেখেছি মিলিটারী সেখানে নামিয়ে দিয়েছিল যাতে জনসাধারণ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না। ঐখানে আপনারা বলতে চান আপনারা গণতন্ত্র করছেন? কাজেই আপনাদের বলতে চাই আপনাদের পরাজয়ের মূল কারণ কংগ্রেস নয় সেই পরাজয়ের মূল কারণ আপনারাই। আপনাদের নীতি। আপনাদেরই গড়া সন্ত্রাসবাদ। আর বিরুধী দলনেতাকে আমি অনুরোধ করব ১৯৬২ সালের ভারত আর ১৯৭২ সালের ভারত আকাশ পাতাল প্রভেদ। ১৯৭২ সালের কংগ্রেস পরিবর্তন হয়েছে ইন্দিরার নেতৃত্বে। ১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে আমি দেখেছি জনসাধারণ একটি ত্রিমুখী সঙ্কটের মধ্যে এসেছিল। একদিকে ছিল পুঁজিবাদী মহাজন। কংগ্রেসের যারা

পুঁজিবাদী মহাজন ছিলেন তাঁরা চলে গেছেন। আর যারা বড় জনসংঘে ছিল তারা একত্রিত হয়েছেন। তারা জোট গঠন করেছিলেন। আর এক দলে উগ্র বিপ্লববাদী দল। আর ছিল ইন্দিরার গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দল। এই ত্রিমুখী সঙ্কটের মধ্যে ভারতের জনসাধারণ এসে দাঁড়িয়েছিল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার—আপনি কি আমাদের এ্যাড্রেস্ করছেন না সমস্ত হাউসকে বলছেন ?

মিঃ স্পীকার :—চেয়ারকে এ্যাড্রেস করে হাউসকে বলছেন।

শ্রীযত্নপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত পার্লামেন্টারী মধ্যবর্তী নির্বাচনে, আমি আগেও বলেছি যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ একটা ক্রস রোডের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, একটা উগ্র বামপন্থী দল, একটি পুঁজিবাদী দল এবং আরেকটি হল সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল। ভারতবর্ষ সমাজবাদ গণতন্ত্রের পথকে গ্রহণ করেছে। এবারের নির্বাচনে ভারতবর্ষের জনসাধারণের রায় ইন্দিরা গান্ধীর সমাজবাদের পথকে গ্রহণ করেছে। আর যেমন পরিত্যাগ করেছে পুঁজিবাদী মহাজোট দলকে তেমনি পরিত্যাগ করেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টের নেতৃত্বে উগ্র বিপ্লববাদী দলকে। আপনারা কাকে নিন্দা করছেন ? আপনাদের যে মার্কসসিজম নীতি, সেই নীতিই আপনাদের পরাজয়ের কারণ। মার্কসবাদকে লেনিনও হুবহু প্রয়োগ করেন নি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় হয়ে গেছে।

শ্রীযত্নপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মার্কসবাদের নীতি লেনিন পুরোপুরি প্রয়োগ করেন নি। আজকে যুগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আজকে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদ—কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং সি. পি, আই তা স্বীকার করে নিয়েছেন, আপনারাও স্বীকার করে নিন…

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ।

শ্রীযত্নপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মিঃ স্পীকার, স্যার শেষ পর্যান্ত এই কথাই বলব সংশোধনী প্রস্তাবগুলি যে বিরোধীদল এনেছেন, আমি তাঁদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন সেগুলি উইদ ড্র করে নেন।

আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর গত ৭১ তারিখে যে ধন্যবাদ প্রস্তাব সুনীল বাবু এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের সংশোধনী আলোচনা করার আগে, এই সভায় যে পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর সংশোধনী আমরা আলোচনা করছি, সেই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের, আমাদের মহান দেশের একটি অংশ, এই ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিক থেকে বেষ্টিত ছিল একটি শত্রু মনোভাবাপন্ন মিলিটারী রাষ্ট্র, যা বাংলাদেশের

অভ্যুদয়ের ফলে অবসান ঘটেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন, ত্রিপুরা রাজ্যের তথা—ভারতবর্ষের সংগে সম্পূর্ণ মিত্র রাজ্য যার অভ্যুদয় ঘটেছে, যে ঘটনার ফলে আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যের অগ্রগতির বিষয়, আমাদের এই দুই মহান দেশে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের বিষয়ে একটা নতুন অবদান সৃষ্টি করবে এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ থেকে এক ধরণের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রায় দীর্ঘদিন কাটিয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে তার অবসান ঘটিয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতিকে বাংলাদেশের অগ্রগতির সংগে এক করে, বাংলাদেশের সংগে যোগাযোগ রেখে ত্রিপুরার অগ্রগতিকে বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণাংগ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে। তৃতীয় হচ্ছে গত নিবাচনে ভারতবর্ষের সমস্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে এবং দেশের সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অবসানের জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র বিভিন্ন বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে একটা ব্যাপক ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আমার পার্টি এবং আমি সর্বতোভাবে ঐক্যভাব সম্প্রসারণের জন্য, আমাদের দেশের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্ত প্রকার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য আমরা জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুত। আমার পার্টি এই রাজ্যের এই অবস্থার মধ্যে, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের যে নতুন যুগের উত্তরণের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, সেই গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য নতুন করে উত্তরণের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুত। আমার পার্টি বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক পথে যে সমস্ত কাজ, সেই সমস্ত কাজের প্রতি সমর্থন এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ, সেই সমস্ত কাজের বিরোধিতা এবং জনসাধারণের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে যে সমস্ত কাজ, সেই সমস্ত কাজকে সমর্থন করা এই ভিত্তিতে আমার পার্টি গঠনমূলক কাজের ভূমিকা অবলম্বন করবে এই বিধানসভায় এবং গণতন্ত্রের বিরোধী এবং জনসাধারণের বিরোধী যে কোন কাজের সমালোচনা করবে এবং বিরোধিতা করবে এবং জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে যে কাজ, তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করবে এই প্রতিশ্রুতি মাননীয় স্পীকার, স্যার এই বিধানসভার সামনে উপস্থিত করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে কোন কোন মহল থেকে আওয়াজ উঠেছে, ফ্যাসিবাদ বলে আওয়াজ উঠেছে, সেই সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা না বলে পারি না। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বিপন্ন, ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে বলে যারা চীৎকার করছেন, তারা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃতভাবে মূল্যায়ণ করছেন বলে আমার বিশ্বাস। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধান সভায় মার্কসবাদী দলের নেতা মাননীয় সদস্য পশ্চিম বাংলার নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের তুলনামূলক যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই, ইতিহাসের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে এক জায়গায় এনে সমাবেশ ঘটানো ইতিহাসের পরিপূর্ণ বিকৃতি ঘটানো। বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে নির্বচানে জয়যুক্ত হয়ে আসার পর, ইয়াহিয়া খাঁ'র

মিলিটারী জনতা দমন নীতি চালিয়েছিল, আর পশ্চিম বাংলায় আমরা দেখেছি যে গত নির্বাচনে জনসাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী দলকে সম্পূর্ণভাবে পর্যাস্ত করেছে, এই দুইটি ঘটনাকে এক জায়গায় এনে বিচার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা আমি উল্লেখ করতে চাই, আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের সংকট এর যে গভীরতা, সেই গভীরতার বিচার এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনের বিচার করলে, রাজ্যপালের ভাষণে যথেষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নাই। আমি এই সভায় আলোচনা করতে চাই আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য, বাংলা দেশের স্বাধীনতা এবং বাংলা দেশের সাথে ভারতবর্ষের তথা ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপূর্ণ যোগাযোগের ভিত্তিতে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা দেশের সাথে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা এই আলোচনার মধ্যে ভারতসরকারকে অনুরোধ করার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যে অভ্যন্তরে রেল লাইন সম্পর্কে এই ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এই রাজ্যে প্রায় ৩০ হাজারের বেশী বেকার। এই বেকার সমস্যার সমাধানের উপর এই রাজ্যের সম্পূর্ণ ভবিষ্যত নির্ভর করে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠুভাবে শিল্প স্থাপনের জন্য রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হতে পারে। ছোট এবং মাঝারী শিল্প দ্বারা ঐ পরিমাণ বেকারের কাজের ব্যবস্থা করা যায় কিনা এই রকম একটা কার্যসূচী এই বিধানসভায় উপস্থিত করা উচিত ছিল। কিন্তু মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তা অনুপস্থিত। ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে জরুরীকালীন পরিস্থিতির মত বিচার করা দরকার এবং তার সংগে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারকে সম্পূর্ণ ভাবে জড়িয়ে দেওয়া দরকার। আজকে যে সমস্ত সংকট আমাদের রাজ্যে বর্তমান সেই সমস্ত সংকটের মধ্যে বেকার সমস্যাই সর্বপ্রধান সমস্যা। সরকার আগামী দিনে এই বেকার সমস্যার উপর কি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেই পরিকল্পনার উপর সরকারের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন নির্ভর করবে। কাজেই আমি আশা করি ত্রিপুরার সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণভাবে না হোক বেকার সমস্যার যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিয়োজিত হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ভারতবর্ষের ছাত্র উশৃঙ্খলতার বিষয় বলে যে সমস্ত কথার অবতারণা করা হয়েছে তার প্রধান কারণ বেকার সমস্যা। আজকে ছাত্ররা বি, এ, এম, এ, পাশ করে বেকার থাকছে। এর ফলে তাদের মধ্যে যদি কোনরকম উশৃঙ্খলতা আসে তা হলে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য একমাত্র বেকার সমস্যাকে সমাধানের পথ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং এই বেকার সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়েই আমাদের দেশের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং একটা সুষ্ঠু অগ্রগতি হতে পারে। ছোট এবং মাঝারী শিল্পের ভিত্তিতে কি পরিমাণ বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে তার ভিত্তিতে সমস্ত ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমি আহ্বান করছি। আমি এই উপলক্ষে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এখানে

উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন এবং তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা অগ্রগতির দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাদপদ। কাজেই সমস্ত জমি বন্টন করেও যদি বেকার সমস্যার অর্থাৎ ভূমিহীন বেকারদের সমস্যার সমাধান না হয় এবং শিক্ষিত বেকারদেরও সমস্যার সমাধান না হয় তা হলে শিল্প স্থাপন করতে হবে এবং তার জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী উত্থাপন করি তা হলে দলমত নির্বিশেষে সেই দাবী গ্রহণ করা দরকার। কাজেই এই বেকার সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটিকেই আমি সর্বপ্রধান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করতে চাই। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে চা শিল্পের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের কোন আদি ও অকৃত্রিম শিল্প যদি থেকে থাকে তাহলে তা চা শিল্প। সেই এখন বিলুপ্ত হওয়ার পথে এবং সেখানকার শ্রমিকেরা বেকার হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেরাচ্ছে। কাজেই সেই চা শিল্পকে পুনর্গঠন করে, এই শিল্পকে অগ্রসর করে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধানের আর একটি দিক সম্প্রসারিত করার জন্য সংশোধনী হিসাবে আলোচনা করছি। ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ সম্পর্কেও ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। ৭২ সালে ডম্বুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কোন অবস্থায় যে আছে তা আমরা জানি না। এটা শীঘ্রই রূপায়িত হওয়া দরকার। বেকার সমস্যার সমাধানে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। কাজেই বিদ্যুৎ সম্পর্কে নীরব থাকা উচিত নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমাদের এখানে কৃষি পণ্যের উপযোগী মূল্য কৃষকরা পায় না। কৃষকরা যে পাট উৎপাদন করে, কোন কোন সনে তারা ১৬ | ১৭ টাকা মন পাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই পাটের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি মাননীয় রাজ্যপাল দেন নি। আমি এটাকে আণ্ডার লাইন করতে চাই যে কৃষি পণ্যের উপযুক্ত দর না পেলে কৃষকদের মধ্যে সাংঘাতিক ভাবে সংকট দেখা দিবে। কাজেই পাটের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি এবং কৃষকদের কৃষি ঋণ সম্পর্কে কোন রকম প্রতিশ্রুতি এই ভাষণে নাই। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কের বহু শাখা খোলা হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের উপযুক্ত ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা ব্যাংকের মধ্যে ফর্ম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এই সংপর্কে আজকে সঠিক ভাবে দেখা উচিত। কৃষকেরা যাতে ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ বিলি করা হয় সেই ঋণ এ্যাগ্রিকালচ্যারেল ঋণ হিসাবে পায় সে জন্য আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (রেড লাইট) মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি কয়েকটা মিনিট চাই আলোচনার জন্য। রাজ্যে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তার কোন উল্লেখ নাই।

মিঃ স্পীকার—: আপনার সময় তো শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আরও কয়েকটা মিনিট চাই। আমি আমার পার্টির একক ভাবে যে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে এখানে উপস্থিত আছি। আমার পার্টির বিশেষ একটা কর্ম্মসূচী আছে। ট্রাইবেলদের ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে এবং অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আমি আবেদন করছি

এবং এর উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নাই এবং উপজাতীয় সমস্যা আজকে সারা ভারতবর্ষে এবং সর্বত্র একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ধারন করছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সমস্যা গণতান্ত্রিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নাই। শিক্ষা সংস্কারের সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই এবং পাবলিক হেলথ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। জুডিসিয়ারী এবং একজিকিউটিভ আলাদা করার কথা অনেক দিন পর্য্যন্ত আলোচনা চলছে এই রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু একজিকিউটিভ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার কোন প্রতিশ্রুতি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নাই। বুরিয়ক্রেসী বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমি বণ্টন ইত্যাদি এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশাসনের মধ্যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন যাতে শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আনা যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কেও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। এবং সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে, বেতনের স্কেল সম্পর্কে নানা রকমের কনফিউশন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আছে, যেমন পশ্চিম বঙ্গ বা কেন্দ্রের স্কেল এখানে চালু আছে। কাজেই পশ্চিম বঙ্গই হউক আর কেন্দ্রীয় সরকারেরই হউক কর্মচারী-দের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের যে পলিসি সেটা ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সেই রকম কোন কিছুর উল্লেখ নেই। আমার এ্যামেণ্ডমেন্টের উপর এই সব বক্তব্য রেখে এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাকে যে একটু বাড়তি সময় দিয়েছেন. সে জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বেকার সমস্যা, যেটা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের একটা মস্ত বড় সমস্যা এবং এর সমাধানের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যথেষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু তা থাকলেও আমরা যেটা চেয়েছিলাম, সেটা হল এই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা থাকতো, তাহলে আমরা সবাই খুসী হতে পারতাম। রাজ্যপালের ভাষণে এর উল্লেখ থাকলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেকার ছেলেরা চাকুরী না পচ্ছে বা তাদের বেকারত্বের অবসান না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই উল্লেখের দ্বারা খুব একটা লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। রাজ্যপালের ভাষণে শিল্প সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে আমার ধারণা ত্রিপুরাতে. শিল্প বলতে দুইটি জিনিষ আছে, তার একটা হল শিল্প ডাইরেক্টরেট আর একটা হচ্ছে শিল্পনগরী। ত্রিপুরাতে শিল্প বলতে কোন কিছু নেই, এই শিল্প যদি গড়ে তোলা না যায় তাহলে মাষ্টারী চাকুরী আর কেরানীর চাকুরী দিয়ে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং এই শিল্প দপ্তর যেটার কথা

আমি বলেছিলাম এবং রাজ্যপালও বলেছেন, সরকারকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে তোলা যায়। এতদিন যেটা ছিল ট্রেন্সপোর্টের বটল্‌নেক এখন বাংলা দেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমার মনে হয় ট্রেন্সপোর্টের সুবিধা আমরা পাব এবং আশা করব যে ত্রিপুরা সরকার এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, কাজেই মাঝারী শিল্প গড়ে তুলতে হয়তো কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং সরকারকে চেষ্টা করতে হবে যাতে ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠে। আর সেজন্য শিল্প এষ্টেট এবং শিল্প দপ্তর এই দিকে যাতে দৃষ্টি দেন, সে জন্য আমি তাদেরকে আহ্বান জানাব। রাজ্যপাল বলেছেন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন থাকা দরকার, যা দিয়ে ত্রিপুরার কল্যাণ হতে পারে, আমিও তাঁর সঙ্গে এক মত। এই বলে আমি রাজ্যপালকে তাঁর ভাষণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মৌলানা অব্দুল লতিফ— মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই সভাতে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার অনেক বন্ধু বলেছেন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বাস্তব কিছুই নেই, কিন্তু আমি বলব রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের অনেক সমস্যা সমাধান করবার পথ আছে। রাজ্যপালের ভাষণে জনসাধারণের সবচাইতে যে বড় বিষয় ভূমি সংস্কার আইন, সেই আইন যাতে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যে চালু হতে পারে, তার উল্লেখ আছে। রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরার ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথাও উল্লেখ আছে এবং ত্রিপুরার বেকার সমস্যা যাতে দূর হয় এই সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে শিল্প সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমরা যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কুঠির শিল্প ও মাঝারী শিল্প স্থাপন করতে পারি তাহ'লে আমার মনে হয় ত্রিপুরার বেকার সমস্যা দূর হতে বেশীদিন লাগবে না। আমাদের এই রাজ্যে বর্তমানে বড় বড় শিল্প নাই সত্য কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমণে পাট উৎপন্ন হয় এবং এই পাটকে ভিত্তি করে এখানে ২।১টা পাট কল স্থাপন করা যায় কিনা সে সম্পর্কে সরকারকে চিন্তা করতে আমি অনুরোধ করব। ত্রিপুরার আর একটা মস্ত বড় সমস্যা হল খাবার জলের এবং এই সমস্যা সমাধানের কথাও রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা আছে। আমরা এই খাবার জল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা যখন ইলেকশানের সময়ে গ্রামে গ্রামে যাই তখন দেখেছি যে লোকেরা খাওয়ার জল পাচ্ছে না। সেজন্য আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে সুষ্ঠুভাবে একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিয়ে ত্রিপুরার খাবার জলের সমস্যা যাতে দূর হয়, সেই ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করেন আর ত্রিপুরা রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা হল বাংলা ভাষা, এই বাংলা ভাষা সম্পর্কেও মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরাতে যখন মহারাজের শাসন ছিল তখনও আমরা দেখেছি যে এখানে সমস্ত সরকারী কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হত। যদিও আমরা এখন স্বাধীন তবু দেখছি যে ইংরেজী ভাষা আসিয়া আমাদের মাথার উপর বসে আছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষা বাংলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাষা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারী কাজ কর্মে ব্যবহার হতে পারে, সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করব।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। সেজন্য একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে অথবা নূতন ভাবে সেটাকে স্থিরিকৃত করবার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিহীনদের জন্য সরকারের হাতে অনেক পতিত জমি, অনেক লুঙ্গা খাস জমি পড়িয়াছে, যদি সেই সব পতিত জমি, লুঙ্গা জমি এবং অন্যান্য টিলা খাস জমিকে ট্রাক্টার দিয়ে আবাদ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা যায় তবে ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে যে সব বাধা বিঘ্ন আছে, সেগুলি অনেকাংশে দূর হতে পারে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের গ্রামাঞ্চলে রাস্তা ঘাটের জন্য লোকজনের অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে, আমি আমাদের সরকারের নিকট অনুরোধ রাখব যাতে গ্রামাঞ্চলের কাঁচা রাস্তাগুলি ঠিকভাবে তৈরী করে দেওয়া হয় এবং সেজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আমরা গ্রামের লোক, গ্রামে থাকি, শহরের রাস্তা-ঘাট দেখা আমাদের সৌভাগ্য হয়ে উঠে না। কিন্তু ঐসব গ্রামের রাস্তাঘাটের দিকে আমাদের সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হল একটা কৃষি ভিত্তিক রাজ্য, এখানকার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিতে কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কাজেই এই কৃষকেরাই হল আমাদের দেশের মেরুদণ্ড। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমরা দেখি যে আমাদের ছোট ছোট কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা উপযুক্ত সময়ে সেই কৃষি ঋণ পায় না। কাজেই কৃষকেরা যাতে তাদের কৃষি ঋণ বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে পেতে পারে, সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। কৃষকেরা টাকার অভাবে তাদের চাষের বলদ কিনতে পারে না, বীজ ধান খরিদ করতে পারে না। যদি তারা উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের মধ্যে কৃষি ঋণ পায় তাহলে তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কৃষিতে মন দিতে পারে এবং ক্ষেতে খামারে বেশী পরিমানে উৎপাদন করতে পারে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের কৃষকদের দুরবস্থা যাতে দূর হয় সেজন্য আমাদের ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করা দরকার এবং তাদের সময় মত ঋণ দেওয়ারও দরকার। কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার জন্য যেমন ভাল ভাল জমি ও সার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার তেমনি তাদেরকে সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করা দরকার। কৃষকরা অত্যন্ত দুস্থ, কৃষকেরা নিজের দুর্দ্দশার জন্য তাদের যে ছোট ছোট জমি আছে সেই জমিগুলিতে পর্য্যাপ্ত সময় মত হাল চাষ করতে পারে না। সেই জমিতে ভাল বীজের অভাবে বেশী ফসল করতে পারেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি মাননীয় রাজ্যপাল এর ভাষণে মোটামুটি ত্রিপুরার সব সমস্যার উল্লেখ আছে। আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণে ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ যে আশা করেছিল, ত্রিপুরার শ্রমিক, কৃষকেরা, খেটে খাওয়া মানুষেরা ত্রিপুরায় যে নূতন সরকার সৃষ্টি হয়েছে সেই সরকারের কাছে যে প্রত্যাশা করেছিল, ত্রিপুরার

মানুষের সেই প্রত্যাশার কোন কিছু এই ভাষণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেই জন্য সেই ভাষণের উপর আমি কতগুলি সংশোধনী এনেছি। সেই সংশোধনীগুলি হচ্ছে—ত্রিপুরা প্রশাসনের ছাটাই শ্রমিক কর্মচারীদের পুনর্বহাল, তাদের উপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা। টি, আর, টি, সি, পি, ডব্লিউ, ডি, এর ছাটাই শ্রমিক কর্মচারী গেংগম্যানদের কাজে পুনর্বহাল, শরণার্থী শিবিরের পেইড ভলান্টিয়ারদের পুনর্বহাল, ত্রিপুরা বেকারদের কাজ দেওয়া অথবা বেকার ভাতা এবং শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি। এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের অনেক সদস্য বলেছেন রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণ হচ্ছে একটা আউট-লাইন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ২৫ বৎসর পরে আমরা একটা পূর্ণাংগ রাজ্য পেয়েছি। পূর্ণাংগ রাজ্য পাওয়ার পরে প্রথম ভাষণ রাজ্যপাল দিয়েছেন। তাঁর ভাষণে আমরা একটা আউট লাইন পেলাম। তাহলে ট্রেজেরী বেঞ্চে যারা আছেন, যারা বলছেন আউট-লাইন তাদের কাছে আমার বক্তব্য যে ২৫ বৎসর অপেক্ষা করার পর একটা বর্জিত অবহেলিত রাজ্যের সমস্যার সম্পর্কে যদি একটা আউট-লাইন পাই তবে সেই রাজ্যের পুর'পুরি লাইন পেতে আমরা কতশত বৎসর অপেক্ষা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গত ২৫ বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার উপর অবিচার করেছে। এমন কোন প্রোগ্রাম, এমন কোন প্লেন নেওয়া হয় নাই এখানকার বেকার সমস্যা পূরণের জন্য, এখানকার যে খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষকদের জন্য, কোন সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা ভিত্তিক কোন নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে নাই। আমরা এই কথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে ২৫ বৎসর ধরে অবহেলা করেছে, ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করেছে। আমরা দেখেছি এখানে মাননীয় কোন কোন সদস্য বলেছেন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে এইবারকার নির্বাচনে নাকি কর্মচারীরা কোন পার্টি'কে জেতাবার জন্য খেটেছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি প্রথম যদি কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নিতে হয় তবে খোয়াই থেকে নির্বাচিত হয়েছেন যে সদস্য তাঁর স্ত্রীর উপর নেওয়া হউক, কারণ সেই সদস্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন না কি তাঁর স্ত্রী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন খোয়াই এর মানুষ সেটা বুঝতে পারে নাই। তাঁর স্ত্রী একজন শিক্ষিকা। তিনি বলেছেন যে যদি আমার স্বামী নির্বাচিত না হন তবে আমার শাঁখা ফেলে দিতে হবে, আমার শাঁখা ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এই বলে তিনি নির্বাচনে প্রপাগাণ্ডা করেছেন। তাহ'লে আজকে যে বক্তব্য এসেছে, যদি কোন কর্মচারী রাজনীতি করে থাকে এবং তার বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে কি ঐ শিক্ষিকার বিরুদ্ধে প্রথম শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা। প্রত্যেক কর্মচারীর গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। তারা যখন ভোট দিচ্ছে তখন কোন পার্টি'কে নির্বাচিত করার জন্য ভোট দিচ্ছে। সেই ভোটটা সে জলে ফেলে দিচ্ছে না। সুতরাং প্রত্যেক কর্মচারীর, শিক্ষকের অধিকার আছে সে নির্বাচনে কাকে গ্রহণ করবে সেটা বেঁছে নেওয়ার। আজকে দেখতে পাচ্ছি শাসক-গোষ্ঠীর তরফ থেকে কর্মচারী, শিক্ষকের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। গত ২৫ বৎসরের

ইতিহাসে আমরা দেখেছি এই এক ধারা। আমরা দেখেছি রাজ্যপালের ভাষণে তিনি এখানে ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন। সেখানে আমরা দেখেছি গত ২৫ বৎসর ধরে এই শাসকগোষ্ঠি অন্যায় অবিচার করে যাচ্ছে। ন্যায় বিচারের পরিবর্ত্তে আমরা দেখেছি সেখানে অন্যায় অবিচার করা হচ্ছে কর্মচারী, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষের উপর। আমরা দেখেছি, যে সমস্ত দাবীগুলি নিয়ে কর্ম্মচারীরা গিয়েছিল সেইগুলি কত দীর্ঘদিনের দাবী, কত অবহেলিত দাবী। কোন ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী যদি বলে আমি কাজ করার জন্য নিয়োজিত হয়েছি আমি কোন অফিসারের বাড়ীতে কাজ করব না তাহলে কি সেটা অন্যায় হবে। তার উপর কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এই প্রতিবাদ যদি সে করে? কোন কর্ম্মচারী যদি প্রতিবাদ করে যে আজকে দ্বিতীয় পে-কমিশনের রায় অনুযায়ী আমাদিগকে পশ্চিমবাংলার হারে বেতন দিতে হবে ১৯৫৯ ও ১৯৬১ইং সাল থেকে যদি তাদের বেতনের হার পরিবর্তন না করা হয়, তারা ১০ বৎসর, ১২ বৎসর অপেক্ষা করার পরও যদি প্রতিবাদ মুখর হয় তাহলে কি এই গণতান্ত্রিক দেশে ছাটাই, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নিষ্পেষণে তাদেরকে ফেলা হবে?

আজকে এই কথা বলতে দুঃখ হচ্ছে যে এই সভায় যারা আমাদের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করছে, সেই সমস্ত স্টেনোগ্রাফার তাদেরও পে স্কেল এনোমেলিজ সেই ১৯৫৯—১৯৬১ সাল থেকে রয়ে গেছে। সুতরাং এই প্রশ্নগুলি আসছে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘকাল যাবৎ কর্ম্মচারী শ্রমিক অবহেলিত বঞ্চিত হয়ে আসছে। তাদের সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই, সমস্যা মেটানো হচ্ছে না। সুতরাং আজকে এই শাসকগোষ্ঠিকে বলব এই কর্ম্মচারী শিক্ষক, এই শতকরা ৯০ ভাগ মানুষকে চাবুক দিয়ে, বেয়নেট দিয়ে সেখানে চার্জ করে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যদি সত্যই আমাদের গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র আনতে হয়, সত্য সত্যই ন্যায় বিচার করতে হয় তাহলে উপর তলা থেকে নীচতলা পর্য্যন্ত তাঁকিয়ে দেখতে হবে, তার কি সমস্যা তা বুঝতে হবে এবং সেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। সেখানে আমরা নিশ্চয় তাদেরকে সমর্থন করব।

আমি দেখেছি শুধু কর্মচারী শিক্ষকের কথা নয়, সেখানে ১০ | ১২ বৎসর, ২৫ বৎসর পর্যন্ত যখন সমস্যার সমাধান হল না, সামান্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে যখন গেছে তখন দুই দিনের বেতন কর্মচারীদের কেটে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কমপক্ষেও আট হাজার কর্মচারীকে সো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ১০ | ১২ হাজার কর্ম্মচারীর ইন্‌ক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রেসের শ্রীহিরালাল দেবনাথকে ৬ বছর যাবত সাসপেণ্ড করে রাখা হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সেখানে যে সমিতি আছে সেই সমিতিটা যদি ভাংতে হয় তাহলে শ্রীহিরালাল দেবনাথকে প্রেসের বাইরে রাখতে হবে। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত এই শাসকগোষ্ঠী যে নির্ম্মম ব্যবহার করছে এটা ন্যায় বিচারের জন্য নয়, অন্যায় অবিচার দুর্নীতিকে রক্ষা করবার জন্য। আমি দেখেছি সেখানে কর্ম্মচারী শিক্ষকের প্রশ্ন নয় সেখানে ছাটাই করা হয়েছে কি ব্যাপক হারে। সেখানে ছাটাই যাদের করা হয়েছে তার কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে ধরছি। একমাত্র বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আমরা ভাবছি এবং আমাদের সরকারকে এব্যাপারে কিভাবে

সমর্থন ও সাহায্য করব তখন সেখানে দেখছি ২৫০ জন গ্যাং ম্যানকে ছাটাই করা হয়েছে। আমি দেখেছি আজও বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে অথচ ৩০০০ পেইড ভলান্টিয়ার্স' তাদের যে ছাটাই করা হল, বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করে আমরা গর্বিত, কৈ যাদের ছাটাই করে দেওয়া হল তাদের মধ্যে অনেক গ্রাজুয়েট, অনেক কর্মক্ষম যুবক আছে, তাদের কথা তো এখনও চিন্তা করা হচ্ছে না ? আমি দেখেছি বিলিফের ৬৫০ জন রেগুলার এমপ্লইকে ছাটাই করা হয়েছে। আমি দেখেছি টি. আর, টি. সি'র ২০০ জন কর্মচারীকে সেখানে ছাটাই করা হয়েছে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে ১০ বছর কাজ করার পরেও উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অবাক বিস্ময়, যারা ১০ বছর কাজ করার পরে সকাল বেলায় এসে একটি চিঠি পেয়েছে তুমি ছাটাই হয়ে গেছ কারণ তোমার পোষ্ট উদ্বৃত্ত এই ধরণের রাজত্ব ২৫ বছর ধরে চলেছে। তারাই আজ গরীবি হটাও বলে গণতন্ত্রের কথা বলে ২৫ বছর পরেও আজ আমাদের এই জিনিষ দেখতে হচ্ছে। আমি দেখেছি গোলকপুরে ২,০০০ শ্রমিক এক বছরে ছাটাই হয়ে গেছে। আর কলকলিয়ায় যে চা বাগান আছে, সেখানে কোন এক মাননীয় সদস্যের বাগান সেখানে কোন লেবারই রেজিষ্টার্ড লেবার নয়। সেখানে কোন এক মহিলা লেবারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তোমার নাম কি ? সে আমাকে উত্তর করল আমার কোন নামটা আমি বলব। রোজই আমার নাম পাল্টায়। মেনাজারবাবু নাম পাল্টে দেন। আমার আজ যে নাম আছে কাল সে নাম থাকবে না। এই অবস্থা ২৫ বছর কংগ্রেস রাজত্বে হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। এখানে কোন মাননীয় সদস্য কলকলিয়া চা বাগানের মালিক নন। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না। কারণ আমি কারও নাম মেনশান করি নি। (গণ্ডগোল)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, I must demand, he must withdraw. তিনি specifically নাম না বললেও কোন এক মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কারও নাম মেনশান করি নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তাহলেও I must demand, I must demand the name. যখন নাকি মাননীয় সদস্য বলেছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকা স্যার, it is not a point of order. Kindly allow the speach to continue. (গণ্ডগোল)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড করছি যে তিনি যখন বলেছেন কোন একজন মাননীয় সদস্য এই বাগানের মালিক আমি জিজ্ঞেস করছি তাহলে তিনি নাম বলুন এবং প্রমাণ করুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কারও নাম বলিনি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার এখানে কোন একজন মাননীয় সদস্য কলকলিয়া বাগানের মালিক নন। (গণ্ডগোল)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, না না... (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি কেউ মালিক না হন তাহলে প্রতিবাদ তিনি করবেন না। (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন মাননীয় সদস্যের অধিকার আছে নাম না বলার। (গণ্ডগোল)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন মেম্বারের অসত্য বলার অধিকার নাই এই বিধান সভায় এবং তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে তাঁকে উইদড্র করতে হবে। হি মাষ্ট উইদড্র। হি মাষ্ট উইদড্র। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনারা যদি সকলে এক সংগে কথা বলেন তাহলে সভা চালাব কি করে?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, kindly allow the speech to continue··· (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার নয় তবে মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তৃতায় যাহা উল্লেখ করেছেন যে এই হাউসের কোনএকজন মাননীয় সদস্য কলকলিয়া বাগানের মালিক। তিনি যা বলেছেন একথা সত্য নয়। (গণ্ডগোল)

Hon'ble Members please take your seats.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কলকলিয়া বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ এটা করেছেন। যদি কোন মাননীয় সদস্য এই বাগানের সংগে সংশ্লিষ্ট না থাকেন তাহলে তিনি নিজেই সেটা প্রত্যাহার করবেন। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার— তিনি অসত্য কথা বলেছেন অতএব উনি যেন উনার কথা প্রত্যাহার করেন। (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— কলকলিয়া বাগান সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য (গণ্ডগোল) করছেন না। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পারছি না। হাউসের এমন অবস্থা চলছে যে আমি আমার বক্তব্য রাখতে পারছি না। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সম্পর্কে আমি বলছি। আপনার বক্তব্যে যে কথা উল্লেখ করেছিলেন কোন এক মাননীয় সদস্য কলকলিয়া বাগানের মালিক। আপনি যাঁকে ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেছেন যে (গণ্ডগোল) কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। আপনি এই অসত্য বক্তব্য প্রত্যাহার করুন। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উইদড্র করছি আমার বক্তব্য। (গণ্ডগোল) আমার বক্তব্য আমি আবার শুরু করছি। আমি দেখেছি আজকে গরীবি হটাবার কথা বলেছেন। এই নির্বাচনের পর শাসকগোষ্ঠীকে দেখেছি গরীবি হটানোর বড় বড় কথা বলতে। কিন্তু আমি রাজ্যপালের ভাষণে এইসব বড় বড় কথার উপর কোন প্রতিশ্রুতি দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখেছি সেখানে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কথা। একমাত্র ত্রিপুরায় ৩৭ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, সেখানে আমি দেখেছি মাত্র ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। আমি দেখেছি যে—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার রুলিংএর ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আমাকে আর একটু সময় দিন। আমরা যদি কিছু লিভ রিজার্ভ পোষ্ট সৃষ্টি করতে পারি যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সারকুলারে আছে তাহলে অনেক পদ আমরা সৃষ্টি করতে পারি এবং সেটি আজ আমি শাসকগোষ্ঠির কাছে দাবি করছি। আমি দেখেছি যে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা ফিরে যাচ্ছে অথচ ঐ টাকাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না দেশে বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমি দেখেছি যে ইরিগেশন সিস্টেম করে সেখানে যদি ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা যায় তাহলে ৫ বছরে ১০ হাজার লোককে চাকুরী দেওয়া যায় কিন্তু সেটি করা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে নূতন নির্বাচিত যে মন্ত্রীসভা এসেছে ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চয়ই সেই মন্ত্রীসভার কাছে আশা করবে ন্যায় বিচার, আশা করবে শতকরা ৯০ ভাগ দরিদ্র মানুষ ন্যায় বিচার পাবে এবং তাদের সমস্যার সমাধান করার একটা চেষ্টা হবে এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল সাহা।

শ্রীসুশীল সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমাদের মাননীয় সদস্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থ ভাষায় বলেছেন যে কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি আছে তা অত্যন্ত ভাল কথা, আমি আশা করি দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী যারা আছে, যদি কোন কর্ম্মচারীর মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ আচার আচরণ পাওয়া যায়, তাদের যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আমি দুই একটি কথা এখানে বলছি। উপজাতি ভাইদের বিশেষ করে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের যে টাকা দেওয়া হয়, তার একটা পারসেন্টেজ সেই সমস্ত কর্ম্মচারীরা যারা ইনকলাব জিন্দাবাদ বলে বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার শ্লোগান দেয়, সেই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা কৃষক ভাইদের থেকে একটা পারসেন্টেজ

(গণ্ডগোল)

সারাদিন তারা অফিসে বসে থাকেন, অফিস আওয়ারের পর তাদের কাজ আরম্ভ করে এবং ওভার টাইম করে, এই সমস্ত যে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি. সেই সমস্ত কর্ম্মচারীদের যদি শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন হবে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে,

তারা অবিলম্বে যাতে ছাটাই হয় এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি আবেদন রাখছি। তারপর উনারা বলেছেন যে আজ গণতন্ত্র বিপন্ন। আজকে গণতন্ত্র যদি বিপন্ন হয়ে থাকে তাহলে কারা তা করছে কারা পশ্চিম বংগে ভূমিহীনদের নাম করে ভূমি দখল করেছিল। একটা গোষ্ঠিকে পোষণ করার জন্য, কুচক্রীরা কৃষকদের নাম করে জমি দখল করে পশ্চিম বংগে যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, জনসাধারণ তার সমুচিত জবাব দিয়েছে। ভূমিহীন শ্রমিক, কৃষক সংগ্রামের নামে, জমি দখল করে শ্রেণী সংগ্রামের নামে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে, সম্পত্তি, দালানপাট লুট করে এই গোষ্ঠিচক্র একটা বিরাট অংশ রোজগার করেছেন যারা আজকে এখানে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন। আজকে জনসাধারণ তাদের ভোট না দেওয়ায় আমরা গর্বিত। ছুরি দেখিয়ে যারা ভোট আনতে যায়, তাদের পক্ষে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানো লজ্জাজনক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি কয়েকটি কথা বলব সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে। এটা অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। পঞ্চায়েত আইন যাতে ভাল করে পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয় এবং পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়। যে সমস্ত পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছেন, তাদের বেতন অত্যন্ত কম। আগের হিসাবে আমরা দেখব যে তাদের বেতন ছিল ১০২.৫০ পয়সা, তাই তারা আজও পাচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত কর্মচারী ঐ হারে বেতন পেত, তাদের দুই তিনবার স্কেল রিভাইজড হয়েছে, বিশেষ করে এ্যাসিস্টেন্ট তহশীলদার, ভেক্সিনেটর তাদের বেতনের স্কেল রিভাইজড হয়ে গেছে, সুতরাং তারা যাতে সেই পর্যায়ে বেতন পান, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি সেই আবেদন রাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, পুনরায় তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যা লক্ষী নাগ।

শ্রীমতী লক্ষী নাগ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৩১শে মার্চ্চ মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন—সংক্ষিপ্ত ভাষণ, তার জন্য আমি মাননীয় রাজ্যপালকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়, কারণ আমি দেখতে পাই যে বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, তারা শুধু মাত্র এই বলে চীৎকার করেন, গলাই তাদের সম্বল, আদর্শ বা নীতি আছে বলে আমি জানিনা। কিন্তু গলাবাজী করে এতদিন চলে এসেছে। আমার বিশ্বাস তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে যেমন পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। কারণ যাদের কোন নীতি থাকেনা, যাদের আদর্শ থাকেনা একমাত্র ভাওতা যাদের সম্বল তাদের স্থায়িত্ব বেশীদিন নয়। কারণ আমার এলাকায় যখন আমি নির্বাচনের সময় গিয়েছি, তখন আমি দেখেছি মার্কসবাদী বন্ধুরা বলে বেড়াচ্ছেন যে কৃষকদের মধ্যে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করা হবে, ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হবে, সেই লোন কাউকে ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু যদি কোন কিছুই ফেরত দিতে না হয় তাহলে আমাদের এখানে রাস্তা ঘাট ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজগুলি কিভাবে হবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সমস্ত ভাওতা দিয়ে ভোটে জিততে চায়, তারা ক্ষমতায় গেলে কি করবে না করবে তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরে ত্রিপুরার মানুষ ঠিক পন্থাই বেছে নিয়েছে এবং কংগ্রেসকে জয়যুক্ত

করেছে। তারা বুঝে নিয়েছে শ্রীমতী গান্ধী যে গণতন্ত্রের পথ, সমাজবাদের পথ দেখিয়েছেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার কাজ আরম্ভ করেছেন। তিনি গণতন্ত্রের পূজারী। এই হাউসে আমাদের বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে গণতন্ত্রকে খতম করা হয়েছে। তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে নারী নির্যাতন চলেছিল, অত্যাচার চলেছিল, সেখানে আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাদের মান ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন। উনাদের পুষ্য পুত্র চীন বলেছিলেন যে এই লড়াই হচ্ছে ইয়াহিয়া খাঁ এবং মুজিবের ঘরোয়া ব্যাপার, তাতে নাক গলানোর কিছু নেই। কিন্তু এখন বর্তমানে যখন তারা দেখছেন যে আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছি, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সমস্ত ভারতই নয়, সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পূজারী, ভারতের নেত্রী গণতন্ত্রের পূজারী, শ্রীমতী গান্ধী আমাদের মহান নেত্রী, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, তখন উনারা নেকী সুরে বলছেন আমরাও গণতন্ত্রের পূজারী। বাংলাদেশের যুদ্ধ চলাকালীন উনারা যে আচরণ করেছিলেন তা সকলের সুবিদিত, মানুষের মনে আছে, এত সকালে ত্রিপুরার অধিবাসী তা ভুলে যাযনি। শ্রমিকদের মধ্যে, ত্রিপুরার গরীবদের মধ্যে মিথ্যা এবং ভাওতাবাজী.....

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যা আপনি অসত্য বলুন. মিথ্যা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ ঃ— আচ্ছা—সরী—অসত্য।

আজকে এই সভায় আমাদের রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হয়েছে এবং এখানে আঞ্চলিক ভাষা বাংলা হবে আমাদের সরকারি ভাষা। উনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সরকারের কাছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন রাখব যে ২৫শে বৈশাখে যেন আমাদের সরকারী ভাষা বাংলা করা হয অথবা ১২শে মে। আমাদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী পক্ষ (এম) বলেছিলেন যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরার কোন সমস্যার কথা, কৃষি ঋণ বা শিল্প সম্পর্কে কোন উল্লেখ করা হয়নি, আমি বলব তা অসত্য। সেখানে সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা অনুন্নত এবং ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যা যা দরকার তা উনার ভাষণে তিনি বলেছেন এবং আমার সরকারকে তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখব যে বেকারদের চাকুরী না হওয়া পর্যন্ত কোন বিকল্প পন্থা বের করা যায কিনা, সেই সম্পর্কে চিন্তা করতে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গরীবি হটানোর যে প্ল্যান নিয়েছেন তা অনেকাংশে কাজ আরম্ভ হযে গিয়েছে এবং ত্রিপুরাতেও ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ হযে গিয়েছে। তাই আমি আমার সরকারকে অনুরোধ করব যে সুষ্ঠুভাবে এবং সুন্দরভাবে যেন কাজ আরম্ভ হয় এবং ব্যাংক থেকে গরীব কৃষকেরা যাতে লোন পায় সেই সম্পর্কে যেন সচেতন হন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বেকারদের যেসব ঘর দেওয়া হয়েছে সেই বেকারদেরও যেন লোন দেওয়া হয়. তা না হলে তারা টাকা পয়সা কোথায পাবে দোকানের জন্য। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বেকারদের যেসব ঘর দেওয়া হয়েছে সেইসব বেকারদের লোন দিয়ে যেন আর্থিক সাহায্য করা হয়

(রেড লাইট)। আর এক মিনিট। আমি আরও অনুরোধ করব যে শিক্ষা দপ্তরকে যেন ঢালাই করে সাজানো হয়। কারণ এখানে অনেক দুর্নীতি চলেছে, তা নিত্যই দেখা যায়। এইগুলি হামেশাই রাস্তা ঘাটে দেখা যায়। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষকে এবং রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যে একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ধর্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুরে কলেজ স্থাপন, বর্তমান কলেজ সমূহের সম্প্রসারণ (২) ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় নূতন ৩০টি হাই স্কুল ও ৫০টি সিনিয়ার বেসিক স্কুল স্থাপন (৩) একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, (৪) ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্ত্তির সবপ্রকার অসুবিধা দুর করা (৫) কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, রামঠাকুর কলেজ ও বিলোনীয়া কলেজকে অবিলম্বে স্পনসর্ড কলেজে পরিণত করা (৬) সবপ্রকার ষ্টাইপেণ্ড এর হার বাড়ানো।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যা সম্পর্কে নীতি নির্ণয় করতে হবে, এটা সরকারের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য। পূর্ণ রাজ্য হিসাবে শিক্ষা নীতির বিশেষ মূল্যায়ণ যদি আমরা না করতে পারি, যদি সরকারী নীতির মধ্যে এটা আমরা না দেখি এবং পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পরেও পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের ইচ্ছার উপর যদি আমাদের নির্ভর করে থাকতে হয়, পূর্ণ রাজ্যের পক্ষে সেটা মোটেই গৌরবের নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে শিক্ষা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সব প্রকারে আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর নির্ভরশীল। যার ফলে পরীক্ষা পণ্ড হওয়ার জন্য বা যে কোন কারণেই হোক এখানে আমরা তার ফল ভোগ করছি। কাগজপত্র সময়মত আসছে না এটাও আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। সুতরাং ত্রিপুরায় বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আরও কলেজ বাড়ানো, বিশেষ করে ধর্মনগরে, উদয়পুরে এবং খোয়াইতে কলেজ স্থাপনের জন্য আমি সংশোধনী এনেছি। তিনটি স্থানে কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই স্বীকার করবেন বলে আমি আশা করি। কারণ কিছুক্ষণ আগে সরকার পক্ষের একজন সদস্য এই কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত বলে উল্লেখ করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বর্ত্তমানে ছাত্রভর্ত্তি সংক্রান্ত যে সব সমস্যাগুলি রয়ে গেছে সেই সমস্যাগুলি দূর করার একটা চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন লক্ষিত হয় এবং রাজ্যপালের ভাষণে যে নীতিগুলি আছে সেগুলি বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা রূপায়ন করবেন বলে আমার আশা হয়। ভাষণের মধ্যে যদি কোন ইঙ্গিত না থাকে শিক্ষা সম্পর্কে তা হলে তার রূপায়ণ কতদুর হবে আমরা বুঝতে পারি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার অন্ততঃ কলেজে ভর্তির সমস্যা দূর করার জন্য আগরতলা, বিলোনীয়া এবং কৈলাসহরে যে কলেজগুলি আছে তার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। সেই সম্প্রসারন ইনরেস্‌পেক্ট অব অ্যাডমিশান অব স্টুডেন্টস্

এবং ষ্টাডি অব সাবজেক্টস্ তা হলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। যেগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলি যদি স্থাপন করা হয় আমার মনে হয় কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আসবে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও মাননীয় স্পীকার স্যার, কতগুলি জিনিষ আমি উল্লেখ না করে পারছি না। ছাত্র ভর্তি সমস্যা বিদ্যালয়ে অত্যন্ত বেশী, বিশেষ করে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত থাকায় এই জিনিষটা আমরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করি। সেজন্য আরও কিছু উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যেমন প্রয়োজন, তেমনি আরও হাই স্কুল স্থাপনেরও প্রয়োজন। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য অন্ততঃ ৩০টি হাই স্কুল এবং ৫০টি সিনিয়ার বেসিক স্কুল স্থাপন করা আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমরা এটাও দেখছি যে বহু ছাত্র বেতন দিয়ে পড়তে পারছে না। যার ফলে তাদের নাম স্কুল থেকে কাটা যাচ্ছে। এটা আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছি। আমার মনে হয় এখানে যদি কেউ শিক্ষক থাকেন, কোন সদস্য তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে এই জিনিষটা থাকার কথা। ফলে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন যাতে পড়াশোনা ব ভর্তির অসুবিধা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য অসুবিধা দূরীভূত হতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্পনসর্ড কলেজ সম্পর্কের একটা কথা না বলে পারছি না। আগরতলা রামঠাকুর কলেজ, কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে আমার যতদূর মনে হয় যে একবার ত্রিপুরা সরকার এটাকে স্পনসর্ড কলেজে রূপান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় এটা অনুমোদন করেননি যার ফলে স্পনসর্ড কলেজ হিসাবে একে গ্রহণ করা যায়নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্পনসর্ড কলেজ হিসাবে অন্ততঃ তিনটা কলেজকে পরিণত করা, যেটার কথা গত ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ বিধান সভায় উপরাজ্যপালের ভাষণে ছিল, তার মধ্যেও আমরা দেখেছি। সেখানে বলা ছিল যে কয়েকটা বেসরকারী কলেজকে স্পনসর্ড কলেজে পরিণত করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে। একথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্পনসর্ড কলেজে সেগুলিকে রূপান্তরিত করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইগুলিকে অবিলম্বে স্পনসর্ড কলেজে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। অবশ্য তাদের সিকিউরিটি অব সার্ভিস এবং টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশনস অব সার্ভিস যেগুলি আছে সেগুলি বজায় রেখে এইগুলিকে স্পনসর্ড কলেজে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এছাড়া আমরা দেখছি যে বর্তমানে কোন কোন কলেজে অ্যাডমিনিসট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। কলেজগুলি শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সংগীন। এই কলেজগুলিতে পরবর্তী কি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এই সম্পর্কে আমরা কোনকিছু দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থাটা কিন্তু হতাশা ব্যঞ্জক। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটা হতাশা ব্যঞ্জক চেহারা যদি থাকে তাহলে রাজ্যের পক্ষে এটা অগৌরবের ব্যাপার। আমি আশা করি সকল সদস্য এই ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখবেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও খারাপ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ক্যাপিটেল গ্রান্টের যে কথা আছে ফিফটি পারসেণ্ট স্কুলকে দিতে হয়। আমার মনে হয় ফিফটি পারসেণ্ট কোন স্কুলের বহন করা সম্ভব নয়। বেসরকারী স্কুলগুলি থেকে অনেক সময় করেসপনডেন্স করা

হয়, যেহেতু ফিফটি পারসেন্ট দিতে হবে সেজন্য কোন কিছু কার্য্যকরী হয় না। মনে হয় সরকার যদি ঐ দিকেও দৃষ্টি দেন, এই পারসেনটেজকে কমিয়ে অন্ততঃ সাড়ে বার পারসেন্ট করা যায় কিনা বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে সেটা বিবেচনা করা উচিত। ঐ সংগে সংগে বেসরকারী স্কুলের যে ৯০ পারসেন্ট গ্রান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলি এমনভাবে দেওয়া হয় যার ফলে স্কুলের আর্থিক অবস্থা সংগীন হয়ে উঠেছে। মনে হয় সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি দেন এবং এই যে পার্সেন্টেজ এটাকে কমিয়ে এনে অন্ততঃ টুয়েল্‌ব এ্যাণ্ড হাফ পার্সেন্ট করা যায় কিনা, সেটা যদি বিবেচনা করেন তাহলে বে-সরকারী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা সুফল হতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে বে-সরকারী স্কুলগুলিকে যে নাইনটি পার্সেন্ট গ্রেন্ট দেওয়ার কথা আছে, সেটা এমনভাবে দেওয়া হয় যে তাতে স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এখানে গ্রেন্ট কিভাবে দেওয়া হয় না হয়, সেই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে অবগত আছেন। কোন কোন বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে কয়েক বছর ধরে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হয়েছিল, ইলেক্‌শানের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ করে, সেটা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগের মাধ্যমে তার হাতে ক্ষমতা দেওয়ার একটা প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ষ্টাইপেণ্ড পায়, সেটার হার যাতে বাড়ানোর কথা বিবেচনা করেন, এটাও আমার মনে হয় শিক্ষাক্ষেত্রে একটা সুফল আনতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যে অরাজকতার কথা বলি, যে অরাজকতা আজকে অনেকটা সামাজিক অসাম্যতা রয়ে গিয়েছে, গরীব পরিবার থেকে যে সব ছেলেরা আসছে, তাদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে এবং সেই অনিশ্চয়তার জন্যই এটা হচ্ছে। সরকার যদি এইদিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহলে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর বলে আমি মনে করি। আমার বক্তব্য এই যে রাজ্যপালের ভাষণে এই বিষয়গুলির উল্লেখ নেই, সেজন্য আমি এই সংশোধনীগুলি এনেছি। বিশেষ করে আমি বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপার সম্পর্কে যদি একটু চিন্তা করেন, তাহলে বোধ হয়, সেটা স্কুলই হউক আর কলেজই হউক, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা সুফল ফলতে পারে। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যখন বিরোধী দলের নেতা ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন আমার মনে হল যে পশ্চিম বঙ্গে জ্যোতি বাবুর মত উনার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে? কারণ পশ্চিম বঙ্গে জ্যোতি বাবু একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন, তাতে তার মানষিক স্থৈর্য্য নষ্ট হবার কারণ ঘটতে পারে, কিন্তু এখানে আমাদের বিরোধী দলের নেতা ঠিক সেই রকম আঘাত পান নি তবে আগের বার অবশ্য পেয়েছিলেন। তবে এক্ষুনি তার মানষিক স্থৈর্য্য নষ্ট হবার এমন কি ঘটলো, সেটাই আমি এতক্ষণ চিন্তা করছিলাম। তারপর মনে হল, হিন্দুস্থান ষ্টেণ্ডার্ডে উঠেছে জ্যোতিবাবু নাকি ঠিক করেছেন যে একতারা নিয়ে ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়াবেন বড় আঘাত পেয়েছেন কিনা, তাই এখন বাউল সাজতে চাইছেন। শুনেছি তিনি নাকি এই ব্যাপারে বিদেশেও যাওয়ার

প্রস্তাব করেছেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার আর এখন বিদেশে যাওয়া হয়ে উঠবে না কেন না কেবালার নামম্বুদ্রিপাদ মহাশয় তার মাথায় একটা সুবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে বিদেশে যাওয়ার দরকার নেই বরং নিজের দেশেই প্রথমে গান গেয়ে যাও তারপর না হয় বিদেশে যাওয়া যাবে। হয়তো তারা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, যে বিদেশে গিয়ে এই সব পাগলামী করা চলবে না, তাই জ্যোতিবাবু এখন নিজের দেশেই একতারা নিয়ে গান করতে আরম্ভ করেছেন। নৃপেনবাবুর বক্তৃতা শুনেও আমার মনে হল যে তিনি এখানে জ্যোতিবাবুর গানের দোহারি হিসাবে গান করে চলছেন। যা হউক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গান গেয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে আর ভুলানো যাবে না, ভারতবর্ষের জনগণ এই সব গানের অর্থ বুঝে, কাজেই এই সব দিয়ে আর চল্‌বে না। এইত কিছুদিন আগে, জ্যোতিবাবু মনুমেন্টের ময়দানে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে পশ্চিম বাংলার যে বিধান সভা এবারের নির্বাচনের পর হয়েছে, সেটা নাকি একটা জোচ্চোরের আড্ডা। তার এই মন্তব্যকে নিয়ে পশ্চিম বাংলার বিধান সভায় তার বিরুদ্ধে একটা প্রিভিলেজ মোশান মুভ করা হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বল্লেন যে দরকার নেই বাবা, এবারের নির্বাচনে উনি একটা বড় আঘাত পেয়েছেন, হি হ্যাজ লষ্ট হিজ সেনিটি, অতএব লেট হিম রিকভার হিজ সক্ ফাষ্ট। কাজেই সে কথা আমরা কিছু এখানে বলতে চাই না। জ্যোতিবাবু তার নার্ভে যে আঘাত পেয়েছেন, সেই আঘাতটুকু আগে কাটিয়ে উঠুন, এখন আমরা কিছু বলব না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিরোধীদলকে সাবধান করে দিতে চাই, তারা যদি এখনও ঠিকমত না চলেন, তারা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেন এবং হিংসার আশ্রয় নেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তাদের যে দুর্দ্দশা হয়েছে, ত্রিপুরাতে তাদের সেই দুর্দ্দশা হবে। আর যদি গঠনমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে ভাল ভাবে চল্‌তে পারেন, তাহলে উই ওয়েল-কাম দেম এ্যাজ এ হেল্‌দি অপজিশান, আদার-ওয়াইজ দে উইল বি কিক্‌ড আউট টু দি ড্রেইন লাইক ওয়েষ্ট বেঙ্গল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন সদস্য বলেছেন যে পুলিশের বেটন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ইলেক্‌শানে জয়লাভ করা হয়েছে। হ্যাঁ, তারা বেটনের যে আঘাত পেয়েছেন, সেটা আর জীবনে ভুলবার নয়। তবে সেটা পুলিশের বেটন নয়, সেটা হচ্ছে গণ ইচ্ছার বেটন, সেই বেটনের আঘাতে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছেন। আর যদি পশ্চিম বঙ্গের মত এখানেও কোন রকমের সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চান, তাহলে ঐ যে গণ ইচ্ছার বেটন, সেটা তারা ত্রিপুরাতেও খাবেন। এবং সেই গণ ইচ্ছার বেটনের আঘাতে তাদের হাওড়া নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একজন সদস্য বলেছেন মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে এবং তা বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমি নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং একটা জালিয়াতি কোম্পানী করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণতন্ত্রের যে মূল উৎস জনগণ, সেই জনগণের নামে যারা জালিয়াতি করেন, তারা সব সময়ে সব কিছুতেই জালিয়াতি দেখতে পান। জালিয়াতির ব্যবস্থা করে যারা জয়লাভ করতে পারে, তারা সব জায়গাতে জালিয়াতি করতে চান। শুধু জালিয়াতি নয়, তারা গণতন্ত্রের যে উৎস, গণতন্ত্রের যে শক্তি জনগণ তাদের সঙ্গেও জালিয়াতি করে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছেন পশ্চিম বঙ্গে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের মানুষ তাদের লাথি মেরে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—স্পীকার স্যার, উনি লাথি শব্দটা ব্যবহার করছেন...

মিঃ স্পীকার :—দীস ইজ আন-পার্লামেন্টারী।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্যার, আমি বলেছি গণতন্ত্রের লাথি। তিনি বলেছেন একটা কোম্পানীর কথা। আশ্চর্য্যের কথা যে কোম্পানী এখনও ব্যবসা পরিচালনা করে, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স করে, সেটা নাকি জালিয়াতি। স্যার, এই রকম অসত্যের বেসাতি আর বেশীদিন চলবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবারের নির্বাচনে তারা এই রকম অনেক জালিয়াতি করেছিল, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি, জনগণ জানে তারা কিসের বেসাতী করে অতএব তাদের এই রকমের জালিয়াতি আর বেশীদিন চলবে না। তারপরে নৃপেন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেছেন, যে কনষ্টিটিউশানের যে ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যকে সাহায্য দেওয়া হয় সেই ধারা অনুযায়ী তিনি সাহায্য চান না। তিনি এখানে যে ধারার উল্লেখ করেছেন, সেটা বড় বড় ষ্টেটগুলির পক্ষেই সাজে। সেই ধারা অনুযায়ী ফিনান্স কমিশনের যে রিকমেণ্ডেশান, সেটা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়া হয়, তার বাইরে কোন কিছু চাইলে, আমরা সেই টাকা পাব না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে পরিমাণ সাহায্য আমরা পাচ্ছি ততটা নাও পেতে পারি। আমাদের কর ধার্য্য করতে হবে। আমরা আন-পপুলার হয়ে যাব। তাই মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ঐ ধারাটির আশ্রয় নেওয়ার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় সদস্য বিরোধী দলনেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী আরো একটা কথা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার কাছে এখন সেই বই নাই। আমাদের এখানে শিক্ষার হার কত সেইটা আমি এই হাউজের মধ্যে দিয়েছি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের যে শিক্ষিতের হার তার থেকে আমাদের ত্রিপুরায় শিক্ষিতের হার কম নয়। সেইটা আমি পূর্ব্বেই দেখিয়েছি। I have furnished that information in this House. এখন যদি আমার কাছে সেই বইটা থাকত তবে আমি এখনই তা দিতে পারতাম। শুধু জোরালো বক্তৃতা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। এই ভাওতাবাজী আর চলবে না মাননীয় বিরোধী দলনেতা কিছু আঘাত পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আশা ছিল। কিন্তু আশা পূরণ হল না। সেই আঘাতটা সামলাতে কিছুটা সময় লাগবে। পার্লিয়েমেণ্টারি ডিমোক্রেসীতে যা পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। যদি ভাওতাবাজি করেন তবে পশ্চিমবঙ্গের মত অবস্থা হবে। তার জন্য তৈরী হয়ে থাকুন। এখানে কিছু কনষ্ট্রাক্টিভ সাজেসন্স দেওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই সব হাবিজাবিতে সময় নষ্ট হয়। গঠনমূলক আলোচনা হওয়ার কথা যা ছিল তা তাঁরা হতে দিবেন না। শুধু তাঁরা আবলতাবল কথা বলে সময় নষ্ট করেছেন। গঠনমূলক আলোচনা যে তাঁরা করতে দিবেন না এই বিষয় তাঁরা ডিটারমিণ্ড। তবে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে হাউজের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে কোন গঠনমূলক আলোচনা করতে না দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য সেইটা ত্রিপুরার মানুষ যেন বিচার করে।

অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যপালের যে ভাষণ এই সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে তার প্রতি আমি আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুগণ, সি, পি, এম, এর বন্ধুগণ আমাদের রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে উনারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা, প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা, বিভিন্ন প্রকারের ডাটা কালেক্শন করে এখানে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে একটা জিনিষ অত্যন্ত স্পষ্ট যে জ্বালাময়ী ভাষা বলেছেন, তার মধ্যে বাস্তবতার অনেক অভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সমস্ত ডাটা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে আজকে ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষের ভাগ্য যেখানে নির্ধারণ করার জন্য সেখানে ত্রিপুরার সমস্যা তথা সারা ভারতবর্ষের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদিও এর মধ্যে কিছু তথ্য আছে তথ্যগুলি কতটুকু বাস্তব সেই সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যপালের যে ভাষণ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তার সমর্থন করে আমি এই বক্তব্য রাখতে পারি যে রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরার আগামী দিনের উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের কংগ্রেস সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই সম্পর্কে একটা কথা বলতে পারি। কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরাতে তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতির কোন অদলবদল হয় নাই। ১৯৭১ সালের আগের যে কংগ্রেস, ১৯৭১ সালের নির্বাচনের আগের যে কংগ্রেস আর এখন যে কংগ্রেস তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ১৯৭১ সালের পরের যে কংগ্রেস এবং তার যে প্রতিশ্রুতি তার যে বিপ্লবাত্মক নীতি সেই নীতির মধ্যে আমরা দেখেছি আমাদের কংগ্রেস সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে এবং তার কাজের মধ্যে কোন গরমিল নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার ভারতের জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারতের জনসাধারণ, বিশ্বের জনসাধারণকে যাহা বলেছিলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব সেইটা আশা করি আপনারা সবাই জানেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। কাজেই কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস পক্ষের কথা এবং কাজের মধ্যে গরমিল নাই। আশা করি এই প্রমাণটা আপনারা পেয়েছেন এবং পরেও পাবেন।

ইন্দিরা গান্ধী ভারতের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে দেবেন তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্য পালন করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করার জন্য, আমার সরকার তা করেছেন। আমি বলব মাননীয় সদস্যদের কাছে কংগ্রেস

সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেন সে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তাঁরা সজাগ থাকেন তা তারা পালন করেন। আশা করি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের সে সম্পর্কে কোন ভুল বা সন্দেহ আসতে পারে না। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ বিশেষ করে মাঠে ঘাটে অনেক বক্তব্য রাখেন তাঁরা বলেন ৪৪ দফা দাবী ৫০ দফা দাবী অথবা ১০০ দফা দাবী জানান কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আসল কাজের কোন মিল বা সম্পর্ক নেই। আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এখানে রাজ্যপালের যে ভাষণ তাঁর ভাষণের মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ত্রিপুরার দিকে দিকে যে প্রস্তুতি দিয়েছে সেগুলির মধ্যে আমি এটা উল্লেখ করতে চাই তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির একটা বিরাট অংশ ত্রিপুরায় বাস করেন। ত্রিপুরায় লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই তপশীল জাতি ও উপজাতি ইত্যাদি লোকের বাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সমাজকল্যাণের—সেই অনুন্নত জাতি আর অশিক্ষিত জাতি-দের উন্নতি করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আশা করি কংগ্রেস সরকার থেকে সেটি মূল্যায়ণ হবে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি বক্তব্য রাখতে চাই যে ত্রিপুরাতে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির সংখ্যা একটা বিরাট সংখ্যা কিন্তু কি ব্যবস্থা করা হয়েছে তপশীল জাতি ও উপজাতির লোকদের জন্য। দিনের পর দিন তাদের নানা প্রকার সমস্যায় ভোগতে হচ্ছে—শিক্ষা, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক নানা সমস্যায় তারা ভোগছে। কেন ভুগছে সে সম্পর্কে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব যাতে সুষ্ঠু সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের উন্নতির কাজটি যাতে হয়ে যায়। এখানে আর একটি বক্তব্য রাখা হচ্ছে ত্রিপুরায় তপশীল উপজাতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আসছে তাতে তাদের উন্নতি হওয়ার দরকার ছিল কিন্তু তা হচ্ছে না। আমি আগে বলেছি ১৯৭১ সালের কংগ্রেস সরকার এবং ১৯৭২ সালের কংগ্রেস সরকারের মধ্যে অনেক প্রভেদ। আপনি জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় তপশীল জাতি এবং উপজাতির উন্নতির যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিতে চাই। ১৯৬৫ইং ১৭ই জুন তারিখে ফচুরিয়া হাই স্কুলে একটি সিডিউল্ড ট্রাইব এবং সিডিউল্ড কাষ্ট বোর্ডিং দেওয়া হয়েছিল ট্রাইবেল এডভাইজারী বোর্ড থেকে। আজ পর্যন্ত সেই বোর্ডিংয়ে কোন স্যাংশান বা কোন টাকা দেওয়া হয়নি। কাজে কাজেই মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখব যে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন তপশীল জাতি এবং উপজাতি সম্পর্কে, বিভিন্ন প্রকল্পে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, ভূমিহীনদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করে তাদের ন্যায্য যে দাবী তা যেন পূরণ করা হয় তার জন্য এই দাবী আমি রাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং বেকারদের সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থন করে আমি বলতে চাই ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যা একটি ভয়াবহ সমস্যা। কারণ ত্রিপুরাতে কোন শিল্প নাই বললেই চলে। যেখানে অধিকাংশ লোক বেকার, যেখানে বেকার নিয়োগ করা চলে সেই শিল্প ত্রিপুরাতে হওয়া উচিত। একজন শিক্ষক, একজন সরকারী কেরানী এই দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাই শিল্প প্রসারের জন্য বিশেষ করে কুটির শিল্পকে

যাতে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সে জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব। কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন তাদের সমস্যার কথা রেখেছেন মাননীয় সদস্যগণ। কারণ তাদের ছাটাই করা হয়েছে অন্যায়ভাবে এখানে একটা কথা বলছি যদি কোন কর্ম্মচারীকে ১০ টাকা বাম পকেটে না দিলে তিনি না কাজ করেন তাহলে তাকে ছাটাই করা হবে নাকি তাকে সম্মানে গদীতে রাখা হবে? সেটি আমাদের বিবেচনা করার বিষয়। তেমনিভাবে একজন কৃষক একজন শ্রমিক তার যে দৈনিক রোজগার ২ টাকা বা ৩ টাকা। যদি সেই শ্রমিক প্রয়োজনে অফিসে যেতে হয় যদি প্রয়োজনে ২৫ মাইল ৩০ মাইল গাড়ী চড়ে যেতে হয় এবং অফিসে গিয়ে দেখে বাবুর পকেটে কিছু টাকা না দিলে তার কাজটা হয় না। এরকম অবস্থায়ই সরকারী কর্ম্মচারীরা কাজ করে। এবং তারপরও দেখা যায় তারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে মিছিল করে, তাদের চাকুরী স্থায়ী কর, বেতন বাড়াও ইত্যাদি স্লোগান দেয় তাদের কি ছাটাই করা হবে না মালা দিয়ে চেয়ারে বসতে দেওয়া হবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বেতন বাড়ুক এই উন্নত ভারতবর্ষে উন্নতিশীল দেশে শ্রমিকেরা পাক এটা সবাই চায় কিন্তু যে পয়সাটা তাদের শ্রমের বিনিময়ে যদি না নিতে চায় ষ্ট্রাইক করে (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে এক মিনিট সময় দিন। মাননীয় সরকার বলছেন বেকার সমস্যার সমাধান করবে কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন বেকার সমস্যার সমাধান করতেই হবে। বিগত দিনেও পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে বেকার সমস্যা সমাধান করার নামে ষ্ট্রাইক করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করা হয়েছে। আর কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর এবার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সেই বেকারদের সেই ছাটাই কর্ম্মচারীদের মিলে কারখানায় কাজ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেখানে কি প্রমাণ হয় না যে বিরোধী পক্ষের সি, পি, এম'র বক্তব্য কতটুকু অসার কতটুকু অযুক্তিপূর্ণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর পুনরায় সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১শে মাচ মাননীয় রাজ্যপাল যে বক্তব্য রেখেছেন এই বক্তব্যের উপর আমি সংশোধনী নোটিশ দিচ্ছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে—অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপালের ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই।

১) ডম্বুর প্রকল্পের ফলে রাইমাশর্মার যেসকল এলাকা জলমগ্ন হবে, তার খাস জমি দখলকারী কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা,

২) রাইমাশর্মার রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, একটি হাই স্কুল স্থাপন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৫ বছর কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এমনভাবে চলছে যে ত্রিপুরার একটা অংশ রাইমাশর্মা, যাহাকে আমরা ডম্বুরনগর বলি, এখানে প্রায় ২২

হাজার লোকের বাস, বহুদিন ধরে সেখানকার কৃষকরা ৫০।৬০ বছর ধরে বাসিন্দা হওয়া সত্বেও সেখানে এখনও জমির দখলকার হিসাবে জমির জোত পান নাই। তারা কেন জমি পান নাই? তারা গরীব, তারা ত্রিপুরার সমস্ত এলাকার মানুষের চেয়ে ব্যাকওয়ার্ড মানুষ, তাই তারা আজকে নিষ্পেসিত, তারা ত্রিপুরার মানুষের সব থেকে বঞ্চিত। রাইমা শর্ম্মার মানুষের চেয়ে ত্রিপুরায় আমার মনে হয় এমন ব্যাকওয়ার্ড আর নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ডম্বুর প্রকল্পের ফলে তাহারা খাস জমি দখল করে আছেন, তাদেরকে শাসক গোষ্ঠি এখন বলতে শুরু করেছেন যে সরকারী খাস জমি দখল করে আছে তাই বে-আইনি দখলদার। যারা ৫৯/৬০ বছর ধরে জমি দখল করে আছে সেই কৃষকই বে-আইনী দখলদার হিসাবে সরকারের কাছে অভিহিত হল এবং যাদের হাতে ঐ সমস্ত জমির জোত দেওয়ার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ঐ সমস্ত জমির রেকর্ড করার ক্ষমতা, তারা আজকে বে-আইনি নয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমি আরও বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে রাইমাশর্ম্মায় গত ১৯৬৮-৬৯ইং সনের ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ কালে ১১ জন মানুষ অনাহারে মৃত্যু হয়েছে সেটা শাসক গোষ্ঠি বা তার সরকার কিছুতেই এই বিধান সভায় তুলেন না, বা তার বিরোধিতা করা হলে আমরা কিছু কিছু এস. ডি.ও র কাছে রিপোর্ট দেই, সেইগুলি তারা গ্রাহ্য করেন নি। কাজেই এই সমস্ত রাইমাশর্ম্মার এলাকার মানুষকে যেভাবে ভুগিয়ে রেখেছে, বিশেষ করে জমির খাস দখলকার যারা তাদের কিছু অংশ ডম্বুর প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, তাদের থেকে শাসক গোষ্টির বড় বড় আমলারা হইতে আরম্ভ করে গ্রামের বড় বড় মাতব্বররা ল্যাণ্ড একুইজিশন মারফত হাজার হাজার টাকা আদায় করেছেন, এইভাবে ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্রকে তারা কায়েম করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আশ্চর্যের বিষয় যে রাইমা বাজারের আমাদের যোগাযোগ রাস্তার কথা যদি আমি এখানে উল্লেখ করি সকলে অবাক হয়ে যাবেন। এক টিন কেরোসীন তৈল যখন রাইমা বাজারে পৌঁছাতে হবে তখন তার খরচ লাগবে ১৮ টাকা। এইভাবে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ সেখানকার মানুষ দিন কাটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের রাইমা শরমায় যেখানে পাঁচ হাজার লোকের বাস, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৬সালে ত্রিপুরার চীফ কমিশনার, এস, পি, মুখার্জী থাকাকালীন, তিনি ওখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, সেই প্রস্তাব কয়েক দিনের মধ্যে কার্যকরী করার কথা আমার মনে হয় ছিল কিন্তু ১৯৬৬ সাল এখনও আসেনি, ঐ হেলথ সেণ্টার দেওয়ার কথা তারা আজও ভাবছেন না। এইভাবে রাইমাশর্ম্মার মানুষকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করতে আমরা দেখেছি। তাছাড়া সেখানে একটি হাই স্কুলের বড় প্রয়োজন। কারণ সেখানে ২২ হাজার লোকের বাস—কর্ম্মচারীরা সেখানে যাননা কেন? যদি তারা যান, চাকুরীর দায়িত্ব নিয়ে, তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে। কিন্তু কোথায় পড়াবে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে, হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নাই। সিনিয়ার বেসিক স্কুলও ভালরকম চলেনা। যে দুইটি প্রাইমারী স্কুল ছিল, সেগুলিও অচল। কাজেই এই অবস্থায়, যে জনতা ভোট দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা জানি যেখানে ২২ হাজার লোকের বাস সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার

আছে, সেখানে কিছুমাত্র বাংলা ভাষা বলার মত লোক বাহির করতে গেলে ঐ এলাকাটা ঘুরতে হবে—আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যখন গংগানগর যাই সেখানে একটি রিয়াং যুবক আমার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু বাংলা ভাষা জানে না। এইভাবে পেছনে ফেলে রাখা হচ্ছে উপজাতীদের। কংগ্রেস শাসকের আমলে এটা কোনদিনই সমাধান করতে পারেনি এবং তারা করবে না, কারণ তারা যদি এটা সমাধান করতে চায়, তাহলে তাদের স্বার্থ নষ্ট হবে, কাজেই তারা সেটা করবেন না আমার বিশ্বাস। এটা তারা এই ২৫ বছরের মধ্যে করেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে সরকারী পক্ষের উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বোধ হয় রাইমাশর্মার কথা মনেই করছেন না। কিন্তু রাইমাশর্মা একটি বিরাট এলাকা। সেখানে একটি নির্বাচনী কেন্দ্র হতে পারে। সেখানে এখনও মানুষের বাঁচার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। বরং ডম্বুর বাঁধ দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার পরিকল্পনা আছে। সেখানে ভূমিহীনদের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। যা কিছু করা হয়েছে শুধু বাঁধের জন্যই। কাজেই এই সমস্ত গরীবী হটানোর বুলি আমার কাছে কিছুতে আর সহ্য হয় না। কাজেই এই রকম চলতে দেওয়া যায় না। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আছাইছি মগ।

শ্রীআছাইছি মগ :—মাননীয় স্পীকার, আমি আন্তরিক নমস্কার জানাইতেছি। প্রথম আমি একটা কথা বলছি যে সারা ত্রিপুরার মানুষের খাদ্য হচ্ছে ধান এবং ধান হচ্ছে কৃষির মধ্যে প্রথম। এই কৃষিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ যাতে ভালভাবে সারা ত্রিপুরাতে কৃষি হতে পারে এইজন্য সরকার পক্ষ থেকে চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে হাজার হাজার একর জমি রয়েছে যেগুলি জলের অভাবে চাষ হতে পারছে না। সেখানে জল সরবরাহ করা দরকার। আমি স্পীকার মহোদয়ের নিকট বলছি যে যাতে কৃষকদের উন্নতি হতে পারে সেজন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করছি। ত্রিপুরার সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। সেজন্য শিল্প স্থাপন করা দরকার। মুহুরীপুর নদীর এবং খোয়াই নদীর পাড়ে বহু বাঁশ আছে। তা দিয়ে একটা পেপার মিল হতে পারে। সেখানে পেপার মিল হলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমি এই বলেই বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপাল যে বক্তব্য ৩১শে মার্চ্চ উপস্থিত করেছেন এই হাউসে তাকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার উপজাতির কথা কোথাও বলা হয় নি। উনার বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছিল ত্রিপুরার যেসব উপজাতি আছে সেটা বোধ হয় তিনি ভুলে গেছেন। (কয়েকজন সদস্য—আছে আছে) আছে সেটা ভূমিকা মাত্র। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাব আমি যুক্ত করছি। আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিটির

সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ। আর দুই নম্বর হচ্ছে—উপজাতির জমি অ-উপজাতির হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউস জানে গত ১৯৬৭ সনে সারা ভারতবর্ষে একটা এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম'স যে কমিটি হয়েছিল সেটা ১৯৬৮ সনে ত্রিপুরাতে এসেছিল এবং ঐ কমিশন ত্রিপুরা ভিজিট করে ত্রিপুরার পলিটিক্যাল লীডার এবং হায়ার অফিসিয়ালদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি রিপোর্ট বের করেছিলেন। এই রিপোর্টে ত্রিপুরার জন্য যে রিকমেণ্ডেশন করেছিলেন সেটা আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই হাউসে প্লেস করছি। রিকমেণ্ডেশনটা হচ্ছে—"Keeping in mind the overwhelming tribal character of N. E. F. A., the Commission recommend for its distinctive structure indicated in the 6th Schedule of the Constitution all the hills of of Assam, N. E. F. A. should be divided into autonomous district and region and work should be entrusted to development councils at least to levels—specially like law and order, internal security and revenue should be dealt with by the district administration. Similarly, arrangements are suggested for the hill areas of Manipur and tribal belt of Tripura." এই রিকমেণ্ডেশনের মূল বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরাতে উপজাতিদের যে সমস্যা সেটা ফেস করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের যে পরিকল্পনা আছে সেটা যথেষ্ট নয়। তাই সংবিধানের যে বিশেষ সুবিধা সিক্সথ্ সিডিউলে রাখা হয়েছে সেটা ত্রিপুরাতেও চালু করা দরকার। এটা হচ্ছে মূল কথা। সিক্সথ্ সিডিউলের কথা হচ্ছে যে সিক্সথ্ সিডিউল চালু করলে পর উপজাতিদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা যাবে এবং ঐ আঞ্চলিক কমিটির সম্পূর্ণ ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসামে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় ত্রিপুরা সরকার এইদিকে চিন্তা করছেন না এবং এই প্রস্তাব ত্রিপুরা বিধানসভায় বহুবার উঠানো হয়েছি কিন্তু সরকারপক্ষের নয় বলে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সরকার পক্ষ বলেছেন যে ট্রাইবেলদের জন্য ত্রিপুরাতে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট। কিন্তু আমি বলছি গত ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরা সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা যথেষ্ট নয়। যদি যথেষ্ট হত ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষার অগ্রগতি, সর্বদিকে উন্নতি হতো আমরা দেখতে পারতাম। কিন্তু আমি যদি হিসাব করে দেখি তাহলে গত ২৫ বছরে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের যে ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে তাতে তাদের অর্থনৈতিক মান একটুও বাড়েনি। অন্যান্য জাতির যে উন্নতি হয়েছে আমাদের ট্রাইবেলদের সেই অবস্থাও হয় নি এবং না হওয়ার কতগুলি কারণ আছে। সেজন্য আমাদের উপজাতিদের যে স্বভাব, তার স্বভাবের জন্য হয় নি। আমাদের স্বভাব দোষগুলি পেস করার জন্য এই সরকার আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে সেই কমিটির উপর দায়িত্ব যদি দেয় তাহলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হবে বলে মনে করি। কিন্তু আমাদের কথা চিন্তা না করে মিনিষ্ট্রী ট্রাইবেলদের জন্য যে অর্থনৈতিক বাজেট ছিল সেই বাজেটকে হয়তবা খরচ না করে মিসইউজ হিসাবে খরচ করেছেন। তবে সবকিছু বিচার বিবেচনা করে আমাদের স্বভাব চরিত্রের মধ্যে দোষত্রুটি আছে,

সেগুলির সংশোধন করে সরকার যদি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে, সেই কমিটির উপর দায়িত্ব দেন তাহলে ট্রাইবেলদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব বলে আমি মনে করি। আমরা যদি গতবারের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে গতবারে ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য বাজেটে অনেক টাকা বরাদ্দ ছিল, কিন্তু সেগুলি খরচ না করে আবার ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। তখন ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট চালানোর জন্য একজন ট্রাইবেল মিনিষ্টার ছিলেন, তিনি নামে মাত্র মিনিষ্টার ছিলেন, কাজ কর্ম্ম যা কিছু করার তা সবই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করতেন। এবারেও অবশ্য একজন ট্রাইবেলকে ট্রাইবেল মিনিষ্ট্রার করা হয়েছে, তিনি আদৌ উপজাতি কিনা সেটা আমার জানা নেই, যা হউক এবারে তিনি সেইসব কাজকর্ম্ম করবেন। আর তা যদি তিনি ঠিকমত করেন, তাহলে তিনি আমাদের দলের সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন বলে আমরা তাকে সেই আশ্বাস দিতে পারি। আর যদি তিনি আগের মন্ত্রীর মত কিছুই না করেন, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে যা করবার, সেটা না করে পারব না। তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি হাউসে এই কথাই বলতে চাই যে ট্রাইবেলদের আগে জমিতে যে অধিকার ছিল, সেই অধিকার যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে ত্রিপুরার ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারাতে জমি হস্তান্তর বিধির যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাকে ঠিকভাবে কার্য্যকরী করবার জন্য গত বিধানসভায় যে একটা কমিটি হয়েছিল, সেটাকে এবারেও চালু করতে হবে এবং সেই কমিটির কাজ ছিল, ডি, এম, ইনকোয়ারী করে সেই রিপোর্ট কমিটির কাছে পেশ করবে, কমিটি সেটাকে বিচার বিবেচনা করে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য ডি, এমকে নির্দ্দেশ দিবেন, আর তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক কতগুলি বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার কারণ হল আমরা জানি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের হাতে চলে গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি আইনতঃ যায় নি, শুধুমাত্র বে-আইনীভাবে সেইসব জমির দখল বা সর্ত্ত বিক্রি করা হয়েছে। তাই এটা যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে গত বিধানসভার যে একটা কমিটি হয়েছিল, এবারেও সেটা চালু করতে হবে এবং তাহলে পরে ট্রাইবেলদের জমি হস্তান্তর অনেক পরিমাণে কমে যাবে। এবং বে-আইনী যেসব জমি রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে, না শুধু সর্ত্ত দখল করা হয়েছে সেগুলিরও সংশোধন করা সম্ভব হবে। এবং সেই সঙ্গে উপজাতি ও অ-উপজাতীয়দের যে বিভেদ আছে, সেটাও কমে যাবে। সেজন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি, আমি সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে যে সিক্সথ্ সিডিউলের কথা বলেছিলাম যার মাধ্যমে ট্রাইবেলদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব। আমার সেই সংশোধনী প্রস্তাবটা যেন হাউসের সমস্ত সদস্যগণ বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে, সেটাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি মাননীয় গভর্ণরের ভাষণের মধ্যে সর্বপ্রথমে দেখতে পাই আদিবাসীদের কথা, আদিবাসীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে উনি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এতে আমার

বিশ্বাস, যে আমাদের বর্তমান সরকার আদিবাসী সম্বন্ধে যেসব সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তবে ত্রিপুরাতে আদিবাসীদের অবশ্য বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে, যেমন—শিক্ষার সমস্যা, জায়গাজমির সমস্যা, জুমিয়া সমস্যা এবং চিকিৎসা ইত্যাদির সমস্যা। আমি আশা করব সরকার সেইসব সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে আদিবাসীরা যাতে সভ্য এবং উন্নত জীবন যাপন করতে পারেন, তারজন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিরোধীদলের কতিপয় মাননীয় সদস্য কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, আদিবাসীদের প্রতি অত্যন্ত দরদী সেজে। তারা বলেছেন জুমের কথা কিন্তু আমি জানি এই জুমের দ্বারা আদিবাসীদের কোন উন্নতি হবে না এবং জুম প্রথা হচ্ছে এমন একটা প্রথা যার দ্বারা আদিবাসীরা যাযাবর জাতিতে পরিণত হয় এবং তারা স্থায়ীভাবে কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করতে পারে না, যার ফলে শিক্ষার কোন সুযোগই তাদের কাছে আসে না এবং ভাল কোন সম্পত্তি করা বা বাগানবাড়ী ইত্যাদি করার মত কোন কাজই তাদের হয়ে উঠে না। আর সেজন্য সরকার পক্ষ চেষ্টা করে চলছে, যাতে করে তাদের জায়গা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যায়। কাজেই সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে, সেই নীতিতে যদি আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের আদিবাসী বন্ধুরা যে জুমের কথা বলছেন, যার দ্বারা তাদের কোন উন্নতি হবে না, সেটার কথা চিন্তা না করে যদি তাদেরকে জমিতে ঠিকভাবে বসানো যায়, সেদিকে চেষ্টা করেন, তাহলে আদিবাসীদের অনেক উপকার হবে বলে আমার বিশ্বাস আছে। মাননীয় সদস্যরা জুমের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে রিজার্ভ থেকে জুমের জন্য জমি মুক্ত করা হউক। কিন্তু রিজার্ভেরও আমাদের যথেষ্ট দরকার আছে। কারণ বন যদি না থাকে, তাহলে সেখানে নানা রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে, বন না থাকলে অনাবৃষ্টি হতে পারে তাছাড়া আমাদের আয়ের দিক দিয়ে এবং শিল্পের দিক দিয়েও এই বনের দরকার আছে। ত্রিপুরাতে আগে যে বন ছিল, এখন আর সেই রকম বন কিছু নেই, সেটাকে আবার নুতনভাবে গড়ে তুলতে হবে। এখন যদি আমরা আবার আদিবাসাদের জুমের দিকে ঠেলে দিতে চাই, তাহলে এটা দেশের পক্ষে যেমন ক্ষতি হবে তেমনি আদিবাসীদেরও সর্বনাশ হবে। তারই জন্য আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, এভাবে আপনারা যেন চিন্তা না করেন। আদিবাসীদের যাতে সুষ্ঠুভাবে জায়গা জমিতে বসানো যায় এবং যাতে তারা শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য আপনারা তাদের উপদেশ দেন। আর শিক্ষার ব্যাপারে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা অনেক সমালোচনা করেছেন, কিন্তু উনারা নিজের দিক দিয়ে কোন চিন্তাই করেন নি। আমি জানি পাহাড় অঞ্চলে প্রতি পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি এলাকায় এলাকায় আমাদের কংগ্রেস সরকার অনেকগুলি স্কুল করেছেন। শিক্ষকেরা সেখানে স্কুলে যান, অথচ ছাত্র না পেয়ে তারা আবার চলে আসেন। এভাবে স্কুলগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কথা হল কেন সেই সব স্কুল বন্ধ থাকে, তার কারণ হল সেখানে ছাত্র নেই, সেখানে কিভাবে স্কুলঘরে বসে বসে শিক্ষকেরা দিন কাটাবে। এটা যদি আপনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে, ছাত্রছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলেন যে আপনারা আপনাদের

ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান, তাদের লেখাপড়া করার দরকার, তাদের শিক্ষার দরকার আছে তাহলে হয়তো আদিবাসীদের একটা কিছু উপকারে আসবে। এগুলি আমাদের কর্তব্য, এই কর্তব্য আমাদের করতে হবে। তাই আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব, বিশেষ করে ট্রাইবেল রিজার্ভ সীট থেকে যারা জয়লাভ করে এসেছেন, তারা যেন পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে আদিবাসীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের উপদেশ দেন। তাছাড়া বিরোধীদলের অনেক সদস্য সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেছেন। তবে আমি জানি ইলেকশানের সময়ে তারা অনেক জায়গায় বলে বেড়িয়েছেন যে আমাদের ভোট দিলে, আমরা তোমাদের জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেব। তারা মনে করেছিলেন, নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এভাবে প্রচার করলে সরকার হয়তো তাদের কিছু টাকা দিয়ে দিবেন এবং এভাবে তাদের কাছে থেকে অনেক টাকাও সংগ্রহ করেছেন। যা হউক, সেজন্যই বোধ হয় জনসাধারণ তাদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন এবং নির্বাচনে তাদের বিপুল-ভাবে পরাজিত করেছেন। আমি এও জানি যে জুমের ব্যাপারে এবং জমি বন্দোবস্ত এর ব্যাপারে যে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। আমি জানি আমার মাছুমারা এলাকায় দরিদ্র কৃষকেরা সরকারী জায়গা জমি আবাদ করিতেছিল, সেখানে ঐ বিরোধী দলের সদস্যরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে গিয়েছিল, সেই জমির দখল নেওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয় নি। আমি আরও জানি লাল কাথিতে একটা জমি ঐ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা একজন দরিদ্র কৃষক থেকে জোর করে দখল নেওয়ার জন্য গিয়েছিল, কিন্তু তারা সেখানেও কিছু করতে পারল না, না পেরে তার মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়েছে, ফলে তার মাথা ফেটে গিয়েছে, এই ব্যাপার নিয়ে কোর্টে একটা কেস এখনও চলছে। আমি বলি এই রকম অবস্থা যদি তাদের দল বা তারা করতে থাকেন, তাহলে তারাই আবার কি করে সরকারের সমালোচনা করতে পারেন, সরকারের দুর্নীতির কথা বলতে পারেন এবং কংগ্রেস দলের দুর্নীতির কথা বলতে পারেন? কাজেই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি আবেদন রাখছি যে আপনারা যখন সরকারের দুর্নীতির কথা, কংগ্রেস দলের দুর্নীতির কথা বলেন, তখন আপনারা নিজেরা কি করছেন, সেটা একবার বিবেচনা করে দেখবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করবার প্রাক্কালে আমি আবার মাননীয় গভর্ণরের বক্তব্যের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১শে মার্চ মাননীয় রাজ্য-পালের ভাষণে উল্লেখিত ৬নং প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চাই।

প্রস্তাব হল...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কি কথা বলছেন?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার :— একথা রেকর্ড করা সম্ভব হবে কিনা আমি জানি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুলস এ আছে নিজে অন্য ভাষায় বলতে না পারেন তবে মাতৃভাষায় বলতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— তা পারেন, কিন্তু আমাদের রেকর্ড করা সম্ভব হবে কি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয় আরও অন্যান্য মেম্বার আছেন, তাঁরা বাংলা করে দিতে পারবেন।

শ্রীগুনপদ জমাতিয়া :— তাঁর ভাষণের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব রয়েছে, তা হচ্ছে—আমি দুঃখের সহিত আপনাদের বলছি যে শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই :—

১) মহাজনদের দাদন প্রথায় শোষণ বন্ধ করা।

২) মহাজনী শোষণ বন্ধ করার জন্য এবং বন্ধকি হস্তান্তরিত জমি উদ্ধারের জন্য ঋণ শালিশী বোর্ড গঠন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দরিদ্র কৃষকের উপর মহাজনদের যে শোষণ নীতি আমরা দেখে আসছি, তা বন্ধ করতে হবে। আপনাদের কাছে দুঃখের অনেক কথা আমার বলার রয়েছে কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিনা। গরীব কৃষক ভাইয়েরা যখন অর্থের অভাবে হাট বাজার করতে পারেনা, সামান্য অর্থের জন্য, তখন তাদের মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়। মহাজনরা তখন ধানের চলতি দরের মণ প্রতি কুড়ি, পঁচিশ টাকা স্থলে দশ/আট টাকায় কৃষকদের দাদন দেয়। কপর্দকশূন্য কৃষকরা তখন বাধ্য হয়ে মণ প্রতি আট টাকায় দাদন নিতে বাধ্য হয়। আজ পঁচিশ বছর হল ত্রিপুরাতেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই। সরকার গরীব কৃষকদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেন তা স্বীকার করি এবং ব্লক ডিপার্টমেন্ট থেকে লোণ, কৃষি ঋণ ইত্যাদি দেওয়া হয় বলে সরকার যা বলে থাকেন তাদের কথার উপর নির্ভর করে যখন গরীব কৃষকেরা লোণ ও ঋণের জন্য ব্লক অফিসে দরখাস্ত দেয় তখন অফিসের বাবু ও কেরানি বাবুদের দক্ষিণা পাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়। এভাবে দেখা যায় ৫০ টাকা লোণ পাওয়া গেলে, মাত্র ২৫ টাকা নিয়ে আসতে হয় তাদের। ইহার জন্য তাদের খরচ হয় অন্ততঃ ৩০ টাকা।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে মহাজনদের শোষণ। যখন গরীব কৃষক ভাইয়েরা মাঠ থেকে ফসল তুলতে আরম্ভ করে তখনই মহাজনরা পাওনা আদায়ের জন্য দাঁড়ি পাল্লা ও বস্তা নিয়ে তাদের বাড়ীতে যায় ও অগ্রিম দেওয়া ৮ টাকার স্থলে এক মণ ধান মেপে আনে। অথচ তখন ধানের দর প্রতি মণ ২৫ টাকা। পাঁচ মণ ধানের অগ্রিম দাদনের টাকা নিয়ে সময়মতো পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে পাঁচ মণের পরিবর্তে জমি দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। তখন জমি দিতে অস্বীকার করলে টাকা পরিশোধ করার জন্য তাগদা দেয়। তখন গরীব কৃষকেরা নিরূপায় হয়ে মহাজনদের কাছে নিজ দখলি জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করছি গরীব কৃষকদের যেসব জমি বে-আইনী-ভাবে মহাজনদের কবলে পড়ে রয়েছে এগুলি যাতে বিনা ক্ষতিপূরণে গরীব কৃষকদের হাতে

ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ প্রস্তাব এসেছে আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরার জনজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করলেও রাজ্যপাল ত্রিপুরার জনতা ভিত্তিক যে চিন্তাধারা সে চিন্তাধারার মাধ্যমে ত্রিপুরার জনতার সর্ব্বাংগীন উন্নতি রূপায়িত হবে সেইটা সংক্ষেপে তিনি তাঁর ভাষণে রেখেছেন। কাজেই আমি আমার বক্তৃতা সংক্ষেপে রাখছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ যদিও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু রাজ্যপাল তার ভাষণে ত্রিপুরার অবস্থা যতটুকু তুলে ধরেছেন সেই চিত্রকে উপলব্ধি করেই পরবর্তী কালে সরকার জনতার প্রয়োজনে তা রক্ষা করবেন তাহা স্পষ্ট ভাবে তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। অনেকেই বলেছেন যে অনেক কিছুই নাই যাহা থাকা উচিত ছিল সেটি সংক্ষেপে ও ক্ষুদ্রায়তনে চিন্তা করতে গেলে দেখব আমাদের সবই আছে। তাই আমি মনে করি বিরোধী দলের মাননায় সদস্যগণ যে সমস্ত কথা রেখেছেন এগুলি শুধু তারা রেখেছেন জনতার সামনে প্রথম পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা পাওয়ার পর নব নির্ব্বাচিত সদস্য হিসাবে জনতার প্রতিনিধি রূপে যে বিরাট দায়িত্ববোধ সে সম্পর্কে তারা যে সজাগ সে সম্পর্কে একটা ষ্ট্যাণ্ট রাখা এছাড়া আর কিছু আমি মনে করি না। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণের দুই একটি কথা উল্লেখ করব। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার আমার কাছে লাগে এবং সে সম্পর্কে আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরব। আমার বিরোধী দলের বিশিষ্ট নেতা মাননীয় দশরথ বাবুর বক্তৃতা শুনেছিলাম ধর্ম্মনগর শহরের মাঠে......

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সদস্য এই হাউসে উপস্থিত নাই তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যায় কিনা।

শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— আমি মন্তব্য সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি আমি বক্তৃতা শুনেছিলাম বলেছি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না না সেটিও হতে পারে কিনা আমি আগে জানতে চাই। তিনি একজন পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্য উনার নাম এখানে উল্লেখ করা যায় না।

শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— কোন কোন সদস্য......

মিঃ স্পীকার :— (শ্রী বিনয় ভূষণ বানার্জীকে লক্ষ্য করে) মাননীয় সদস্য, please seat down. একটু অনুগ্রহ করে আপনি বসুন। (শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করে) আপনি কি বলছেন?

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেববর্ম্মা এখানে উপস্থিত নাই তাঁর বক্তৃতা এখানে কোট করা যায় কিনা (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :— বক্তৃতার সংগে উদ্ধৃত করতে চান (গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না না সেটি সত্য কি মিথ্যা কে বলবে।

শ্রী তড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— সত্য মিথ্যার খবর পরবর্তী পর্যায়ে আসবে। (গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি জানতে চাই তাহলে আমরাও উল্লেখ করব তখন যেন অন্য একটি রুলিং না হয় মাননীয় স্পীকার স্যার। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আপনি কি আশঙ্কা করছেন ভিন্ন রকমের রুলিং হতে পারে ?

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না না। তিনি কোন অপব্যাখ্যা করবেন কিনা তার তো কোন প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নাই (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :— না, এখন তো আপনি শুনেন নি তিনি কি বলছেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তিনি কি বলছেন সেটি প্রশ্ন নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার :— তিনি বক্তৃতাটুকু কোট করবেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— কোট করবেন। সেই বক্তৃতায় যে সেটুকু তিনি বলেছেন তা আমি কি করে বুঝব ? তাহলে প্রত্যাহার করতে হবে যদি কোন সদস্য বলেন আমি উপস্থিত ছিলাম একথা তিনি বলেন নি। তাহলে তাঁকে এই কথা প্রত্যাহার করতে হবে।

শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নাম বলছি না। আমি বলছি যে আমি বিরোধী দলের কোন কোন লোকের মুখে শুনেছি যে তারা আজ শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা করে। মুজিবের গৌরব যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন চিন্তিত হয়ে আজ তারা মুজিবের প্রশংসা করছে। কাজেই তারা কখন যে কি বলে কি চিন্তা থেকে বলে বুঝতে কষ্ট হয়। আমি দেখতে পাই ইয়াহিয়ার সঙ্গে চীনের যে নেতা তাঁর সঙ্গে কি যোগাযোগ। আমি দেখতে পাই ঐ যে চীনা নেতা মাউ সেতুং তাঁর চিন্তা ধারার সংগে আমাদের দেশের একটি দলের কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ। আমি দেখতে পাই জনতাকে ফাঁকি দিয়ে গণতন্ত্রের কথা বলে বেশী দিন চলে না। তাই জনতা তাদের আবর্জনা মনে করে দূরে নিক্ষেপ করেছে। তাই বিগত নির্ব্বাচনে তাদের সমাজের আবর্জনা মনে করে তাদের নিক্ষেপ করেছে বর্জন করেছে। তাই আমাদের বিশ্বাস ত্রিপুরার জনতা সজাগ এবং এই সজাগ জনতা বিগত নির্ব্বাচনেও কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করেছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ চিন্তাধারাকে। মহান নেতৃ ইন্দিরার যে চিন্তা সেই চিন্তা যাহা দুঃখী ও দরিদ্র জনতার উন্নতির জন্য যারা পিছনে ছিল তাদের টেনে তুলবার যে চিন্তা এটা তারই দৃঢ় পদক্ষেপ। এই জন্যই ইন্দিরা গান্ধী বিশেষ বিশেষ কতগুলি আইন রচনা করে জনতার সামনে সেটির প্রমাণ দিয়েছেন। এই প্রমাণের উপর জনতা বিশ্বাস করেছে এবং জনতা বুঝেছে গণতান্ত্রিক মর্যাদায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর চিন্তাধারার বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে জয়যুক্ত করা দরকার।

কাজেই গণতন্ত্রের বুলি মুখে বলব আর এক দিকে যারা আমাদের কথা শুনতে চায় না। মানতে চায় না এবং জোর করে আমাদের উপর সেই মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায় তার নাম গণতন্ত্র হতে পারে না।

কাজেই গণচেতনা সম্পন্ন মানুষ আজকে তার গণজাগরণের মধ্য দিয়ে, গণতান্ত্রিক চিন্তার মধ্য দিয়ে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাদের রায় দিয়েছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করেনি। যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, তাদের ধ্বংস করেছে। আজকে তাদের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, জনতাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তাদের উক্তি। জনতা এত অবোধ নয় যে তাঁরা গণতন্ত্রকে হত্যা করবে। তাই আজকে আমরা দেখেছি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিরোধী দলের ভূমিকা কি? কিন্তু মানুষ আজকে বাস্তবের সন্ধান পেয়েছে, মানুষ ভুলেনি তাদের ভূমিকা। যে চিন্তাধারা, সুস্থ সমাজ, সুস্থ রাজনীতি এবং শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য, যথাযথ-ভাবে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করার জন্য কাম্য যে নীতি, এবং পথ, সেই পথকে তারা জয়যুক্ত করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন মনে করিনা। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দুঃস্থ, ত্রিপুরার আদিবাসী যে সমস্ত ভাইয়েরা আছে, যারা সংখ্যালঘু আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে, গরীবি হটাও'এর চিন্তাধারাকে সামনে রেখে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ANNOUNCEMENT

Mr. Speaker :— I have got announcement to make. Public Accounts Committee and Estimates Committee গঠন সম্পর্কে হাউসের মধ্যে যে এ্যানাউন্সমেন্ট, তা হচ্ছে এই আগামী কাল ৪ঠা এপ্রিল বেলা ১০-৩০মিঃ নমিনেশন পেপার গ্রহণ করা হবে। আমাদের এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ করবেন। স্ক্রুটিনি অব নমিনেশন পেপার হবে বেলা একটায়। উইথড্রয়েল অব ক্যাণ্ডিডেচার হবে বেলা দেড়টায়। আর ইলেকশান যদি হয় সেটা হবে বেলা দুইটায়। ইচ্ছা করলে আপনারা আজকেও দিতে পারেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আজকে কয়টা থেকে কয়টা?

মিঃ স্পীকার :— আজকে এখন থেকে কালকে ১০-৩০ পর্য্যন্ত।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, স্ক্রুটিনি হচ্ছে একটার সময়। তাহলে এই পিরিয়ডটা যেটা ১০-৩০ মিনিট আছে, সেটা ১১টা পর্য্যন্ত করলে সুবিধা হয়। স্ক্রুটিনি যখন নাকি একটার সময় হচ্ছে, তাহলে ইজিলি নমিনেশান পেপার ১১-৩০ পর্য্যন্ত করতে পারেন, দেয়ার ইজ নো হারম। এটা আপনি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। ১১-৩০ পর্যন্ত করা হলে, হাউসে আসার পর একটু টাইম পাওয়া যাবে। কারণ আমরা আগে জানতাম না।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা, ১১-৩০ পর্যান্ত করা হল।

মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছি। সংশোধনী প্রস্তাব রাখতে গিয়ে আমার বক্তব্য একটু উল্লেখ করতে চাই। সারা ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দাবীতে ত্রিপুরার জনগণের গত ২৫ বছরে আন্দোলনে, যে লড়াইয়ে অনেক রক্ত ঝড়েছে, অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, তারপর যখন পূর্ণাংগ রাজ্য হল, সেই পূর্ণাংগ রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার যেটুকু বাড়ল, যেটুকু আমরা ত্রিপুরার মানুষ পেলাম, যেটুকু অধিকার এই হাউসের বাড়ল, তার পুরোপুরি প্রতিফলন, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আমরা পাচ্ছিনা এবং তাতে সংশোধনী রাখা দরকার, বলেই আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছি।

সারা ত্রিপুরায় গত ২৫ বছরে—একটু আগে মাননীয় সরকারী পক্ষের সদস্যদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে শুনলাম যে একটা যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, গত ২৫ বছর ধরে গণতন্ত্রের জোয়ার বইছে, সেই পটভূমিতে আমি একটি কথা বলতে চাই যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গণ আন্দোলনে যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীর উপর নির্ব্বাচনের আগে এবং নির্ব্বাচনের মুখোমুখী হয়ে, নির্ব্বাচনের মধ্যে এবং নির্ব্বাচনের পরে এখনও যে আক্রমণ চলছে, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আমরা আশা করছিলাম সেই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী এবং গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর যে আক্রমণ চলছে, সেটা প্রত্যাহার করা হবে, তার ঘোষণা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে থাকবে এবং বিশেষ করে যতগুলি মামলা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা এর মধ্যে থাকবে কিন্তু মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। আমি সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই।

রাজনৈতিক কর্মী ও গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহারের এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা। আমি এই বিষয়ে এইটুকু সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উল্লেখ করতে চাই গত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিন বছর আগে কৈলাশহর সার্কেলে একটা মামলা রুজু করা হয়েছে। তিন বছর আগে ঐ কৈলাশহর ধর্ম্মনগর এর বাগান শ্রমিকরা যে ধর্ম্মঘট করেছিল, তাদের ষ্ট্রাইককে দমন করার জন্য, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধে, পুলিশী জুলুম করা হয়েছিল, যে সমস্ত ছাত্র-যুবক শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন করেছিল, তাদের উপরও আক্রমণ করা হয়েছিল, সেই কেস্ আজকে তিন বছর ধরে চলছে। আজকে সেই এস, ডি, ও কোর্টের সামনে এমন কি কোন কোন

সময় জামিনের জন্য আগরতলা পর্যন্ত তাদের হাজিরা দিতে হয় জুডিশ্যাল কোর্টে জামিনের জন্য দরখাস্ত করতে হলে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমি উল্লেখ করতে চাই গরজীতে, পেরাতিয়ায় সমস্ত জুমিয়া রমণীরা, সেখানে শুধু ত্রিপুরী রমণীই নয়, গাড়ো উপজাতি এবং বাঙ্গালী ভূমিহীন রমণীরা এবং অন্যান্য যারা ভূমিহীন কৃষক আছে, তারা সবাই মিলে খাসের জমি উদ্ধার করে চাষ করছিল, তাদের বন দস্যু—বন বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাদের আক্রমণ করে, চক্রান্ত করে সেই সমস্ত জমি দখল করে নেয় এবং সেই সমস্ত রমণীদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে মামলা দায়ের করে—কয়েক ডজন মামলা দায়ের করা হয়েছে, এখনও উদয়পুর কোর্টে মামলা চলছে, একটাও প্রত্যাহার করা হয় নাই। এই ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ চলছে। বাঁইখোড়ার ইতিহাস আমরা জানি। খুব কম করে ১০০ উপর ল্যাণ্ড ডিস্‌পিউট চলছে। তাকে ভিত্তি করে শুধু মাত্র আক্রমণই চলছে না, জমি থেকে উচ্ছেদই চলছে না, শত শত মামলা জারী করা হয়েছে এবং তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং তাদের সেই উকিল মুহুরীর খপ্পরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাদের আজকে দুবেলা না খেয়ে থাকার অবস্থা, তবুও তাদের মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে না। আমি উল্লেখ করব কমলপুরের মহাবীর টী গারডেনের সেই কেস্‌ এর কথা এবং ল্যাণ্ড ডিসপিউটের কথা—সেখানে ভূমিহীনদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হচ্ছে। ভূমিহীন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে তাদের মামলা প্রত্যাহার করা এখনও হয়নি। আমি অমরপুরের একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। একজন লোক সে নিজের গরু বিক্রি করতে গিয়েছিল বাজারে। নিজের গরু বিক্রি করতে গিয়েও তাকে বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করতে হয়। পুলিশ গিয়ে গরু ধরে তার কৈফিয়ত চায় এবং এতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায় যে নিজের গরু বিক্রি করতে গিয়ে তাকে শেষ পর্য্যন্ত হাজতে থাকতে হয়, তিনদিন হাজতে থাকতে হয়। তাও কোর্টের হাজতে নয়, জেলখানার হাজতে নয়, পুলিশের হাজতে তিনদিন থাকা অবস্থায় যখন গ্রাম প্রধানের সার্টিফিকেট আনা হল, প্রধান যখন প্রমাণ দিল যে সেটা তার নিজস্ব গরু তবুও সে ছাড়া পেল না। এই অবস্থায় আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যবসিত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নিজের মহকুমার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। শত শত ছেলে, সকলেই যুবক এবং অন্যান্যদের উপরও মামলা চলছে। একটা নয়, দুটো নয়, আমি উল্লেখ করতে চাই, এটা ১৯৭০এর কথা—বেকার যুবকেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বি, ডি, ও, অফিসের সামনে হাজির হয়েছিল, তারা বলেছিল আমরা কাজ চাই, আমরা শিল্প চাই, কলকারখানা চাই, রেলগাড়ী চাই। আমরা কাজ চাই, কাজ দাও। শুধুমাত্র এইটুকু দাবী করেছিল। আর তার উপর আমি লক্ষ্য করলাম কাজল বর্ম্মণ নামে ১৮ বছরের একটি কিশোরকে গুলি করে মারা হল। আবার সেই কাজলের বাপকেই আসামী করে এখনও হাজতে আটকে রাখা হয়েছে। এখনও তাকে জামিন দেওয়া হয়নি। বলা হচ্ছে যে সেই নাকি কাজলকে খুন করেছে। এই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, দেড় হাজার দুই হাজার ভূমিহীন কৃষক বিভাগীয় অফিসে দরখাস্ত করেছিল। আমাদের একজন মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তিনিও তার

তদ্‌বির করেছেন। তিনিও বলতে পারেন, সোনামুড়া বিভাগীয় অফিসে তারা যখন গিয়ে হাজির হল ভূমির দাবীতে, পুনর্বাসনের দাবীতে, হাকিমবাবুকে গিয়ে বলল যে, আপনি স্পেসিফিক উত্তর দিন কবে আসব, কি করে জমি পাব, আমরা তো না খেয়ে মরে গেলাম। তখন তাদের উপর লাঠি চার্জ করা হল। বছরের পর বছর কেস্ চলছে। (রেড লাইট) সেই কেসের কোন নিষ্পত্তি হচ্ছে না। আমি তাই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর। রাজ্যপালের ভাষণে যদি এই জিনিষটা ঘোষণা না করা হয়, যদি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তাহলে আমি মনে করি যখন ভূমিহীনদের সামনে গিয়ে পড়ব, তারা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে যে এই বিধান সভা কি গণতন্ত্র বজায় রাখার বিধানসভা, না গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সভা। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলবেন '

শ্রীবুলু কুকি :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের যে ভাষণ সেই ভাষণের উপর আমি আমার কতগুলি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি হল— দুঃখের বিষয় যে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—১) ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সম্যক বকেয়া খাজনা মকুব। ২) সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা সম্পর্কে ত্রিপুরা বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকরী করা। ৩) বর্তমান রাজস্ব হারের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকের আয় ভিত্তিক রাজস্ব হারের প্রবর্তন। ৪) জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা হ্রাস করে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শাসক পার্টির পক্ষে থেকে রাজ্যপালের ভাষণের প্রসংশা করেছেন। কিন্তু আমি রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে দেখতে পাই যে রাজ্যপালের ভাষণে ২৫ বছর আগে যে বক্তব্য কংগ্রেস সরকার রেখেছেন বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন সভাতে সেই জিনিষের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই। কারণ আমার সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনা করতে গেলে কতগুলি জিনিষ আমাকে তুলে ধরতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা বা সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। তাই আমি কতগুলি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কাছে দিচ্ছি যে খাজনার হার বাড়লো কেন? মহারাজার আমলে ছিল ৬২ পয়সা। কিন্তু ১৯৬০ সালে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তন করা হল তখন ৬২ পয়সার জায়গায় কাণি প্রতি তিন টাকা করা হল। আর দুই নম্বর সিটে ১·৩০ পয়সা যেখানে ছিল সেই জায়গাতে ৩·২০ পয়সা করা হল। আর ৩ নম্বর সিটে ২·২৫ পয়সার জায়গায় ৩·৪০ পয়সা, ৪ নম্বর সীটে দেখা গেল ২·৫০ পয়সার জায়গায় ৩·২৫ পয়সা। আর বিশেষভাবে দেখা গেল সোনামুড়া বিভাগে সর্ব্বমোট বকেয়া খাজনা ৩,৫৩,৪৮৭ টাকা। কিন্তু এখন যদি আমরা দেখি যে পুরানো হারে যেখানে আগে ছিল মহারাজার আমলে, ৬০ সালের আগে সেখানে দেখতে পাই খোয়াইর মধ্যে হয় ৩৭,৪৬১·৭১ পয়সা। আর নতুন হারে দেখা যায় সেই জায়গাতে ১,১২,৬৫৯·৫০ পয়সা আর বিলোনীয়াতে দেখা যায় পুরানো হারে ১,৭৪২·২৭ পয়সা

আর নূতন হারে দেখা যায় ৬,৬১,১৬৫·৩৩ পয়সা। ঠিক এইভাবে সাবরুমে পুরানো হারে দেখা যায় ১০,৮৪২·২১ পয়সা, আর কমলপুরে ৫,৫৫৭·৬১ পয়সা আর নূতন হারে দেখা যায় ১,৩৮,৯৯৮-৪৮ পয়সা। এইভাবে দেখা যায় যে প্রতি এলাকার মধ্যে কৃষকদের উপর জুলুম চলছে। এই ভূমি সংস্কার আইনের পরে দেখা যায় যে কৃষকেরা দিনের পর দিন জমি হারা হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এলাকাভিত্তিক দেখতে চাই, আমরা দেখতে পাই কি? ছোট কৃষকদের জমি ধনী কৃষকদের হাতে চলে যাচ্ছে। মূল কারণ হল সরকারের এই ব্যবস্থা। সরকার যদি তাকে খাজনা কমিয়ে দিত তাহলে পরে তাদের নিজেদের জমি এবং জমিতে চাষ আবাদ করে তাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে পারত। কিন্তু আজকে আমি জানি রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে এই কথা বলছেন এবং বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে—"জয় জোয়ান, জয় কিষাণ"। আজকে কিন্তু 'জয় কিষাণ' নাই।

মিঃ স্পীকার :— সময় শেষ হয়ে গেছে। আগামী কাল ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্যন্ত সভা মুলতুবী রইল এবং আগামীকালও রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক চলবে।

PROCEEDINGS OF THE ASSEMBLY ASSEMBLED IN THE HOUSE ON 4. 3. 72 UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, 4th April, 1972.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 4th April, 1972.

PRESENT

Sri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the chair, 4 Ministers, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and fourty eight members.

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থতার জন্য আজকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তিনি মাননীয় শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী এবং মাননীয় শ্রী মনোরঞ্জন নাথ মহাশয়কে তাঁর পক্ষে কাজ করে যাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন আমি তা অনুমোদন করেছি।

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— To-day the following question is to be answered by the Minister concerned. Short Notice Question. Now I call on Shri Nripendra Chakraborty to read out his Number.

Shri Nripendra Chakraborty :— Number 70.

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আসাম-আগরতলা রোড কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করার ফলে ২৫০ গ্যাং লেবার কি ছাঁটাই করা হয়েছে ?	না।
২) যদি ছাঁটাই করা হয়ে থাকে তবে তাদের পুন-র্নিয়োগের কি ব্যবস্থা হবে ?	নিষ্প্রয়োজন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপলিমেণ্টারী স্যার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে একসিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে কি না যে নূতন কোন গ্যাংম্যান নিতে হলে এ, এ, রোডের গ্যাংম্যানদের নিতে হবে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এর জন্য মাননীয় সদস্য যদি জানতে চান, নূতন করে প্রশ্ন করলে পরে উত্তর দেওয়া যাবে। এই সম্বন্ধে ডিপার্টমেণ্ট থেকে যা পাওয়া গেছে আমি তা শুনিয়ে দিচ্ছি।

Due to taking over the A. A. Road by the Border Roads Organisation of the Government of India about 70 gang-labourers become surplus but since there was requirement of Labourers on other works under the department they have been employed on those works. As such, the question of retrenchment did not arise. The total number of gang labourers rendered surplus due to taking over of the A. A. Road and other Strategic-roads of Tripura comes to 217 but none of them has been retrenched. Attempts are being made to abosorb them in other works under the P. W. D. Recently some of these roads south of Agartala have been handed over to us. Within that time, excepting Assam-Agartala Road, all roads will be under our control.

These gang labourers will be utilised there also. There has been no retrenchment on this account under any of the P. W. D. Division.

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যেদিন থেকে ওদের কাজ নেই এবং যাদের এ্যাবজর্ব করা হয়নি, তারা সরকার থেকে কি পাচ্ছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— গ্যাঙ লেবাররা কাজ না করলে পয়সা পায়না, যেদিন কাজ করবেন সেদিন পয়সা পাবেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের এবং এক দিনের কাজ যদি না থাকে তবে সেদিন তাদের উপোস থাকতে হয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা গভর্ণমেন্টের জানা আছে, কাজ থাকলে কাজে তাদের নেওয়া হয়, কাজ না থাকলে লোক নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা স্বীকার করবেন কি যে এ, এ, রোড সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট নিয়ে নেবেন যখন ঠিক হল, এটা তারা তখন চিন্তা করেছেন কি না যে কিছু লোক তার ফলে কর্ম্মচ্যুত হতে পারেন যেমন গ্যাঙ লেবার, ওয়ার্কচার্জ এ্যাসিস্টেন্ট—এ, এ, রোডে যারা কাজ করছিলেন, এই চিন্তা তাদের ছিল কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা চিন্তা করেই তাদের অন্য কাজে এ্যাবজর্ব করার চিন্তা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি অনেক বেশী সাপলিমেন্টারী করছেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটা সাপলিমেন্টারী করব।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, শুধু এ, এ, রোড নয়, বহু জায়গায়—খোয়াই বাঁধের কাজ করত বহু গ্যাঙ লেবার আনএম্প্লয়েড হয়েছে।

আমি এখানে একটা সাজেশন রাখছি সেটা বিবেচনা করবেন কি যে এই গ্যাঙ লেবারদের নিয়ে একটি লেবার কোর তৈরী করা হয় যেমন সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের আছে—যারা রাস্তা ঘাট তৈরীর কাজ করছে, তাদের নিয়ে একটি লেবার কোর করার প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিবেচনাধীন আছে কি ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতি করার ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা করছি এবং তার জন্য সম্ভাব্য যত রকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা করা হবে।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই এ্যাস্যুরেন্স দিতে পারেন যে তাদের যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এ্যাবজরব করা হবে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা সম্ভাব্য সমস্ত রকম চেষ্টা করছি ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সম্ভাব্য বলতে কি বুঝায় ?

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট এ সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চান।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কতদিনের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধান করা যাবে ?

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট এ সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চান।

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— There is one Calling Attention given notice of by Shri Abdul Wazid, M. L. A. on 1. 4. 72 to which the Minister concerned agreed to make a statement today the 4th April, 1972 on—

"১৯৭২ ইং সনের ১১ই মার্চ্চ এবং ১৪ই মার্চ্চ ধর্ম্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি এবং জনৈক ব্যক্তি অগ্নি দগ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে।"

I would now call on Hon'ble Minister Shri D. K. Choudhury to make a statement.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় আবদুল ওয়াজিদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটা হচ্ছে—

"১৯৭২ইং সনের ১১ই মার্চ্চ এবং ১৪ই মার্চ্চ ধর্ম্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি এবং জনৈক ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে।"

তার উত্তরে বলা হয়েছে—

বিগত ১১ই মার্চ্চ ১৯৭২ ইং তারিখ সকাল ১১-৪০ মিনিটে ধর্ম্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটিত হয়। পুনরায় ১৪ই মার্চ্চ ১৯৭২ইং তারিখে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। রেলওয়ে গুদামে যাওয়ার রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন মালিকের রক্ষিত পাটের গাঁট হইতেই দৈবক্রমে অগ্নুত-পাতের সৃষ্টি হয়। ১১ই মার্চ্চ অগ্নিকাণ্ডের ফলে রেল কর্তৃপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ ১০,৮৫,০০০ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়। ১৪ই মার্চ; ১৯৭২ইং তারিখের অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক ৮০,০০০ টাকা মূল্যের ১,০৫০টী পাটের গাঁট ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে অগ্নিদগ্ধ কোন ব্যক্তিরই প্রাণহানি ঘটে নাই।

দমকল বাহিনীর গাড়ী অগ্নিনির্ব্বাপনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য কর্মীদের লইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পতিত হয়, ফলে ধর্মনগর থানার অন্তর্গত রাজবাড়ী গ্রামের জনৈক শ্রীরাজধন সিংহের পুত্র বাবুচাঁদ সিংহের প্রাণহানি ঘটে। মৃত বাবুচাঁদ সিংহ এম, বি, ইউনিটের শিল্প বিভাগের অধীন মডেল ব্ল্যাকস্মিথ ইউনিট) 'দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্ম্মচারী ছিলেন। বাবুচাঁদ সিংহের পিতা শ্রীরাজধন সিংহকে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে ২৫০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত, গাড়ীর আরোহী অপর তিন ব্যক্তিও আহত হওয়ায় তাঁহাদিগকে চিকিৎসার্থে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আহত তিন ব্যক্তি সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া তাহাদিগকে উপরোক্ত হারে ক্ষয়ক্ষতি আর্থিক সাহায্য প্রদান বিধিসম্মত নয়। অতএব তাহাদের যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আহত তিন ব্যক্তি যদি দৈনিক মজুরী বা মাষ্টার রোল ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্ম্মচারী হয়, তবে তাঁহাদিগকে কর্ম্মবিহীন দিনগুলির জন্য ক্ষয়ক্ষতি সাহায্য হিসাবে মাথাপিছু ৫০ টাকা দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন—

১১ই মার্চ্চ আগুন লাগার পর'এ ১৪ই মার্চ্চ আবার আগুন লাগে। ১১ই মার্চ্চের পর সেখানে পাহাড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— রেলওয়ে ষ্টেশনের গুদামে যদি সরকারকে বলা হয় পাহাড়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ১১ই মার্চ্চের পরে ১৪ই মার্চ্চ আগুন লাগবে জানা ছিল না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি এই রেল গুদামে যখন মাল আসে তখন অনেক মাল এখান থেকে সরানো হয় যেটাকে ইংরেজীতে লস ইন ট্রানজিট দেখানো হয়, এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে লস্ ইন ট্রানজিটের যোগাযোগ সরকার পেয়েছেন কি না ?

পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই রেলওয়ে গুদাম থেকে যখন মাল আসে তখন অনেক মাল এখান থেকে হারানো হয় এবং এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সেই মাল হারানোর যেটাকে নাকি ইংরেজীতে বলে লস্ ইন ট্রানজিট। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল হারানো হয় সরকারী এবং বেসরকারী লস্ ইন ট্রানজিট দেখানো হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সেই লস্ ইন ট্রানজিটের কোন যোগাযোগ সরকার পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা এখন পর্যন্ত কোন যোগাযোগ পাইনি

শ্রীনৃপেন্দ্রচক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দিকে চিন্তা করেছেন কিনা যে কতগুলি পাটের গুদাম এই সঙ্গে জড়িত এবং পাটের গুদামগুলি ইনসিওর থাকে এবং সেই গুদামের মালিকদের সঙ্গে এই অগ্নিকাণ্ডের যোগাযোগ আছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা পুলিশের থেকে জানতে পেরেছি যে সেইরকম কোন যোগাযোগ নাই। এটা অ্যাকসিডেন্টলী হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বিবৃতিতে বলেছেন যে বাবুলাল সিংহের ছেলে সরকারী কর্ম্মচারী ছিল। উনি অন ডিউটি থাকা অবস্থায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কার্যরত অবস্থায় ছিল কিনা রিপোর্টে সেটা দেখানো হয় নাই তবে এইটুকু বলা হয়েছে তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন এবং গাড়ী যখন আসছিল আগুন নেভাবার জন্য তখন অ্যাকসিডেন্টলী তিনি মারা যান।

শ্রীঅমিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে সেখানে ফায়ার ব্রিগেড যে আছে সেখান থেকে ষ্টেশানের দূরত্ব কতটুকু এবং আগুন নেভাবোর জন্য ফায়ার ব্রিগেডের কতক্ষণ লেগেছিল এবং সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের সার্ভিসটা ঠিক হয়েছিল কিনা এবং কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি ক্ষয়ক্ষতির হিসাব আগেই দিয়েছি। তার দূরত্ব কতখানি এবং তার আসতে সময় কতটুকু লেগেছিল তা জানতে হলে আর একটা প্রশ্ন করবেন, আমি উত্তর দেব।

শ্রীঅমিল সরকার :— ফায়ার ব্রিগেড কতগুলি সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত থাকে। তার সার্ভিস দিতে যে সাজ সরঞ্জাম থাকা উচিত সেগুলি ঐ ফায়ার ব্রিয়গডের আছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ফায়ার ব্রিগেডে যা যা থাকা প্রয়োজন তাই আছে।

শ্রীঅমিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই দিকটা কি চিন্তা করে দেখেছেন যে বাজারে জিনিষপত্রের দর বাড়ানোর জন্য মাল গুদামে আগুন লাগিয়ে ব্যবসায়ীরা একটু এদিক ওদিক করে এবং ধর্মনগরের অগ্নিকাণ্ডটা এর সঙ্গে জড়িত কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই সম্বন্ধে যদি কনক্রিট প্রশ্ন করেন তাহলে ঠিকমত উত্তর পাবেন ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষতির পরিমাণ কত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে তা আমি আগেই বলেছি আনুমানিক।

মিঃ স্পীকার :— সরকারী কত, বেসরকারী কত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এখানে সরকারী হিসাবটাই দেওয়া হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ রেল কর্তৃপক্ষের ১০,৮৫,০০০ টাকা, ১৪ই মার্চ হল ৪০,০০০ টাকা।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— উনি বলেছেন রেলের ক্ষতির কথা। অ্যাক্চুয়ালী এটা কি পাবলিকের মাল ছিল, না রেল কর্তৃপক্ষের মাল ছিল, নাকি ত্রিপুরা সরকারেরও মাল ছিল ? যদি পাবলিকের মাল বা ত্রিপুরা সরকারের মাল থাকে তাহলে বিভিন্নভাবে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এখানে রেল কর্তৃপক্ষের ক্ষতির কথাই বলা হয়েছে। প্রাইভেট ক্ষতির পরিমাণ এখনও রিপোর্ট আসেনি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে যা মাল ক্ষতি হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রেলের ক্ষতি ? আমাদের ত্রিপুরা সরকারের নয় ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা কি বুঝব যে যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য রেল কোম্পানী এটাকে তাদের মাল হিসাবে গ্রহণ করবেন, যা কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— রেল গোদামে যা আছে সেটাকে আমরা রেল কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষতি বলে ধরে নেব।

Mr. Speaker :— I have received a Calling Attention from the Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborty. বিষয়বস্ত হচ্ছে—"আগরতলা শহরে গত এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহে চরম বিভ্রাটে জনজীবনে দুর্দ্দশা"। I have given consent to the motion of Shri Chakraborty to-day. Now I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement to-day if possible.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি এই কলিং অ্যাটেনশানের উত্তর আজকে বিকেলে দেব।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister-in-charge will give a statement to-day in the afternoon.

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is laying of a copy of the Election Commission Notification No. 282/TP/72 dated 25.1.72 and Notification No. 282/TP/72 dated 22.2.72 regarding Delemitation of Constituencies in Tripura.

Now, I shall request the Hon'ble Minister Shri Monoranjan Nath to lay on the Table of the House a copy of the Election Commission Notification No. 282/TP/72 dated 25.1.72 and Notification No. 282/TP/72 dated 22.2.72 regarding Delimitation of Constituencies in Tripura.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir I beg to lay on the Table of the House a copy of the Election Commission Notification No. 282/TP/72 dated 25.1.72 & 22.2.72 regarding Delimitation of Constituencies in Tripura.

Mr. Speaker :— The Election Commission Notification No. 282/TP/72 dated 25.1.72 and Notification No. 282/TP/72 dated 22.2.72 regarding Delimitation of Constituencies in Tripura be laid on the Table of the House under Section 22 (6) and 23(2) of the North Easterm Areas (Re-organisation) Act, 1971.

Members are requested to collect their copies of the Election Commission Notifications from the Notice Office.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

(a) Consideration & Passing of the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972) :

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business, the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972, (Tripura Bill No. 1 of 1972) be taken into consideration at once.

The motion was put to vote and carried by voice vote.

Mr. Spsaker :— Now, the question before the House is the motion moved by Shri Monoratjan Nath that the Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill, 1 of 1972) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say—AYES.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say—NOES.

(Voices—NOES)

I think, AYES have it, AYES have it, AYES have it. The motion is carried.

Here are 2 amendments given notices of by Shri Nripendra Chakraborty and Shri Bajuban Riyan on Clauses No. 3 & 4. I have decided to allow Shri Nripendra Chakraborty & Shri Baju Ban Riyan to move and discuss all the amendments together. Minister in-charge of the Bill may give reply to the points together and any other member may take part in the discussion.

I shall then dispose of the amendents first and there after I shall put the Clauses to vote one by one. I call on Shri Nripendra Chakraborty to move his amedments.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলের উপর আমার সংশোধনী প্রস্তাব হল, বিলের ৩য় ধারায় ১ হাজার টাকার স্থলে ৫ শত টাকা এবং ৭৫০ টাকার স্থলে ৪০০ টাকা করা হউক। সংশোধিত ৩নং ধারাটি নিম্নরূপ হইবে—"there shall be paid to each Minister other than the Dy. Minister a salary of rupees 500/- (five hundred) per month and to each Deputy Minister a salary of rupees 400 (four hundred) per month.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই রাজ্যের জনসংখ্যা হচ্ছে সাড়ে ষোল লক্ষ। আমাদের এখানে ৮ জন মন্ত্রী। পশ্চিম বঙ্গে আমি হিসাব করে দেখেছি জনসংখ্যার অনুপাতে 'যদি মন্ত্রী

নিয়োগ করতে হয় তাহলে একশত মন্ত্রী নিয়োগ করতে হয় এবং শাসক গোষ্ঠি পশ্চিম বঙ্গেতে এক শত মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা চিন্তা করেন না। আমরা শুনেছি যে আরও মন্ত্রী নাকি নিয়োগ করার কথা বিবেচনাধীন আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদের দল রাখার জন্য মন্ত্রী বাড়ানোর দরকার হতে পারে, সেটা আমরা মানি কিন্তু যদি মন্ত্রী বাড়াতে হয়, তাহলে মন্ত্রীদের এই বিবেচনা থাকা দরকার যে সরকার যে পয়সা দিবে তিনজন মন্ত্রীকে সেটা তারা আট বারোজনে ভাগ করে নেবে। তারা অবশ্য সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, এবং আমি দেখেছি যে আমাদের দেশে, অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের আয় কম বলে মাননীয় রাজ্যপাল আমাদের রিসোর্স বা আয় বাড়াবার কথা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে ট্যাক্স দিতে হবে এবং আমরা আমাদের আয় বাড়াবার কথা বলছি কিন্তু ব্যয় কমাবার কথা বলছি না। মাননীয় রাজ্যপাল এর সমস্ত বক্ততায় মধ্যে ব্যয় কমানোর কোন কথা নেই এবং আমরা জানি প্রশাসনের মধ্যে এবং এখানে যে ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে যে এত টাকা লাগবে,এটা ঠিক নয়। আমরা আগেও দেখেছি যে যা ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা লাগে। কিন্তু কথা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ধাচের দেশ করা হচ্ছে—সেখানে কর্মচারীদের কথা আমি পরে বলছি। কিন্তু আমার চা বাগানের মায়েরা ১,১৫ পয়সা পেয়ে পাতা তুলেন। সে আমাকে দেখে বলছে এই যে ভিজে কাপড় দেখছেন বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে হয়েছে আর এই ভিজে কাপড় নিয়ে আমাকে রাত্রিতে ঘুমাতে হয়, আর একখানা কাপড় আমি কিনতে পারি না। ১,১০ পয়সা দিয়ে একখানা কাপড় কিনা যায় না, চাউল কেনা হয় না যেখানে দ্রব্যের মূল্য এত বেশী। আর যদি সরকারী কর্মচারীদের কথা বলি, এই সমাজতান্ত্রিক ধাচের রাষ্ট্রে একটা ভিলেজ মাদার মাসিক ২০ টাকা বেতন পান। মাননীয় স্পীকার স্যার, ন্যায় বিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল তার বক্তৃতায় ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন এবং ২০ টাকা মজুরী দিয়ে মানুষকে খাটিয়ে ন্যায় বিচার করা হচ্ছে। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মাসে ৬০ টাকা মজুরী হয়, তারা দাবী করছেন যে আমাদের ডি, এ, ইনক্রিজ করা হউক, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারও করেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে সেটা করা হয় নি। ডি, এ, ইনক্রিজ হয়না, গভর্ণমেন্টের পয়সার অভাব। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সেটাকে রোধ করুন। ২০ টাকা মজুরীতে মানুষ কাজ করবে, আর ইন্ ক্লাব বললে কানে বড় লাগে, বন্দে মাতরম বলে কাজ করবে, জয় হিন্দ বলে কাজ করবে, এ চিন্তা করা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি এখানে মন্ত্রীদের মেডিক্যাল খরচ দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৩।৪ বছর তার স্ত্রী রোগে ভোগছেন, একটা মেডিক্যাল বিল হয় না। আমি এই বিধান সভায় প্রশ্ন উত্তরে দেখেছি যে মন্ত্রীরা যা পান, অফিসাররা যা পান তারা তা পান না। এখান থেকে যারা ৫ মাইল দূরে থাকে, তার জন্য ট্রেভলিং এ্যালাউন্স পান না, আর যদি বাসাতে চাকরের মত কাজ করে, তাহলে ওভার টাইম পান না। আবার ন্যায় বিচারের কথা হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের গান করা হচ্ছে। মানুষকে গোলামের মত চাকুরী করানো হচ্ছে ৬০ টাকা বেতন দিয়ে আর নিজেদের বেতন বাড়াবার প্রস্তাব নির্লজ্জের মত এখানে আনা হয়েছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীরা

দুর্নীতিবাজ, আমিও তাদের সংগে এক মত কিন্তু সবাই নয়, কিছু কিছু। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি মাননীয় সদস্যদের কে তাদের দুর্নীতিবাজ করেছে। একজন রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়া ছেলে, সবচেয়ে ভাল ছেলে, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তাকে ঠিকেদার তৈরী করা হয়েছে, হেড মাষ্টারদের ঠিকেদার তৈরী করা হয়েছে, শাসক গোষ্টিই তাদের দুর্নীতিবাজ তৈরী করেছে। এখানে বলতে লজ্জা করে না যে আমার কর্মচারীরা দুর্নীতিবাজ? কে এই সব করেছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন পিওন যদি আট আনা বেশী নেয়, তাহলে বড় বড় চীৎকার করে উঠে. কিন্তু মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসলে তাদের দুর্নীতি হয় না, উপরি নেয়। আমাদের দেশে বৃটিশ আমল থেকে এই উপরি নেওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করব যে তারা এ্যাসেম্বলীর বাহিরে মানুষের কাছে গিয়ে এই কথা বলেন যে চা মজুরের ১.১০ পয়সা আমরা বাড়াতে পারব না ভিলেজ মাদারের ২০ টাকার মজুরীকে ৩০ টাকা করতে পারব না এবং ৬০ টাকা মজুরীর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাড়াতে পারব না, কিন্তু আমাদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে তোমরা অনুমোদন দাও। আসুন বাহিরে পাবলিক মিটিং করে অনুমোদন চান, যদি সেই অনুমোদন পান, তাহলে আমি আমার এই সব সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেব।

অধ্যক্ষ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন তার আমি বিরোধীতা করি। তিনি বলেছেন মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করা হউক এবং উপ-মন্ত্রীদের বেতন ৭৫০ টাকার স্থলে ৪০০ টাকা করা হউক। আমি এই যুক্তি সমর্থন করছি না। তিনি বলেছেন পশ্চিম বাংলায় নাকি জনসংখ্যা অনুযায়ী যতজন মন্ত্রী করা দরকার আমাদের ত্রিপুরার অনুপাতে ১০০ জন মন্ত্রী করা দরকার। আমি বলছি তিনি যে ক্রাইটেরিয়া দেখিয়েছেন তা ঠিক নয়। লোকের অনুপাতে মন্ত্রী করা হয় না। প্রয়োজনের অনুপাতে মন্ত্রী করা হয়। কাজটা সুচারু-রূপে পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রী করা দরকার। আমাদের সরকারও তাই করেছেন। এখানে বলেছেন যে মন্ত্রীদের বেতন ৫০০ টাকা করা হউক। কিন্তু আমরা জানি পশ্চিম বাংলায় যে মন্ত্রীসভা হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের আমলে তাদের বেতন ছিল ৫০০ টাকা কিন্তু সর্বমোট তাঁরা ১৬০০ টাকা পেতেন। সেই সময় এই প্রশ্ন উঠছিল না। তখন সেই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে এই প্রশ্ন উঠছিল না। তখন সেই মন্ত্রী সভার প্রস্তাব তারা গ্ল্যাডলি একসেপ্ট করেছিল। তখন তারা ১৬০০ টাকা গ্রহণ করতেন। মেডিকেল রি-এম্বার্সমেন্ট বিলও তারা গ্রহণ করতেন। যে সমস্ত ডেপুটি মিনিষ্টার এখানে গাড়ী পান না সেই সব ডেপুটি মিনিষ্টাররাও তখন গাড়ী পেতেন। তখন সেই প্রশ্ন উঠছিল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

অধ্যক্ষ :—অর্ডার প্লিজ্।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মিনিষ্টারদের সেলারি এণ্ড এলাউন্সেস্ বিল, মন্ত্রীদের বেতন আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি থাকতে যা ছিল আজও বিলে সেইটার কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। সুতরাং আমি আশা করি হাউস্ তা একসেপ্ট করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

বিরোধীদলের সদস্য বলেছেন দুর্নীতি সম্পর্কে। আমি বলব দুর্নীতি যদি কর্মচারীরা করে তাহলে তাদের রক্ষা পাওয়া উচিত নয় এবং মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করে তাহলে তাদের বিচার হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আমি হাউসের কাছে এই আবেদন রাখব হাউস যেন এটা একসেপ্ট করে।

Speaker :—Hon'ble Members may listen to what the Hon'ble Minister speaks

Mr. Speaker :—Now I call Hon'ble Member Shri Bajuban Reang to move his amendment.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রীদের বেতনের যে বিল এনেছেন সেই বিলের ৪নং ধারাতে বলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যিনি হবেন তিনি সামপ্চুয়ারী এলাউন্স পাবেন। সামপ্চুয়ারী এলাউন্স কি ভাবে খরচ করা হবে অবশ্য সেটা এখানে নাই। আমি যে টুকু বুঝি এলাউন্সটা কি ভাবে খরচ করা হবে তার উল্লেখ এই বিলে থাকা উচিত ছিল। এবং কি কারণে খরচ করা হবে তা হাউজের সামনে দেওয়া উচিত ছিল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সামপ্চুয়ারী এলাউন্স যে ২০০ টাকা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী পাবেন এই ছাড়াও তিনি প্রায় ১৪৫০ টাকা পাচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানতে চাই ত্রিপুরায় যারা ক্ষেত মজুর যারা ক্ষেত খামারে কাজ করেন, যাদের জমি নাই তারা মাসে ৩০ দিনে দিন রাত পরিশ্রম করে কত টাকা পান? আমি জানতে চাই আমাদের ত্রিপুরাতে যারা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, গেজ লেবার যারা আছেন তাদের মাসিক বেতন যা পায় মুখ্য মন্ত্রীর সামপ্চুয়ারী এলাউন্স তার থেকে অধিক কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ মাসে ২০০ টাকা সারা দিনে রোজকার করতে পারেন না। সারাদিন পরিশ্রম করেও তা পান না। এখানে সামপ্চুয়ারী এলাউন্সের যে কথা বলা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তাই এই বিলটা যখন হাউজে গৃহীত হবে তখন এই ৪নং ধারাটা বাদ দিয়ে তা যেন হাউসে গৃহীত হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সামপ্চুয়ারী এলাউন্স এর যে ধারাটা তা বাতিল করার জন্য। আমি বলব যিনি চিফ মিনিষ্টার থাকেন উনার সামপ্চুয়ারী এলাউন্স দরকার কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে গেষ্ট আসে বা বিভিন্ন লোক আসে তাদেরকে এন্টারটেইন করতে হয়। এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে এই এলাউন্স প্রচলিত আছে। আমি দেখেছি পশ্চিমবাংলায় যখন যুক্তফ্রন্ট আমল ছিল তখন তাঁরাও এই সামপ্চুয়ারী এলাউন্স নিয়েছেন এবং কেরালাতে তাঁরা এই এলাউন্স নিচ্ছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীরা যখন কোন প্রকারে খেয়ে বেঁচে

ছিলেন তখন তারা কেরালা এবং পশ্চিম বাংলায় লাকস্থিরাস ভাবে সেই সঙ্গে রাজত্ব করেছেন। সুতরাং এটা একটা বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করার জন্যই এই প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছেন।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন এমেণ্ডমেন্টগুলি ভোটে দিচ্ছি। Now I am putting the amendment of Shri Chakraborty to vote. Now the question before the House is that বিলের তৃতীয় ধারায় এক হাজার টাকার স্থানে ৫ শত টাকা এবং ১৫০ টাকার স্থানে ৪ শত টাকা করা হোক।

Now, as many as are of that opinion will please say "Ayes".
(Voices—"Ayes").
As many as are of contrary opinion will please say ' Noes".
(Voices is "Noes").
I think NOSE have it. NOSE have it. Thc amendment is lost.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা ডিভিশন চাই।

Mr. Speaker :—Division is not necessary I think. (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ডিভিশনটা ডিমাণ্ড করে যিনি এনেছিলেন...

মিঃ স্পীকার—I am putting the demand again to vote.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—অমি বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, অমি ডিভিশন ডিমাণ্ড করছি। (গণ্ডগোল)

আওয়াজ—ডিভিশনের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মিঃ স্পীকার—Please take your seat. I am putting the amendment to vote. Then I shall take the division afterwards. The question before the House is that বিলের তৃতীয় ধারায় এক হাজার টাকার স্থানে ৫ শত টাকা এবং ১৫০ টাকার স্থানে ৪ শত টাকা করা হোক।

Now, as many as are of that opinion will please say "Ayes". (there is voice "Ayes"). As many as are of contrary opinion will please say "Noes"). (Voice—"Nose"). I think Noes have it. Noes have it. The amendment is lost I think division is not necessary.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্লামেন্টের নিয়ম হচ্ছে যে ডিভিশন যদি ডিমাণ্ড করে অপজিশন (গণ্ডগোল) তার কারণ হচ্ছে যে এখানে অপজিশন ছাড়াও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মেম্বার্স আছেন। কে কোন দিকে ভোট দিচ্ছেন সেটি আমাদের জানা দরকার। কাজেই ইম্পর্টেন্ট ইস্যুর উপর যদি আমরা ডিভিশন ডিমাণ্ড করে না পাই তা হলে অমি মনে করব একটা পার্লামেন্টারী অধিকারকে মাননীয় স্পীকার খর্ব করছেন। কাজেই আমি প্রোটেষ্ট করছি এবং এই অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে আমি আমার প্রতিবাদ রাখছি। (গণ্ডগোল)

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—চেয়ারের রুলিং আমরা সবাই মেনে নিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি সেটিসফাইড, নয়েজ ভোটে সিদ্ধান্ত হয়েছে that the amendment is lost.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তার উপর যে মতামত দিয়েছে সেটাতে কি আপনি সেটিস-ফাইড ? এখানে তো অনেক পক্ষের লোক আছে। আমরা আছি, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট আছে সি,পি. আই আছে কংগ্রেস আছে কারা কোন পক্ষ নিয়েছেন আপনি কি করে সেটিসফাইড হয়েছেন ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে নির্দলীয় সদস্য আছেন বা অন্যান্য বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ আছেন আমার মনে হয় ডিভিশন যদি আপনি নেন তাহলে সেটি ভাল হয়। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি... (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তা আমি করছি না। আপনাদের অধিকার আছে। কিন্তু সে অধিকার আপনি প্রয়োগ করবেন কি না সেটি আপনার উপর বিবেচ্য।

মিঃ স্পীকার—আমি প্রয়োগ করার এখানে আর প্রয়োজন মনে করি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তাহলে এই অধিকারটা দেওয়া হল না যে ডিভিশন ডিমাণ্ড করতে পারি।

মিঃ স্পীকার—To be more ascertained আমি হাত তুলেও সদস্যদের ভোট নিতে পারি। Then it will be cleared...(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এ্যামেণ্ডমেন্ট লষ্ট বলে আমি ঘোষণা করেছি আপনারা যদি বলেন যে এর পরেও ওটার প্রয়োজন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এটা চলে গেল ! এর পরের যেগুলি আপনি হাত তুলে যদি করেন

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা তা করব। Now I am putting the amendment of Shri Baju Ban Riyan to vote. The question before the House is that" 'এ বিল হইতে ৪নং ধারাটী বাদ দেওয়া হোক'

The amendment was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Cl 2 do stant part of the Bill put to vote and passed. (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :—Now, Cl 3 (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :—I am again putting the Cl 2 do stand part of the Bill. The Cl. was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Cl 3 do stant part of the Bill. The Cl was put to vote and passed by Voice vote.

Mr. Speaker :—C14 do stand part of the Bill. The Cl was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker ;—Cl5 to Cl 13 do stad part of the Bill. The Cl5 to Cl13 was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Scheduled do stand part of the Bill. It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Cl1 do stand part of the Bill• It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The title do stand part of the Bill. It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Next business is the Passing of the Salaries and Allowanc es of Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972). I shall request Hon'ble Minister Shri Monoranjan Nath to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 1972) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath that the Salaries and Allowances of the Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

The Bill was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Consideration & Passing of the Salaries & Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972).

Mr. Speaker :—Next the Salaries & Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of the 1972) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister, Shri Monoranjan Nath to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries & Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1272) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath that the Salaries & Allowance of the Speaker and the Duputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972) be taken into consideration at once. The Motion was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker ;—C11 do stand part of the Bill. It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—C1ldo stand part of the Bill. It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The title do stand part of the Bill. It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Next business is the passing of the Salaries and Allowan ces of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972), I shall request Hon'ble Minister, Shri Monoranjan Nath, to move his motion for passing of the Bill.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath that the Salaries and Allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

The Bill was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Consideration of and passing of he Salaries nnd Allowan ces of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972).

Mr. Sperker :— Next the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972, (Tripura Bill No. 3 of 1972) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister Shri Monoranjan Nath to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972, (Tripura Bill No. 3 of 1972) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :— There are two amendments given notices of by Shri Anil Sarkar and Shri Bidya Ch. Deb Barma. I have decided to allow Shri Anil Sarkar and Shri Bidya Ch. Deb Barma to move and discuss all the amendments together. Minister may reply the points together and any other member may take part in the discussion.

I shall then dispose of the amendments first and thereafter I shall put the clauses to vote one by one. I shall call on Shri Anil Sarkar to move his amendment.

শ্রীঅনিল সরকার : মাননীয় স্পীকার, সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য যে বিল আনা হয়েছে, তার উপর একটা সংশোধনী প্রস্তাব আমি রেখেছি—

'এই বিলের ৩নং ধারায় যেখানে পঁচিশ টাকা আছে, সেখানে দশ টাকা করা হউক এবং পরবর্তী প্যারাগ্রাফটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হউক। সংশোধিত ৩নং ধারাটি নিম্নরূপ হইবে :—

"A member shall be entitled to receive salary at the rate Rupees three hundred and fifty during the whole of his term of office and daily allowance at the rate of rupees ten for each day during any period of residence on duty.

মাননীয় স্পীকার, আজকে সদস্যদের বেতন এবং ভাতা বিলটি দেখে কালকে যে সমস্ত ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের বক্তব্য শুনেছিলাম তার আসল রূপটি বুঝলাম। সেখানে তারা বলেছেন এই কংগ্রেস সেই কংগ্রেস নয়, বিপ্লবী কংগ্রেস, কেউ বলেছেন ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের নূতন উত্তরণ হয়েছে, কেউ বলেছেন সমাজতন্ত্র তেড়ে আসে তাদের হাত দিয়ে। এখন বুঝলাম কেন রাজ্যপালের ভাষণের সূচীপত্র—এটাকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলের ভাব সম্প্রসারণের মত টেনে টেনে বড় করে বেশী নাম্বার পাওয়ার জন্য বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। (গণ্ডগোল)...... শুনুন আনন্দ পাবেন। মাননীয় স্পীকার, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল ছোট বেলাকার একটা গল্প। জয় রাধে বলে এক বৈষ্ণব ভিক্ষা করতেন, তাকে দুই মুঠো চাউল বেশী দিলে; তার গলা ধরা থাকলেও গলা ছেড়ে গান করতেন। আজকে সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির এই বিল দেখে সেটা যেন হাতে কলমে প্রমাণিত হচ্ছে। তারা বলছেন যে সদস্যদের সেলামী ৫৫০ টাকা দেওয়ার প্রগ্রাম। গান্ধীজী এক সময়ে বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষে কারও বেতন ৫০০ টাকার বেশী হবে না।

কিন্তু এখন তারা সেই গান্ধীজীর খদ্দর বাদ দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর আমদানি শাড়ী ধরেছেন কিনা ...... (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শাড়ী ইজ আন পার্লামেন্টারী... .. (গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার :—গান্ধীর খদ্দর বাদ দিয়ে উনারা এখন দামী কাপড় চোপড় নিয়ে ব্যস্ত। তবুও তাঁরা বলছেন সমাজতন্ত্র আনবেন। উনারা তপশিলী জাতি এবং উপজাতির কথা বলছিলেন, কারণ রাজ্যপালের ভাষণে আদিবাসীর কথা উল্লেখ করেছেন ডাউন ট্রডন তপশিলী সম্প্রদায়, তাদের মাথাপিছু বছরে খরচ করা হয়েছে ১৩ পয়সা, গত ২৫ বছরে কত খরচ হয়েছে হিসাব করে দেখুন। বক্তৃতার সময় বলেছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কি করেছেন? স্লোগান দিচ্ছেন গরিবী হটাও, কিন্তু বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে সদস্যদের, সদস্যরাই হচ্ছেন সব চেয়ে গরীব কি না, কথায় আছে চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম। এতবড় একটা শাসন, প্রশাসন ঠিকমত রক্ষা করতে গেলে অন্ততঃপক্ষে পোলাও, মাখন, ছানা, মাংস দরকার, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দরকারও আছে, কারণ যেভাবে ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করতে হলে সেখানে যদি বেশী করে পাইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দল ভাঙ্গাভাঙ্গী হবে না এবং নির্বাচনে যে অতিরিক্ত টাকাটা খরচ করেছিলেন সেটা উঠাতে হবে, তাই বেশী নিতে হবে। মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা যদি রোজগার না করা যায় ... ... (গণ্ডগোল)...

Mr. Speaker :— I would request Hon'ble Member to be brief in your speech.

শ্রীঅনিল সরকার :— তাঁরা বলেছেন এম, এল, এ'দের ২৫ টাকা দৈনিক ভাতা না হলে চলে না। যে দেশে একজন লোকের দৈনিক রোজগার তিন আনা, যে দেশের কনজিউ-মারসদের উপরতলার শতকরা ১০ জন, সাড়ে ছাব্বিশ ভাগ ভোগ্যপণ্য ভোগ করেন, আর নীচতলার মানুষ মাত্র সাত পয়েন্ট সামথিং ভোগ করেন, সেই জায়গায় কাদের ভাতা বাড়াচ্ছেন, কাদের বেতন বাড়াচ্ছেন, উপরতলার লোকদের এম, এল, এ'দের। এদিকে বলছেন গরীবি হটাও, কিন্তু নীচতলার দিকে নজর নেই, নজরটা উপরতলার দিকে। আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের যে চলুন আমরা সদস্যদের বেতন ভাতা না বাড়িয়ে বরং দেশের দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি কি করে কমানো যায় তার চেষ্টা করি। পুঞ্জ কমিটির রিপোর্টে আমরা দেখেছি—সেখানে বলা হয়েছে পাবলিক সেক্টার আর প্রাইভেট সেক্টার এই দুইয়ের মিশ্র দুর্নীতি করতে গিয়ে তার মাঝখানে আরেকটা সেক্টর চলছে সেটা হল কালো টাকার সাম্রাজ্য। ১৯৫৪ সালে অনাদায়ী করের পরিমাণ যেখানে ছিল ৪০ কোটি টাকা, সেটা ১৯৭০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৪০ কোটী টাকা। কাজেই এই কালোবাজারীর সম্প্রসারণ যদি বন্ধ করা যায়, জিনিষপত্রের দর যদি কমানো যায়, তাহলে আমাদের এম, এল,দেরও বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না, আর মানুষ

যদি সস্তায় জিনিষ পায়, সরকারী কর্মচারীরা যদি সস্তায় জিনিষপত্র পায়, তাহলে আজকে যারা বেতন বাড়াবার জন্য ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলছে, তারাও আর বলবে না। কাজেই বন্ধুদের বিশেষ করে ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের বলব চলুন বেতন না বাড়িয়ে, জিনিষপত্রের দর কি করে কমানো যায় তার চেষ্টা করুন, আমাদের সহযোগিতা পাবেন। এই যে শতকরা পাঁচজন কন্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ী, তাদের কথাও বলুন, আর শতকরা ৯৫ জন আছে তাদের কথাও বলুন, তারা যদি বলেন আমাদের বেতন বাড়ানো প্রয়োজন আছে, তাহলে আমাদের বেতন বৃদ্ধি হবে। কিন্তু এই ধরনের বেতন বৃদ্ধি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে গরীবের উপর খাড়ার ঘার মত। আমাদের বার্ষিক আয় হল দেড় কোটি টাকা। আর আমাদের সাতজন মন্ত্রী এবং এম, এল, এ-দের ভাতা ইত্যাদি জোগার করতে ৯ লক্ষ টাকা যেটা খরচ হচ্ছে, আবার উপরী আছে—তেল, পেট্রোল ইত্যাদি খরচ আছে, যে রাজ্যের আয় হচ্ছে দেড় কোটি টাকা, সেই রাজ্যের মন্ত্রীসভা, বিধানসভা চালাতে গিয়ে ব্যয় হচ্ছে ৯ লক্ষ টাকা এই রাজ্যের বার্ষিক আয় হল রাজস্ব খাতে দেড় কোটি টাকার মত এবং সেখানে ৬০ জন মন্ত্রী এম, এল, এ-দের সুখী পরিবারের ভাতা ইত্যাদি যোগার করতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। আর এছাড়াও তো কত কিছু আছে। তাহলে দেড় কোটি টাকা যে রাজ্যের আয় সেই রাজ্যের বিধানসভা চালাতে গিয়ে খরচ করতে হচ্ছে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। রাজ্যপালের সম্পর্কে কালকে যে কথা হয়েছিল, ঠিকই তো রাজ্যপালের বেতন দেওয়া সেটা তো সাদা হাতী পোষার মত গরীবের পক্ষে। সে জন্য আমরা বলছি গরীবের কথা ভাবতে এসেছেন গরীবের কথা ভাবুন। সেজন্য আপনার বিভিন্ন উপদেষ্টা নিয়োগ করুন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কয়েকদিন আগে একটা বিবৃতি দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম এবং সেই সমস্ত সদস্যের একজন অন্ততঃপক্ষে ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন। তিনি বলেছিলেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ব, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ব এবং যারা লুটপাট করে তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। আজকে যারা লুটপাট, দুর্নীতি, কালোবাজারী করে বেশী পয়সা রোজগার করছে, তাদের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত নেতারা যদি লড়েন তাহলে ভাল হয়। আজকে আমার ছোট্ট ত্রিপুরা, ছোট্ট তার আয়। সব সময়েই দিল্লীর কাছে হাত পাততে হয়, এমন কি একটা জলের কল চাইতে গেলেও দিল্লীর কাছে যেতে হয়। এটা সত্যি, যার নিজের আয় নাই, এত কম আয়, সব সময়েই হাত পাততে হয় অন্যের কাছে, এই যাদের অবস্থা, যারা সব সময়েই ভিক্ষার জন্য বসে আছে তারা অন্যের রোজগারটা নিচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, যদি কোন মন্ত্রী ১০০ গ্রাম চাল দিনে খান, মন্ত্রী এম, এল, এ,রা যদি ব্যাচেলার হন তবে যেখানে বেকার যুবকদের সাড়ে তিনটাকা মজুরী সেখানে যেসমস্ত পলিটিক্যাল বেকাররা এখানে স্থান পেয়েছেন, এটা কি বেকার ভাতার মত একটা কিছু নয়, না রাজন্য ভাতা। অবশ্য বৃটিশ চলে যাবার পর কি করে হাতী পোষতে হয় তাও সাদা হাতী সেটা আমরা অর্জন করেছি। সেজন্য মন্ত্রীদের এয়ার কন্ডিশণ্ড বাড়ী চাই, ইত্যাদি চাই। কাজেই এই দেশকে আমার দেশের সম্পদকে, গরীব রাজ্যের যে সম্পদ রাজস্ব খাতে সেটাকে লুঠ করার জন্য আমার মনে হয় এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট আপনারা মেনে নিন।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই উড কল অন শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেম্বারদের ভাতা সম্পর্কে যে বিল এসেছে সেই সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যরা যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার আমি বিরোধিতা করি। কারণ তারা এই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে গিয়ে অনেক কথার অবতারণা করেছেন, অনেক দুঃখ গরীবের জন্য, ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীর, গ্রামলক্ষ্মীর জন্য তারা দেখিয়েছেন। আমাদের যে তাদের জন্য দুঃখ নাই তা নয়। আমরাও অনেক কথা তাদের জন্য বলেছি। গ্রামলক্ষ্মী গ্রামের যে সেন্টারগুলি থাকে সেখানে সমস্ত কিছু সেরে সকাল বেলা আধা ঘণ্টা যে বাচ্চা ছেলেরা স্কুলে যেতে পারে না তাদের এসে স্কুলে নিয়ে যান। অবশ্য আমরা তাদের জন্য প্রস্তাব রেখেছি এবং সেটা কার্যে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু তারা শুধু এইসব সস্তা কথা বলে বাজীমাত করতে চান। মূলতঃ যদি তাদের আমরা প্রশ্ন করি যে হ্যাঁ, আমরা ট্রেজারী বেঞ্চের যারা বা রুলিং পার্টির যারা শুধু তারাই ভোগ করতে চাই, তারা কিছুই চান না তাহলে কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আপনারা যে ১৯ জন আছেন, তাদের সাড়ে পাঁচ শ টাকা করে দশ হাজার টাকা হয় পাঁচ বছরের জন্য সেগুলি কি আপনারা দেশের গরীবদের জন্য বর্জন করতে পারেন? যদি পারেন তাহলে আসুন সাহস থাকে তো বলুন (নয়েজ) মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে বড় কঠিন। এই কারণে নাথ ত্রিপাদ (নয়েজ) আমরা দেখেছি কলকাতাতে (নয়েজ) কিন্তু আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের অ্যাসেম্বলীতে এসে তারা বড় বড় কথা বলছেন। মাননীয় সদস্য যদি না নিয়ে থাকতে পারেন, কি রুলিং পার্টি কি বিরোধীপক্ষের, অত্যন্ত অভিনন্দন জানাবো। কিন্তু তা বলে বড় বড় কথা বলে বাজীমাত করতে চাইব না। একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট যারা এনেছেন বিরোধী পক্ষের লীডার তিনি নাকি এই টাকা নিতে চান না। সেটা কেন আনা হয়েছে আমরা জানি। না নিলেই দেশের কাছে অন্ততঃ বলতে পারবেন যে আমরা তো বর্জন করেছি। প্রাণে এক কথা আর মুখে আর এক কথা। গাছের খাওয়া তলারও কুঁড়ানো। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কথা মনে পড়ছে। গ্রামের কথা। মাননীয় সদস্য বলেছেন জয় রাধে বলে ভিক্ষা করতে গেলে বেশী জোরে বললে নাকি বেশী ভিক্ষা পাওয়া যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যর, আমাদের গ্রামে একটা ছেলেকে আমি জানতাম। সে খুব ঘন ঘন রাগ করতো। একদিন ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, ভাল মাছ এসেছে। তখন সে ভাবল যে যদি রাগ করি তাহলে বেশী করে খেতে পাব। রাগ করলেই তাকে সেধে খাওয়ানো হত। সে ভাবল যে রাগ করলে নিশ্চয়ই সাধবে। তারপর সে রাগ করলো, তাকে অনেক সাধাসাধি করে যখন সে কিছুতেই খাবে না তখন অন্যরা সব খেতে বসে গেল। কিন্তু তাকে আর কেউ খাওয়ার জন্য ডাকে না। অগত্যা সে আর কি করে। রান্না ঘরের দরজায় তখন সে লিখে রাখল যে আবার সাধিলে খাইব। কাজেই মাননীয় সদস্যরা মুখে বলেন খাবেন না কিন্তু সাধিলে যে খাইবেন সেটা আমরা জানি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেম্বারদের স্যালারিজ এবং অন্যান্য অ্যালাউন্স সম্পর্কে যা চাওয়া হয়েছে তার জন্য আমি একটা

সংশোধনী প্রস্তাব এখানে রেখেছি। সেটা হল এই বিলে চার নম্বর ধারাটি যে আছে সেটি বাদ দেওয়া হউক। কারণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখছি শাসক গোষ্ঠি মুখেই সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, কিন্তু গত ২৫ বছরের মধ্যে পাঁচ বছর আমি ছিলাম এই বিধানসভার মধ্যে, এই বিধান সভার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি এই কংগ্রেস পার্টি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি কি তারা পালন করেছেন ? এই গ্রামলক্ষ্মীর কথা যে বলেছিলেন, গ্রামলক্ষ্মীর বেতন ২০ টাকা থেকে ৬০ টাকা দেওয়া হবে। এই ৬০ টাকা কি দেওয়া হয়েছিল ? সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করার কথা, সেটা কি আজ পর্য্যন্ত করতে পেরেছেন ? এমন কি এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতিও রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নাই। শুধুমাত্র মুখে গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের কথা আওড়ালেই সব হয়ে যাবে, তা হবে না। মুখের কথায় আর বাস্তবে কাজ করার মধ্যে অনেক তফাৎ থাকে। আজকে গ্রামের মধ্যে যে সব কৃষি মজুর আছে, বেকার আছে তাদের তো অন্ততঃ বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু বাস্তবে সেটাও হয়ে উঠলো না। তাই গণতন্ত্রের বুলি আওড়িয়ে কোটি কোটি মানুষকে ঠকিয়ে যারা কোটিপতি হয়েছে, তাদেরকে পাহাড়া দেওয়ার জন্যই তারা এসব বক্তব্য এখানে রাখছে। তাই আমরা এটা মনে করতে পারি গণতন্ত্রের কথা মুখে বললেও তারা বেকারের বেকারত্ব এর অবসান কোন দিনই করবেন না। তারই জন্য আমি আমার অ্যামেণ্ডমেন্টের মাধ্যমে যে সংশোধনী প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছি, যেখানে ৪নং ধারাতে আছে ২০০ টাকা মেম্বারেরা কনভেয়ান্স এ্যালাউন্স হিসাবে পাবে, সেটা যেন গ্রহণ না করা হয়, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে এ্যামেণ্ডমেন্ট দুইটি এসেছে, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং মূল যে প্রস্তাব সেলারিজ এ্যাণ্ড এ্যালাউন্সেস অব দি মেম্বার্স অব দি ত্রিপুরা লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্বলী (ত্রিপুরা) বিল, ১৯৭২ বিলে যেটা সন্নিবেশিত হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আর বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নানা কথার অবতাড়না করেছেন। আজকে যদি আমাদের পুরানো এ্যাসেম্বলীর দিকে দেখি, তাহলে দেখব যে তখনও এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের জন্য বেতন ভাতার ব্যবস্থা ছিল এবং সব জায়গাতে এটা হচ্ছে। কারণ, গণতান্ত্রিক দেশে এটাই নিয়ম। কারণ যারা নাকি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসছেন, তাদেরও খেতে হবে আবার কর্ম্মস্থল থেকে দূরে থাকার জন্য, তাদের আগরতলায় এসে কোন না কোন হোটেলে থাকতে হবে এমন কি দরকার হলে আগরতলাতে বাড়ীঘর ইত্যাদি করতে হবে। এটা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, অন্যান্য যে সব দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার চলছে, সেখানেও গণতান্ত্রিক প্রথায় এই সব করা হচ্ছে এবং মোটামোটি একটা ষ্টেণ্ডার্ড আর্থিক কাটামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা করা হয়ে থাকে। সেইদিক দিয়ে ত্রিপুরাতে যেটা এসেছে, সেটাও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যেটা আছে, তার সঙ্গেও সঙ্গতি রেখে এটা করা হয়েছে। এতে এমন কিছু করা হয়নি যে এটা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অতীতেও যে এ্যাসেম্বলী ছিল, তাতে এই বিলের মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল। আগে যে রেট ছিল, এখানেও তাই আছে।

কাজেই সমস্ত দিক দিয়েও চিন্তা করতে হবে। তাছাড়া আমরা দেশে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারিনি, যে সমস্ত লোকের আয় এক বা সমস্ত লোকেই একই রকম বেতন পাবেন। বেতনের এই বৈষম্য সব দেশেই আছে। দাবী যখন হয়, তখন আমরাও সেটা ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে, সেই দাবী রাখি এবং যেখানে অন্যায় হয়, আমরাও তার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য রাখি। আজকে যদি ষ্টেটিটিক্স দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে রাশিয়াতেও বেতনের তারতম্য আছে, সেখানে ৮৮ ভাগের মত তারতম্য আছে। তবে সেটা যদি করতে হয়, আমরা যে সমাজবাদের কথা বলছি, তার সঙ্গে সংগতি রেখে করতে হবে, এছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। কাজেই মন্ত্রীদের জন্য এবং মেম্বারদের জন্য যেটা করা হয়েছে সেটা আলাদা ভাবে কিছু করা হয়নি। আমাদের ত্রিপুরা ছোট হলেও আমরা ষ্টেটহুড চাই। এবং ষ্টেটহুড হতে গেলে আমাদের এই বিধান সভাও ষ্টেটে যে মর্যাদার অধিকারী, তার মতই করতে হবে। কাজেই এই বিধান সভার যারা মেম্বার তাদের অন্য দশ জনের মত বাঁচতে হবে, সকলের বাড়ী আগরতলাতে নেই, তাদের অনেককে বহু দূর থেকে আসতে হয়। কাজেই তাদের জন্য সমতাপূর্ণ জিনিষ দেওয়া উচিত এবং তার দিকে দৃষ্টি রেখে এটা করা হয়েছে। আবার আমরা একটা কনভেনশানও করছি, সেটা হল পার্টি ইন পাওয়ারেই পাবে তা নয়, আমাদের অপজিশান লীডার যিনি হবেন, তাকে অপজিশান লীডারের মর্যাদা দিয়ে তার জন্য ভাল বেতন এবং ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কথা ঠিক নয় যে রুলিং পার্টি একাই সব লুঠ করে খাচ্ছে, তারাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পাচ্ছেন। যা হউক মাননীয় সদস্যরা এটাও লক্ষ্য করে থাকবেন যে গণতন্ত্রের যে কনভেনশান, তার সঙ্গে অপজিশানের যে অফিসিয়েল রোল আছে, আমরা তাদেরও সেই মর্যাদা দিচ্ছি। এবং সেই সঙ্গে আমরা আশা করব যে অপজিশান এর সদস্যরা তাদের গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা তাদের কাজ কে আরও ভাল এবং সুন্দর করে তুলবেন যাতে সরকার তাদের কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। গণতন্ত্রের টু পার্টি সিস্টেম্ অর্থাৎ পাওয়ার ইন পার্টির সাথে বিরোধী দলও থাকবে এবং সেখানে অপজিশানের লীডার যিনি থাকবেন, তাকে সেই মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে। কাজেই এইসব দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই যে স্যালারিজ এণ্ড এ্যালাউন্সেস বিল, এটা জাষ্টিফাইড। আর এক দিকে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে স্যালারিজ এণ্ড এলাউন্সেস অব মেম্বার্স অব দি (ত্রিপুরা) লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলী, ১৯৭২, যেখানে ৩নং ধারায় আছে ২৫ টাকা, সেখানে ১০ টাকা করা হউক. আর পরবর্ত্তী প্যারাগ্রাফ সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হউক তার অর্থ দাঁড়ায়েছে—"a member shall be entitled to receive salary at the rate of rupees three hundred and fifty during the whole of his term of office and daily allowance at the rate of rupees ten for each day during any period of residence on duty." এতে অনেক ভুল রয়েছে। টেক্নিক্যোলী ভুল রয়েছে। কেন না, সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হচ্ছে যে মাননীয় সদস্যরা ৩৫০ টাকা করে পাবে ডিউরিং দি হোল অব হিজ টার্ম অব অফিস। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে সদস্যরা কোন বেতন নিচ্ছেন না, তারা শুধু একটা এ্যালাউন্স নিবেন। তা না হয় যদি বেতন নিতে হয়, তাহলে ৩৫০ টাকা হোল টার্মের

অত বেতন নেওয়ার দরকার কি? বেতন না নিলেও তো পারা যায়। তার প্রস্তাবটা এমন ভাবে আসলে ভাল হত যে সদস্যরা কোন বেতন নিবে না, শুধু একটা এল্যাউন্স নিবেন... কাজেই সেই দিক দিয়ে সেই সিরিয়াসনেস এই প্রস্তাবের মধ্যে নেই এবং এই কারণেই আমি এই প্রস্তাবটি নীতিগত দিক দিয়ে বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over.

First I am putting the amendment of Shri Anil Sarkar to vote.

The question before the House is that :—

এই বিলের ৩নং ধারার যেখানে ২৫ টাকা আছে সেখানে ১০ টাকা করা হোক এবং পরবর্তী পেরাগ্রাফটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হোক।

The amendment was put to voice vote and and it was lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the amendment of Shri Bidya Ch. Deb Barma to vote, The question before the Honse is that :—

এই বিলের ৪নং ধারাটি বাদ দেওয়া হোক।

The amendment was put to voice vote and it was lost.

Mr. Speaker :—Cl 2 do stand part of the Btll.

It was put to voice vote and passed.

Mr, Speaker :—Cl 3 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Cl 4 do stand part of the Bill.

It was put to voicc vote and passed.

Mr. Speaker :—Cl 5 to Cl 13 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The First & Second Schedule do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Cl 1 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Next business is the Passing of the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972) I shall request Shri Manoranjan Nath to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Manoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salaries and Allowances of the Members of the Legislative Assembly

(Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by Shri Manoranjan Nath that the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill. 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

The Bill was put to voice vote and passed.

We are passing on to the next item.

Next item in the List of Business is Government Resolution.

I shall request Shri Manoranjan Nath to move his Resolution that ;—

"This House ractifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twentyfifth Amendment), Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament".

Shri Manoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move the Resolution that—

This House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twentyfifth Amendment) Bill, 1971 as passed by the two Houses of Parliament.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এসবের কপি টপি কিছুই পাই নি। কপি ছাড়া আমাদের কোন কিছু আলোচনা করা অসুবিধা।

মিঃ স্পীকার :— নোটিশ অফিসে পাওয়া যাবে বলে আমি ঘোষণা করেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— We were not supplied any copy (interruption) মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণত কাগজ পত্র আমাদের দেওয়া হয়। কাজেই আমরা এ্যাকস্‌পেক্ট করেছিলাম কাগজপত্রগুলি দেওয়া হবে। I will request Hon'ble Speaker Sir, আপনি যদি বিকালের দিকে দৃষ্টি নেন যাতে কাগজপত্রগুলি আমরা পেতে পারি। (গণ্ডগোল) দেখতে হবে তো কাগজপত্রগুলিতে কি আছে।

মিঃ স্পীকার :— কাগজপত্রের কথা আমি হাউসে ঘোষণা করেছিলাম নোটিশ অফিসে পাওয়া যাবে বলে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এটা তো অফিসের দায়িত্ব কাগজপত্র দেওয়া। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মেম্বারদের দায়িত্ব অফিস থেকে নিয়ে নেওয়া।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না, এটা কোন জায়গায় হয় না যে মেম্বার এসে কাগজপত্র নিয়ে যাবে। তাহলে কোশ্চেনও আমাদের এখান থেকে এসে নিয়ে যাবে। (গণ্ডগোল) আমি কোন জায়গায় দেখি নাই মেম্বারদের কাগজপত্র পার্লামেন্ট অফিস থেকে নিয়ে আসতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে আসতে হয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না, কোন জায়গায় নাই। কোথাও এই পদ্ধতি নেই।

শ্রী তড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— পদ্ধতি দুটিই আছে। নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, না নিলে মেইল ব্যাগে করে পৌঁছে দেওয়া হয়। এখানে নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। আমি আমার কাগজপত্র নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে নিয়েছি। কাজেই যখন যে কাগজ লে হয় এবং যদি আমাদের উৎকণ্ঠা থাকে যেসব কাগজপত্র লেইড হল সেই কাগজপত্র আমরা নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে যেতে পারি। সেই জন্য আমি যাওয়ার সময় নোটিশ অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে যাই। সময় সময় বুলেটিন এবং আদার্স কোন বিজনেস থাকে সেগুলি বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য যদি আমরা নোটিশ অফিস থেকে কাগজপত্র আমরা নিয়ে যাই তাহলে হাউসে এসে আমাদের কি ধরণের আলোচনা করব......

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সে সমস্ত কাগজপত্র জেনারেলি আমাদের মেম্বারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং সে জন্য আমি ঘোষণা করেছিলাম।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বরাবর যে সমস্ত...

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা সবাই যদি ইচ্ছা করেন পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং এই হাউস যদি মনে করেন তা আমি করব। (গণ্ডগোল) তাহলে এবার আপনার প্রস্তাব মতই আমি রাজি হলাম। আপনারা অনুগ্রহ করে অফিস থেকে নিয়ে নেবেন। অপরাহ্নে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য দৃষ্টি রাখব। Now I am passing on next item of the business...

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের এটা শেষ করে তারপর করলে ভাল হত।

মিঃ স্পীকার :— আমি প্রোগ্রাম তো করে ফেলেছি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনার উপরই তো সব কিছু নির্ভর করে। হাউস যদি একমত হয় তাহলে তো আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা সবাই যদি ভাল মনে করেন আমি করতে পারি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমাদের ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— লিডার অব দি হাউস আপনার ওপিনিয়ন কি এ বিষয়ে এই যে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই আইটেমটা আমি যদি অপরাহ্নে নিই আর তিনি বলেছেন যে discussion on Governor's Address এটা যেন take up করি এখন......(গণ্ডগোল)

শ্রী ভি. কে. চৌধুরী :— তাহলে discussion on Governor's Address এর উপর টাইম মেনশান করে দেবেন এবং……

মিঃ স্পীকার :— তা'ত নিশ্চয়ই করা হবে।

শ্রী ভি. কে. চৌধুরী :— তাহলে এ বিষয়ে আমাদের আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা করবার জন্য ২ ঘন্টা সময় থাকবে, আশা করি আপনারা এই সময়ের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য শেষ করতে পারবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্যার, এই সময়ের মধ্যে কি আমরা সবাই আমাদের বক্তব্য শেষ করতে পারব? আমার মনে হয়, ২টার পরেও কিছু সময় বাড়াতে হবে।

Mr. Speaker—Now, I would call on Hon'ble member, Shri Bulu Kuki to continue his speech.

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল আমি এই কথা বলছিলাম যে, যেভাবে সরকার কৃষকদের জমির উপর খাজনার হার বাড়িয়েছে, তাতে আমরা দেখছি যে পশ্চিম বঙ্গে যেখানে নাকি উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং কৃষি পদ্ধতির সুবিধা আছে, সেখানে একর প্রতি মাত্র ৪ টাকা খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে আর আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে নাকি সেচ ব্যবস্থার কোন রকম সুযোগ সুবিধা নাই এবং উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতির কোন রকম সুযোগ সুবিধা নাই, সেখানে একর প্রতি সাড়ে সাত টাকা খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা আরও দেখি যে ৩১।৩।৭১ ইং তারিখে তদানীন্তন লেঃ গভর্ণার এই বিধান সভায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও উল্লেখ করা আছে যে ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্য্যন্ত কৃষকদের বকেয়া খাজনা মুকুব করা হয়েছে। আর এবারও দেখা গেল যে গত দুই বছরের খাজনা মুকুব করা হয়েছে। তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত বকেয়া খাজনা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে? আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে এখন কেন বিভিন্ন জায়গাতে বা বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা হচ্ছে? এখানে আমি কয়েকটা তথ্য দিতে পারি, সেগুলি হল রাইমা শর্মাতে কয়েক দিন আগে খাজনা আদায়কারী অফিসারেরা ঐ কৃষকদের বাড়ী গিয়ে খাজনা আদায় করার পরিবর্ত্তে তাদের গরু বাছুরগুলি ক্রোক করে নিয়ে এসেছে। সেখানে মহেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে, তরনী চন্দ্র রুদ্র পালের বাড়ীতে, মহেশ চন্দ্র দেবনাথের বাড়ী থেকে তারা এই সব গরু ক্রোক করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে দেখছি যে একদিকে গভর্ণর এবং মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বকেয়া খাজনা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে, আর একদিকে দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণ বা কৃষকদের কাছ থেকে সেই সব খাজনা জোর করে আদায় করা হচ্ছে। সেজন্য আমরা এই সভায় জানতে চাই যে সমস্ত লোকের বকেয়া খাজনা মুকুব করা হয়েছে, সেই বকেয়া খাজনা আদায় করা বন্ধ করতে হবে। আজকে এভাবে সরকার যদি জনসাধারণ ও কৃষকদের উপর অন্যায় ভাবে অত্যাচার চালিয়ে যায়, যেমন যে খাজনা মুকুব করা হয়েছে, সেটা জোর করে আদায় করা হয়, তাহলে জনসাধারণ এবং কৃষকেরা তাদের বাঁচার জন্য

আন্দোলন করবে এবং সেই আন্দোলন করার তাদের অধিকারও আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর একটা প্রশ্ন হল এখানে দেখছি যে গত বিধান সভাতেও কৃষকদের ৭॥ কানি জমি পর্য্যন্ত খাজনা মুকুব করার জন্য একটা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেছে। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সেটা সম্পর্কে কোন উল্লেখই দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে আমি বলতে চাই যে আমরা এখন পূর্ণ রাজ্য পেয়েছি, আমাদের হাতে এখন ক্ষমতা আছে এবং আমাদের অধিকারও আছে যে ইচ্ছা করলে আমরা এই সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত কৃষকদের জমির খাজনা মকুব করে দিতে পারি। আর সেজন্য আমি এই হাউসকে এবং মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব তারা যদি সত্যিই কৃষকদের রক্ষা করতে চায় বা কৃষকদের সত্যিকারের কোন উপকার করতে চায়, তাহলে এক্ষুনি সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত যে সব কৃষককের জমি আছে, তার খাজনা একান্ত ভাবে রহিত করার দরকার আছে। তারপরে আর একটি কথা হল আজকে কৃষকদের জমির উপর যে খাজনার হার নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গাতে বা অঞ্চলে কৃষকদের জমিতে জল সেচ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানে পশ্চিম বঙ্গে জল সেচ থেকে শুরু করে উন্নত ধরনের কৃষি কাজের ব্যবস্থা কৃষকদের দেওয়া হয়, সেখানে জমির খাজনা একর প্রতি মাত্র ৪ টাকা। আর আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হল একটা অনুন্নত রাজ্য এবং এখানে পশ্চিম বঙ্গের মত সেই রকম কোন সুবিধা না থাকা সত্বেও প্রতি একর জমির খাজনা নির্দ্ধারিত হয়েছে সাড়ে সাত টাকা, এটা ভাবলেও আমদের কাছে আশ্চর্য্য লাগে। কাজেই এভাবে জমির খাজনা নির্দ্ধারণ করার কোন মানে হয় না। তাই আমি বলব যে এই খাজনার হার পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে এবং পরিবর্ত্তন করে তাদের যে আয় হবে, সেই আয়কে ভিত্তি করে কৃষকদের জমির খাজনা নির্দ্ধারণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা হল, ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার যেখানে বলছেন যে কৃষকদের বাঁচাতে হবে এবং কৃষি বিপ্লব করতে হবে, আবার কোন কোন সময় জয় কিষাণের কথাও বলছেন, তারা এই রকম অনেক কিছু বলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যারা গরীব কৃষক, যারা ভূমিহীন তাদের যে জমি দেওয়ার কথা, সেটা আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমরা এও জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখনও ৫১৬টি পরিবার আছে যাদের ৬২ একরের উপর জমি আছে। কিন্তু ভূমি সংস্কার আইনে এমন কথা আছে যে যাদের নাকি বেশী জমি আছে বা যারা জোতদার বা জমিদার তাদের থেকে অতিরিক্ত জমি বাহির করে সরকারীভাবে সে সব জমি গরীব কৃষক এবং ভূমিহীনদের বিলি বন্টন করা হবে। কিন্তু সরকার এই রকম কোন কিছু আজ পর্য্যন্ত করেছে কিনা, এমন কোন নজির আমরা দেখতে পাই না। বরং যে সব কৃষকদের অল্প জমি আছে বা যে সব কৃষক খাস জমি দখল করে বসে আছে, তাদের সেই সব জমি থেকে উচ্ছেদ করে ঐসব বড় জোতদার, বড় জমিদার যাদের স্বার্থ সরকারকে না দেখলে হয় না, তাদের দিয়ে দিচ্ছে। তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে সব সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি, সেগুলির উপর আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল ডিপুটি মিনিষ্টার শ্রীশৈলেস সোম।

শ্রীশৈলেশ সোম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক যে প্রস্তাব মাননীয় সুনীল দত্ত মহাশয় রেখেছেন আমি তা সমর্থন করি। ভাষণ বিতর্কে বিভিন্ন প্রসংগের অবতারণা করা হয়েছে। ভাষণ নাতিদীর্ঘ হওয়ার কারণে এই ভাষণে ত্রিপুরার সমস্ত কিছু বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোক পাত করা হয়েছে এবং একটি রূপরেখা মাত্র সেখানে দেওয়া হয়েছে, সেটা বিশেষভাবে রূপায়িত করবে এই হাউস। সুতরাং এটা একটা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের, সমাজ রচনার যে প্রয়াস, তার একটা ইংগিত আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই, এর মধ্যে একটা আশার আলোক আমরা দেখি এবং এইজন্য আমি এই প্রস্তাবকে, তাঁর ভাষণকে ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন বক্তা এই প্রসংগে গঠনমূলক সমালোচনা এবং তার মধ্যে আর কিছু সন্নিবেষ করার কথা বলেছেন। ১০টি তার মধ্যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে, আমার মনে হয় আমি কালকে সারাদিন এই সভার মধ্যে ছিলাম, আজকেও যেটুকু সময় আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে সমবায় সম্পর্কে কারও কোন কথা আমি শুনিনি। আমার মনে হয় যে বিষয়টি সুন্দর-ভাবে চলছে, তার জন্য কোন কিছু কেউ বলেননি অথবা এর সংশোধনের অপেক্ষা রাখেনা বলেই এখানে কোন প্রস্তাব রাখেননি। পঞ্চায়েত সম্বন্ধে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কিভাবে সুন্দরভাবে তার রূপ দেওয়া যায়, সেকথা বলা হয় নি। মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যতিরেকে পঞ্চায়েত সুষ্ঠুভাবে চলছে, তার জন্যই সেখানে কোন কথা বলা হয় নি। রাজ্যপাল সমবায় আইন পরিবর্তনের কথা বলেছেন, কাজেই আমি আশা করছিলাম এই প্রসংগে দুই একটি কথা শুনব, কিন্তু তা শুনতে পাই নাই। আমি দীর্ঘ বক্তৃতা রাখতে চাইনা, কারণ এর উপর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, কোথাও হয়তো চমকপ্রদ আলোচনা হয়েছে, আবার কোথাও হতাশা ব্যঞ্জক আলোচনা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে রাজ্যপালের বক্তব্যের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন, আগামী দিনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সুন্দর সমাজ গঠন, তারই সুন্দর ইংগিত আছে, এই ইঙ্গিতের প্রতিশ্রুতি সামনে যে তিনি রেখেছেন, তাঁর কথা স্মরণ রেখে মানুষের আশা আকাংখাকে যদি প্রতিফলিত করতে পারি, সেই চেষ্টা যদি করতে পারি, গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে এই হাউসকে যদি ঠিক ঠিকভাবে চালিত করতে পারি এবং কার্যে যাতে রূপায়িত হয়, তার জন্য আমি বিরোধী দলের সদস্যদের এই অনুরোধ করব যে তারা যেন রাজ্যপালের এই ভাষণকে গ্রহণ করেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত ৩১শে মার্চ্চ শুক্রবার, রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, এই ভাষণের মধ্যে বেকার সমস্যা সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে এইজন্য আমার পারটির (মার্কসবাদী) পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে দুঃখের বিষয়, উনার ভাষণে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং গ্রামীন বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যাপক সেচ প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা, বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা গ্রহণ, বেকারদের

কর্মসংস্থান না হলে পরিবার পিছু অন্ততঃ একজন বেকারকে দৈনিক ৫ টাকা করে বেকার ভাতা দান, এই তিনটি প্রস্তাব রাজ্যপালের ভাষণে প্রয়োগ করার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব। সারা ভারতবর্ষে পাঁচ কোটি সত্তর হাজার বেকার। আমাদের এই ত্রিপুরা ৪১১৬ বর্গ মাইল। এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরাতে ৪৭ হাজার'এর উপর বেকার দাঁড়িয়েছে। আজকে আমাদের এই দেশে ডিগ্রীধারী বেকার এবং অডিগ্রীধারী বেকারের ভবিষ্যত অন্ধকার, তাদের ভবিষ্যতের আশা আকাংখা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র হত্যাকারী কংগ্রেস সরকার। সুতরাং আজকে এই বেকারীদের কি করে সমস্যা সমাধান করা হবে তার কোন সুস্পষ্ট ইংগিত এই ভাষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি হাজার হাজার বেকার বিপথগামী হচ্ছে, হাজার হাজার বেকার অন্নসংস্থানের জন্য নানারকম পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে, এর জন্য দায়ী করব ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত শাসক গোষ্ঠিকে। বেকার সমস্যা সমাধানতো দূরের কথা. দিনের পর দিন নূতন বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। এ, এ. রোড়ে, এন, পি, সি, সি'র ২৫০ জন গার্ড লেবার এনেছে বিদেশ থেকে অথচ আমাদের দেশের বেকাররা কাজ পাচ্ছে না। সি, আর, পি., বি, ও, সি এবং পেইড ভলান্টিয়ার যারা আছে, তাদের বেকারত্ব জীবন যাপন করতে হচ্ছে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে নূতন বেকারের সৃষ্টি করা হচ্ছে, কি করে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়. কি করে একটি বেকারের ঘরে মা, বোনদের মুখে হাসি ফুটবে, এর কোন ইংগীত গতকাল থেকে এই হাউসের আলোচনায় দেখতে পাই নাই। গত বছর ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ সালে এই হাউসে যে আলোচনা হয়েছিল, সেখানে রুর্যাল ক্র্যাশ প্রোগ্রামে ৭১০৫ লক্ষ টাকা গ্রামীন বেকারদের জন্য খরচ করা হবে, এইরকম একটা ইংগীত এই হাউসে দিয়েছিলেন কিন্তু এই বছর এইরকম কোনরকম ইংগীত পাচ্ছি না যার ফলে সারা ত্রিপুরার বেকাররা আজকে একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থায় পড়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— এক মিনিট চাব। এরপর আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে উপজাতীয় ছেলেরা পাশ করে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। লিফট ইরিগেশন, মাইনর ইরিগেশন বা বাঁধের মাধ্যমে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ যদি দেওয়া যায় তাহলে গ্রামের বেকার সমস্যা অংশিক সমাধানের সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই। সমস্ত গ্রামের বোরো ফসল বেশ হয়েছে। চড়িলাম, আমার কনষ্টিটিউশনের ব্রজপুর, রাঙাপানীয়া ইত্যাদি জায়গায় দেখেছি হাজার হাজার একর জমিতে বোরো করা হয়েছে, অথচ জলের অভাবে বোরো ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা অবশ্য শুনে আসছি যে আমাদের এখানে সবুজ বিপ্লব—গ্রীণ রিভল্যুশান হচ্ছে, এই কি ইন্দিরা গান্ধীর গরীবি হটাও'এর নমুনা ? কি করে গ্রামের বেকার সমস্যা সমাধান হবে, আমাদের টাউনের বেকার ভাইদের বেকার সমস্যা সমাধান হবে, আজকে আমাদের বেকার ভাইদের চিন্তনীয় বিষয় বস্তু। বাংলা দেশের শরণার্থীদের পরিবার পিছু পাঁচ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার এই দেশের যারা নাগরিক তাদের খাওয়ার সংস্থান নাই, পরনের বস্ত্রের সংস্থান নাই।

তারা পথে পথে শেয়াল কুকুরের মত ঘুরে মরছে। সুতরাং যারা বেকার আছে তাদের মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে দৈনিক দেওয়ার জন্য হাউসের কাছে এবং মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সকলের কাছে আবেদন রাখছি যে আমার এই প্রস্তাবকে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তার সঙ্গে অ্যাড করে দেবার জন্য। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন আমি এই সম্পর্কে একমত। হাউসের অনেক সদস্য অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তারমধ্যে আমি কৃষি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ওভারফ্লো সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে এটা আমাদের এলাকাতে প্রয়োজন। কিন্তু এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে বিষয়টা আছে যে এই ওভারফ্লো অ্যারেঞ্জমেন্ট এলাকাবাসীর দাবী অনুযায়ী হচ্ছে না। সরকার বলছেন যে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে। কিন্তু তারা অগ্রিম টাকা জমা দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত স্লুইস গেট যেগুলি দেওয়া হয় সেগুলি জনগণের সংগে কোন পরামর্শ না করেই করা হয়। আমাদের এখানে তেলিয়ামুড়ায় একটা স্লুইস গেট দেওয়া হয়েছিল। এটা আমরা অনেক দরবার করার পরে মঞ্জুর হয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা যখন গিয়েছিলেন তখন বলেছিলাম যে এটা অন্য জায়গায় দেওয়া হোক। কিন্তু তারা কোন কর্ণপাত করেন নি। তৃতীয় কথা বনবিভাগ থেকে এলাকা মুক্ত করতে হবে। যদি কৃষি যোগ্য এলাকা মুক্ত না করা হয় তাহলে একটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়। শূকরের উপদ্রবে আমাদের কৃষির খুব ক্ষতি হচ্ছে। এর প্রতিকার আমরা চাই। এই বলেই আমি আজকে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্ন দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে তার উপর আমি সংশোধনী প্রস্তাব আনছি। প্রথম হল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের ব্যবস্থার কথা ভাষণে নাই। সর্বভারতীয় জনজীবনে এই অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে। এর প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। ভারতের তথা আমরা ত্রিপুরার যে লোক আছি ভারতের একটা প্রান্তে, এখানে রেল গাড়ী নাই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যা আমরা আনি ত্রিপুরায় তার খরচ বেশী পড়ে। তার ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। শুধু যে পরিবহনের অব্যবস্থার জন্য দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তা নয়। শাসক গোষ্ঠীর নীতির উপর ও দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। দিনের পর দিন তা চরমে উঠছে। সবরকমে ত্রিপুরার মানুষের জীবন আজ দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। আমরা লক্ষ্য করেছি দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর বসানো হচ্ছে। এই

কর বসানোর ফলে জিনিষের দাম বাড়ছে বই কমছে না। কোন জিনিষ আমাদের বিমানে আনতে হয়, কোন জিনিষ বা আমাদের আসামের উপর দিয়ে রেলে করে আনতে হয়, তাতে বেশী খরচ পড়ে। এই বেশী খরচ পড়ার জন্য সরকার থেকে উপযুক্ত ভর্তুকী দিয়ে খরচ কমানোর কোন চেষ্টা আছে বলে আমি জানি না। কিন্তু তা ছাড়াও আমরা যেটা লক্ষ্য করি সেটা হল এই যে আজকে শুধু কর বৃদ্ধি এবং পরিবহনের অব্যবস্থার জন্য এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তা নয়। আজকে ঘাটতি বাজেটকে পূরণের জন্য যে কর বসানো হয় এবং যখন ঘাটতি পূরণ না হয় তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং স্বাভাবিক ভাবেই টাকার মূল্য কমে যায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ে। যারা গরীব তাদের উপরই এই চাপটা গিয়ে বেশী পড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে যারা কোটিপতি এবং বড় বড় জোতদার এবং শিল্পপতি তাদের হাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা গিয়ে জমবে এবং যারা মধ্যবিত্ত সাধারণ কৃষক অর্থ-নৈতিক সংকটের ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠা স্বাভাবিক। তাছাড়া আরও মারাত্মক কৃত্রিম উপায়ে দর বৃদ্ধি হচ্ছে। ওয়ান ফাইন মর্ণিং আমরা শুনতে পাই যে বাজারে কেরোসিনের অভাব। কেরোসিন উধাও হয়ে গেছে, চিনি নাই, লবন নাই। উধাও হয়ে গেছে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যখন ঘটনা ঘটে তখন আমরা দেখি আট আনার কেরোসিন যখন দুই টাকা তিন টাকা হয়ে যায় তখন দাম দিলে পাওয়া যায়। আট আনার লবন যখন দুই টাকা হয়ে যায় তখন দাম দিলে পাওয়া যায়।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. Member speaking will have the floor.

মি: স্পীকার :—আমি এখন বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করিতেছি।

Business Advisory Committee :

1.	Speaker	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker	Member, Ex-Officio.
3.	Shri Benode Behari Das	Member
4.	„ Mongchabai Mog	„
5.	„ Samar Choudhury	„
6.	„ Niranjan Deb	„

Committee on Petitions :

1.	Shri Prafulla Kr. Das	Chairman.
2.	„ Tapash Dey	Member.
3.	„ Hangshadhwaz Dewan	„
4.	„ Achaichhi Mog	„
5.	„ Radha Raman Debnath	„
6.	„ Kalidas Deb Barma	„

Committee on Privileges :

1.	Shri Ashok Kr. Bhattacharjee	Chairman.
2.	,, Nishi Kanta Sarker	Member.
3.	,, Madhusudan Das	,,
4.	, Jatindra Kr. Majumder	,,
5.	,, Amarendra Sarma	,,
6.	,, Abhiram Deb Barma	,,

Rules Committee :

1.	Speaker	Chairman, Ex-Officio.
2.	Dy. Speaker	Member, Ex-Officio.
3.	Shri Radhika Ranjan Gupta	,,
4.	,, Bichitra Mohan Saha	,,
5.	,, Bajuban Riyan	,,
6.	,, Pakhi Tripura	,,

Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

1.	Shri Samir Ranjan Barman,	Chairman.
2.	,, Gopinath Tripura,	Member.
3.	Smt. Lakshmi Nag,	,,
4.	Shri Raimani Riang Chowdhury.	,,
5.	,, Bidya Ch. Deb Barma,	,,
6.	,, Bhadramani Deb Barma,	,,

Committee on Delegated Legislation.

1.	Deputy Speaker,	Chairman, Ex-Officio.
2.	Shri Jatindra Kr. Majumder,	Member.
3.	,, Radha Raman Debnath,	,,
4.	,, Madhusudhan Das,	,,
5,	,, Ajoy Biswas,	,,
6.	,, Manindra Deb Barma,	,,

Library Committee.

1,	Moulana Abdul Latif,	Chairman.
2.	Shri Susil Ranjan Saha,	Member,
3,	,, Ananta Hari Jamatia,	,,
4.	,, Chandrasekbar Dutta,	,,
5.	,, Sudhanwa Deb Barma,	,,
6.	,, Purnamohan Tripura,	,,

Committee on Government Assurences.

1.	Shri Kalipada Banerjee,	Chairman
2.	,, Naresh Roy,	Member.
3.	,, Benoy Bhushan Banerjee.	,,
4.	,, Ajit Ranjan Ghosh,	,,
5.	,, Abhiram Deb Barma,	,,
6.	,, Bulu Kuki,	,,

Mr. Speaker—In exercise of powers conferred upon me by Rule. 11 (1) of the Rules of Procedure & Conduct of Business, I do hereby nominat the following members for Pannel of Chairmen.

1. Shri Sunil Chandra Dutta.
2. ,, Nripendra Chakraborty.
3. ,, Krishnadas Bhattacherjee.
4. ,, Samir Barman.
5. ,, Abhiram Deb Barma.

Regarding Committee on Estimates, সদস্যদের নামের ঘোষনা আমি পরে করব। এটা টাইপ হয়ে এখনও আসে নি।

মিঃ স্পিকার—মাননীয় মেম্বার শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা may resume his speech.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে ছিলাম যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর যে দাম বাড়ছে কৃত্রিম উপায়ে। কারন আমি দেখছি যে হঠাৎ কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন—চিনি, কেরসিন প্রভৃতি দ্রব্য বাজার থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এই ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া আমি দেখেছি কালো বাজারী কংগ্রেসের রাজত্বের প্রথম দিন থেকেই। আমি শুনেছিলাম যে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের নিকটবর্ত্তী থাম পোষ্টে ফাসী দেওয়া হবে কিন্তু তাদের আজও ফাসী দেওয়া হয়নি। বরং তাদের বংশ বেড়েই চলছে এবং ফলে আমি দেখেছি এক একটি জিনিষ হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। যে সকল দ্রব্য সাধারণত না কিনলেই নয় যেমন লবন, যে লবনের জন্য মহাত্মা গান্ধী এক দিন সত্যাগ্রহ করেছিলেন সেই লবন আজ সাধারণ মানুষ ব্ল্যাক মার্কেটে প্রতি কে, জি, এক টাকা দিয়েও কিনতে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীন ভারতের আজ এই চেহারা। আমি দেখেছি মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের দেশ ভারতে আজ এই হচ্ছে। আর রাজ্যপালের ভাষণের কথা উল্লেখ করে যাঁরা পার্টি ইন পাওয়ারে আছেন অনেকেই বলেন যে এর ভিতরে সমাজবাদের ইংগিত আছে। রাজ্যপালের ভাষনের উপর কিন্তু জনজীবনের উপর যে অভিশাপ এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি তার কোন উল্লেখ নেই, অথচ উনারা এই ভাষণের উপর দেখতে পান সমাজবাদের ইংগিত। কিন্তু আমি দেখছি অন্যরূপ। জনজীবনের উপর এই যে বিরাট অভিশাপ তার একটি কথাও এই ভাষণের মধ্যে নেই। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে

এখানে ত্রিপুরায় ষ্টেটিউটরি কর্পোরেশন আছে এবং তার মারফত লবন ২০ পয়সা কে, জি, কিনে সেটি ৪০ পয়সা বিক্রী করা হয় এবং আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে লবন আনতে কে, জি, প্রতি কত করে খরচ পড়ে। আমি দেখেছি আজকে প্রতি কে, জি, ২০ পয়সা করে দাম বেড়ে যায় এবং সেই লবন যখন এক টাকা করে বিক্রি করে তখন কত পড়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সংগে গরীবকে শেষ করা তার একটি নমুনা ত্রিপুরাতে প্রাইস ফিকসেশন কমিটি আছে। অবশ্য আমি এটা জানি তার কোন অডিট হয় না এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর বেধে দেওয়া এটা আমি ত্রিপুরাতে কোন দিন দেখিনি। অথচ এই কমিটার যে এ্যাক্ট আছে তা কোন দিন এপ্লাই হয়েছে সেই সংবাদ আমরা কখনও শুনিনি। কাজেই ব্যবসায়ীরা আমলাদের সহযোগে একক ভাবে ত্রিপুরার মানুষকে এই দর বৃদ্ধির ব্যাপারে কোথায় নিয়ে গেছে এবং কোথায় নিয়ে যাবে তাহা আমি কল্পনাও করতে পারিনা। মানুষের যে দুর্বিসহ দৈনন্দিন জীবন এর শেষ পরিণতি কি হবে তা আমি বুঝি না। সাধারণ মানুষ যদি আজকে ব্যাংকের কাছে কয়েকটি টাকা চায় একজন সাধারণ শ্রমিক যদি বলে আমি একটি রিক্সা কিনব আমার সুবিধার জন্য তাকে কিন্তু ব্যাংক টাকা দেবে না। দেবে কাকে ঐ যারা বড় বড় ব্যবসায়ী ব্ল্যাক মার্কেট করে তাদের। তারা যাতে সুবিধা পায় তাদের আরও বড় হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে তাদের টাকা দেওয়া হয়। অথচ সাধারণ মানুষ সাধারণ দোকানদার ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য আবেদন করে তাদের কিন্তু টাকা দেওয়া হবে না। আমি দেখেছি জি, সি, আই, শীট কনট্রোল করা হল। কনট্রোল করার পর সাধারণ মানুষ যে জি, সি. আই, শীট পাবে তার কোন গেরান্টি নেই। বাজারে এসে দেখল কোথাও ষ্টক নেই। তা শেষ হয়ে গেছে অথচ ব্ল্যাক মার্কেটে যদি কিনতে চায় তাহলে পাওয়া যাবে অনেক চড়া দরে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে অবস্থা তার অবসান কবে হবে তা আমার জানা নেই। কল্পনাও করা যায় না মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই পার্টি ইন পাওয়ার রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ দিতে গিয়ে যে সমস্ত কথা তুলেছেন তার কয়েকটি কথা আমি বলব এখানে। বিশেষ করে তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির সমস্যা বিশেষ দায়িত্ববহ বলে এখানে বলা হয়েছে। শুধু একটা লাইন পড়লে পরেই মাননীয় সদস্য যে বলেছেন বিতর্কের মধ্যে সমাজবাদের ইংগিত পান সেটা বুঝা যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই উপজাতিদের জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত টাকা ইতিমধ্যে খরচ করা হয়েছে, সেই খরচের ভিত্তিতে তাদের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? যেমন জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য পার্টি ইন পাওয়ার থেকে বলেছেন যে দায়িত্ব আমাদের, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আদৌ জুমিয়া পুনর্বাসন'এর কাজ হতে পারে না, যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে বিশ্রামগঞ্জ কলোনা, আজ তার কোন অস্তিত্ব নাই, হয়তো সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের কথায় যে সমাজবাদের ইংগিত পাওয়া যায়, এই কি তার নমুনা? উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, রক্ষা কবচের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিশেষ দায়িত্ববহ বলে বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ পালন করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে

প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা নাই। এডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপ বা কোন গ্যারেন্টি যদি না থাকে তাহলে আশা করা যায় না যে উপজাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের সমস্যা সমাধান করা হবে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— আমি একটা কথা বলেই শেষ করছি।

আঞ্চলিক কমিটি করার কথা আমরা বলেছিলাম, কিন্তু তখন বলা হয়েছে যে আঞ্চলিক কমিটি দেওয়া হবে না কারণ টি, ডি, ব্লক দেওয়া হয়েছে এবং টি, ডি, ব্লক তাদের উন্নয়নের সহায়ক হবে। কিন্তু এই টি, ডি, ব্লকের ভিতর এমন কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নাই যাতে সঠিকভাবে টাকা খরচ করা যেতে পারে, টাকা খরচ করার জন্য এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপ আমরা দেখি না। যে ব্লক আছে, সেই টি, ডি, ব্লক মারফত উপজাতিদের উন্নয়নমূলক খাতে যে টাকা খরচ হয়েছে তা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হয়েছে বলে আমরা বলতে পারি না। সুস্পষ্ট কোন রকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা না রেখে, কোন রকম ভেগ টারম দিয়ে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে আমরা বলতে পারি না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রী সমীর বর্ম্মণ।

শ্রী সমীর বর্ম্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার শ্রদ্ধেয় সদস্য শ্রী সুনীল দত্ত মহাশয়ের দ্বারা যে প্রস্তাব আনীত হয়েছে, তা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটি কথা আমি এখানে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে প্রধানতঃ বেকারদের নিয়ে, বেকার শিক্ষিত যুবক আছেন। বিরোধী পক্ষে আমাদের যারা সদস্য আছেন, তাঁরা মাঝারী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের কথা বলেছেন। আমার মনে হয় সেটা সময় সাপেক্ষ। তাই আমি অনুরোধ করব আমাদের মন্ত্রী পরিষদকে তাঁরা যেন আজকে ব্যাংক নেশানালাইজেশন হয়েছে, ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার,—এ্যাগ্রী বি, এস, সি এবং বি, এস, সি পাশ করে যারা বসে আছে, তাদেরকে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে, গভর্ণমেন্ট থেকে খাস জমি দিয়ে, শেয়ার কিনে, ট্রাক্টার দিয়ে তাদের কাজটা যাতে ইউটিলাইজ করা হয় এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংক মারফত যেন তাদের ঋণ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে বেকারদের যদি সাহায্য করতে পারি এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি যদি ঠিকমত কাজ করে তাহলে ইমিডিয়েটলি চার পাঁচ শত ছেলেকে আমরা প্রভাইড করতে পারব। বিশেষত: আমার মনে হয় কো-অপারেটিভ ডিপার্ট-মেন্টকে যদি ঠিকমত কাজ করাতে হয়, তাহলে বর্ত্তমানে রেজিস্ট্রার যে আছেন—এস, আর, চক্রবর্তী, উনাকে সেখান থেকে সরানো উচিত। কারণ এস, আর, চক্রবর্তী সম্বন্ধে আগর-তলা বার লাইব্রেরীতে থাকা কালীন, বার লাইব্রেরী থেকে রিজল্যুশান নেওয়া হয়েছিল যে he is unfit for the chair—যে এস, আর চক্রবর্তী এবারকার ইলেকশানে ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদের পরামর্শক্রমে সতন্ত্র কেণ্ডিডেট বসিয়ে এক লক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকা ডিষ্ট্রিবিশান খরচ করেছিলেন, ইলেকশানের দশ দিন আগে। সেইদিকে আমি সমবায় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব সেই বিষয়ে তিনি যেন নজর রাখেন এবং ঐ কো-অপারেটিভ'এর বর্ত্তমান রেজিস্ট্রার সম্বন্ধে, যখন উনি আমাদের কোর্টে ছিলেন, উনার সম্বন্ধে বার লাইব্রেরী থেকে

রিজল্যুশান নেওয়া হয়েছিল এবং হাইকোর্ট থেকে উনার বিরুদ্ধে জাজমেন্ট আছে যে হি ইজ কোয়াইট আনফিট ফর জুডিশ্যাল চেয়ার এণ্ড হ্যাজ ডান সাম ওয়ার্কস উইদ সাম আলটেরিয়ার মটিভ। হাইকোর্টের এই জাজমেন্ট থাকা সত্বেও কিভাবে তিনি সমবায় বিভাগে থাকতে পারেন আমি বুঝিনা। তাই আমি সমবায় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব উপযুক্ত তদন্ত করে এই ব্যাপারে যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমার তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে গ্রামের জলের ব্যবস্থা ব্যাপারে। গরমের দিন এসে গেছে। আমি গ্রামের অনেক জায়গায় এই ইলেকশানের সময় দেখেছি যে জলের কোন বন্দোবস্ত নাই। বাজেটে যদি কোন প্রভিশন না না থাকে, এডহক স্যাংশান এনে ১৫/২০ দিনের মধ্যে যাতে এক মাইল অন্তর অন্তর টিউবওয়েল বা রিংওয়েল গ্রামে বসানো যায়, সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ যেন নজর দেন।

আইন মন্ত্রীর নিকট আমার একটা সাজেশন থাকবে, আমার একটা আবেদন যে উনি যেন জুডিশিয়ারীকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে অতি সত্বর পৃথকিকরণের বন্দোবস্ত করেন, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি এই অনুরোধ রাখব। আইন বিভাগ যদি পৃথকি-করণ না করা হয়, আমি একজন ভুক্তভোগী, আমি দেখেছি কোন কোন মোকদ্দমা আট বছর, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর পর্যন্ত ঘুরতে হয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার জুডিশিয়ারীর চার্জে থাকলে পরে, তাই আমি আপনার মাধ্যমে আইন মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব এদিকে নজর দেওয়ার জন্য যাতে আইন বিভাগ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে সেপারেট করা যায়।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, বিরোধী দল থেকে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অজয় বিশ্বাস, অনিল সরকার এবং অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় বেকারীদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করেছেন। উনাদের কাছে আমি এই সাজেশন রাখব, উনারা এ্যাসেম্বলীর সদস্য—পাবলিক সার্ভেন্ট উনারা। যেমন অজয়বাবু এখানে সদস্য হয়েছেন আবার উনি মিউনিসীপ্যালিটিতে চাকুরী করেন। উনি সেই চাকুরীতে রিজাইন দিয়ে একজন শিক্ষিত বেকারের চাকুরীর সুযোগ করে দিন। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাও একজন শিক্ষক, তিনি হয় এখানে আইন সভার সদস্য থাকুন, নয়তে শিক্ষকতা করুন। বেকার সমস্যা সমাধানের বড় বড় কথা মুখে না বলে কাজে দেখিয়ে দিন। উনারা এখানে বলেছেন যে মন্ত্রী সভার সদস্যদের বেতন ভাতা ইত্যাদি কমানো হউক, উনাদের চিন্তা নাই, কারণ উনারা একদিকে শিক্ষকতা করছেন এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করছেন অন্যদিকে উনাদের সদস্য পদও বহাল থাকছে, সুতরাং উনাদের চিন্তা নাই। কাজেই আমি উনাদের নিকট অনুরোধ রাখব আগে নিজেরা ঠিক হয়ে যেন পরের কথা বলেন। অজয় বাবু আরও বলেছেন যে আজ পঁচিশ বছর যাবত কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরাকে অবহেলা করে আসছে। কংগ্রেস সরকার কাজ করছে কি না করছে জনসাধারণ সেটা বিচার করেছেন। জনসাধারণ ওদের ডাস্টবীনে ফেলে দিয়েছে, আমাদের ডাষ্টবীনে ফেলে দেয়নি। যাদের ডাষ্টবীনে ফেলে দিয়েছে, তাঁদের মুখে একথা বলা শোভা পায় না। পশ্চিম বঙ্গের আঠার মাসের রাজত্বে উনারা কি করেছেন, সেইদিকে চিন্তা করতে আমি তাঁদের অনুরোধ করব। শত শত মাকে ছেলেহারা করেছে, সাঁই বাড়ীতে ছেলের রক্ত দিয়ে মাকে স্নান করিয়েছে, তাদের মুখে এসব কথা বলা শোভা পায় না। আমি পঞ্চাশ বাহান্ন সালে ত্রিপুরাতে ছিলাম, আমরা দেখেছি

কি করে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে। ধর্মনগরে একজন পুলিশকে যারা খুন করেছেন তাঁরা কারা, তারা সি, পি, এম কর্মী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার—ধর্মনগর যারা একজন সাব ইন্‌স্‌পেক্টর খুন করেছেন ওরা একথা বলা হয়েছে এখানে, মাননীয় সদস্য এক্সপ্লেইন করুন ওরা কারা?

শ্রী সমীর বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা কিছুদিন আগে দেখতে পেয়েছি, ইলেকশানের আগে বামপন্থী জনৈক নেতার বাড়ীতে বোমাবাজী করার জন্য বোমা তৈরী হচ্ছে সেই পার্টির লোক যদি বলেন আমাদের যারা কংগ্রেস, আমরা...

(গণ্ডগোল)

একজন কবি বলেছেন আমরা পুলিশ...
ওরা বলে যে পুলিশ মিলিটারী আমরা পুষি। পুলিশ মিলিটারী কংগ্রেসের জন্য নয়, পুলিশ মিলিটারী ওদের জন্য। তাই কোন এক কবি বলেছেন যে সি, আর, পির, কোলে—(রেড লাইট) তাই আমি আর বেশী বলব না। পানীয় জলের জন্য দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের যে ভাষণ তিনি দিয়েছেন সেটাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারি না। কারণ এই ভাষণটা প্রতি বৎসরেই ঠিক এমনিভাবে ভাসা ভাসা হিসাবে ভাষণ দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম আমরা দেখি না। কাজেই সেই দিক থেকে এই ভাষণটা যদি আমরা জনতার সামনে তুলে ধরি তাহলে আশা তো দূরের কথা হতাশাই বেশী করে আসবে। কাজেই আমরা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে যে অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এনেছি সেগুলি নিশ্চয়ই যুক্তিপূর্ণ এবং সেগুলি হাউস মেনে নিবে বলে আমি মনে করি এবং সেজন্য আমিও একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে রেখেছি যে—(১) আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ, (২) ত্রিপুরার অন্যান্য শহরগুলিতে পৌরসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি, (৩) ত্রিপুরার সমস্ত শহর ও বাজারে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, (৪) ত্রিপুরার বাজারগুলির সুষ্ঠু উন্নয়ন, (৫) পঞ্চায়েত গুলির হাতে বাজেট সহযোগিতা অর্পন ও পঞ্চায়েত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অবশ্য শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার জন্য যে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির নির্বাচনের কথা ছিল, এমনকি নির্বাচন করতে হবে এই কথা এতদিন বলেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮টা বছর চলে গেল আজ পর্যন্ত পৌরসভার নির্বাচন হল না। সুতরাং আমি দেখি শাসকগোষ্ঠীর মুখে শুধু গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের বুলি ছাড়া আর কিছুই নাই। সেজন্য আমরা দেখি আগরতলা শহরে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করছেন, একটু আগে দেখতে পেলাম যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়ে গেছে। দিনের পর দিন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। আমাদের এম, এল, এ হোষ্টে-

ল্লের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে পায়খানা করে জল নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আর সারা শহরে যদি দেখি কোথায় কোথায় বিদ্যুত জ্বলে তাহলে দেখা যায় একটা রাস্তার মধ্যেও বিদ্যুত জ্বলছে না। শুধু কামান চৌমুহনী থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনী পর্যন্ত এবং এদিকে ওদিকে দুর্গা চৌমুহনী ইত্যাদি জায়গাতে বিদ্যুত জ্বলছে। অন্ধকারে চলছে মানুষ। কাজেই সেই দিক থেকে পৌরসভার নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। বেংগল অ্যামেণ্ডমেণ্ট (মিউনিসিপ্যালিটি) অ্যাক্ট এখানেও চালু করা হবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট তারিখ তিনি দেন নি। শুধু প্রতিশ্রুতি আছে। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও সময় দেওয়ার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি। কাজেই এই গভর্ণরের যে ভাষণ এটাকে আমরা ধন্যবাদ দিতে পারি না। (নয়েজ) ১২৭ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছিল ত্রিপুরার বাজারগুলি উন্নয়নের জন্য। সেজন্য যে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল বা টাকা ধরা হয়েছিল সেই টাকা কি কোনদিন খরচ করা হয়েছে। শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে খরচ করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে (নয়েজ)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— তাহলে আমি শেষ করছি। কাজেই সেই দিক থেকে গণতন্ত্রের নামে তারা যে ধোকা গণতন্ত্র চালাচ্ছেন আজকে যদি পৌরসভার নির্বাচন না হয় তাহলে তার মাধ্যমে এই ধোকা এখানে আর চলবে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করি আমার যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি সেটাকে হাউস গ্রহণ করবেন। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষ রাজ্যপালের ভাষণের উপর অনেকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। বাজেট ভাষণে যেমন থাকে রাজ্যপালের ভাষণের উপর সেগুলি বিস্তৃতভাবে থাকা সম্ভব নয়। বিরোধী পক্ষ সেটা জানেন, জানা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছেন শুধু তাদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। কিন্তু জনসাধারণ তাদের এই ভাওতাবাজী বুঝতে পারেন; কাজেই তারা এইবার নির্বাচনের মাধ্যমে তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন যে ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে জুলাই '৭২ পর্যন্ত সময়ের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কিছু কিছু ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছেন এবং আগামী জুন মাসে বিস্তারিত বাজেট আনা হবে এবং তখন প্রত্যেক সদস্য তাদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। এখানে যা বক্তব্য রাখা হয়েছে সেগুলি বাজেটের উপর রাখা যেতে পারে। এখানে বাজেটের ব্যাপারে কোন ভাষণ দেওয়া হয় নি। অথচ বাজেটের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। কাজেই জনসাধারণ মনে করেছেন যে তারা যেটা বলছেন, সেটা অতীব সত্য। কিন্তু আমরা জানি যে এখানে বাজেটের কোন আলোচনাই হয়নি, অথচ তারা বলে বেড়াচ্ছেন যে

এ্যাসেম্বলীতে বাজেটের উপর আলোচনা হচ্ছে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের এক জায়গাতে বলেছেন যে এই রাজ্যের কল্যাণে বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতম অংশের জন্য সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের কাজে আমি ও আমার সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিতে চাই, আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির সমস্যাগুলো বিশেষ দায়িত্বহ। এর থেকে অনুন্নত তপশিলী জাতি ও উপজাতি এবং সমাজের অন্যান্য অংশের পিছনে পড়া জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়নি? রাজ্যপালের ভাষণে বিস্তারিত কিছু থাকে না, এটা সত্যি কথা কিন্তু তার মধ্যে কতগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যাতে এই রাজ্যের জনসাধারণ কল্যাণ করা সম্ভব হয়। তারপরে তিনি আরও এক জায়গায় বলেছেন যে রাজ্যের বেকারত্ব একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মনে এ সমস্যা নৈরাশ্য ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের উপর তিনি ও তার সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন আর সেজন্য তিনি তার ভাষণের মধ্যে বলে দিয়েছেন, যে এই বেকার সমস্যা সমাধান করা আমাদের আশু কর্তব্য এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজেই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেগুলি আমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি না। আমার মনে হয় সেগুলি আনার পিছনে একটা উদ্দেশ্যই আছে, সেটা হল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা। আজকে আমাদের সরকার যদি জনদরদী না হতেন, তাহলে ১৩৭২ থেকে ১৩৭৬ সাল পর্য্যন্ত এই ৫ বছরের জন্য কৃষকদের জমির খাজনা মুকুব করতেন না। আমরা এও জানি যে আমাদের সরকার গরীবদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই ৫ বছরের জন্য তাদের খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন। এবং জনসাধারণের মধ্যে গরীবি হঠাৎ এর অভিযান শুরু হয়েছে, এটা তার একটা প্রাথমিক ধাপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ইন্দিরা গান্ধী মুখে যে কথা বলেন, সেটাকে সব জায়গাতে বাস্তবে রূপ দিয়ে ছাড়েন। কাজেই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গত ৩১শে মার্চ মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এই হাউসে দিয়েছেন, তার উপর আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি, সেগুলি উল্লেখ করে আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। দুঃখের বিষয় যে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে এই বিষয়গুলির উল্লেখ নাই। জুমিয়া ও ভূমিহীন কলোনীগুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা, যে সকল জুমিয়া ও ভূমিহীন খাসজমি দখল করে আছে, তাদের জমি বন্দোবস্ত দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, পুনর্বাসন সাহায্যের হারের তারতম্য এর অবসান ও হার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে গিয়ে সরকার ও সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তারা যে সব দুর্নীতি করেছে, সেগুলির তদন্ত করবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ নাই, অথচ জুমিয়াদের এভাবে দিনের পর দিন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া

হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলছে, যদিও সরকার তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সেই সব ব্যবস্থার মধ্যে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, সেগুলি সরকার ইচ্ছে করে খুঁজে বের করছেন না। কাজেই ঐসব ভূমিহীনরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের জীবিকার অন্বেষনে। আজকে ভূমিহীনেরা যে সব খাস জমি পাওয়ার কথা, সেগুলি কয়েকজন ঘুষ দালালের কবলে পড়ার ফলে তারা আজকে সেই সব জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। তাই আজকে রাজ্যপালের ভাষণে যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেগুলি যদি জনসাধারণ শুনে তাহলে হতাশ না হয়ে পারবেন না। অতীতে যে সব কলোনীতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সেখানেও সেই সাহায্যের হারের মধ্যে অনেক তারতম্য রয়ে গেছে। অথচ সেগুলি দূর করার কোন কথাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ নেই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এসেছে, আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি, আর বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে সব সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে, আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে গত দুই দিন ধরে আমরা যে বক্তৃতা তাদের শুনছি, তাতে কোন গঠনমূলক কিছু নেই। আলোচনা করতে হবে, তাই তারা কয়েকটা সংশোধনী প্রস্তাব রেখে, সেগুলির উপর কিছু কিছু বক্তব্য রাখছে বটে কিন্তু সেই বক্তব্যের মধ্যে আমরা গঠনমূলক কোন সাজেশানই দেখতে পাচ্ছি না, যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হতে পারে। তবে তাদের বক্তৃতা থেকে এইটুকু শুনছি, জ্বালাময়ী ভাষণ, সেটা মাঠেতেই সাজে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যারা বিরোধী থাকবে, তাদের এমনভাবে গঠনমূলক আলোচনা করতে হবে যা জনকল্যাণমূলক হয়। তারা আর একদিকে বলছে, দুর্নীতি, দুর্নীতি, দুর্নীতি মন্ত্রীদের দুর্নীতি, আমলাদের দুর্নীতি, অমুকের দুর্নীতি, তমুকের দুর্নীতি, কেবল দুর্নীতি। সেখানে আমি তুলে ধরতে চাই যে যারা রাতদিন দুর্নীতির স্বপ্ন দেখেন, তারা নিজেরাই দুর্নীতি বাজ। (হাস্যরোল) তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে বলতে চাই যে আমার মনে হয়, তারা দুর্নীতির মেনিয়াতে ভোগছেন, কাজেই তারা যদি একজন মনবিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে নিজেদের দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত করতে পারেন সেজন্য যেন সচেষ্ট হন (রুলিং পার্টির সদস্যদের মধ্যে হাসির রোল)। আর কি দেখলাম? আরও দেখলাম যে এখানে খানিকটা নাটক হয়ে গেছে, যখন নাকি একজন সদস্য বক্তৃতা করতে ছিলেন, তখন তাদের পক্ষের অন্যান্যরা হাততালি দিয়ে উনাকে আরও খানিকটা সাহস দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি জিনিষটা পরিষ্কারভাবে প্রথমে বুঝতে পারলাম না যে এ কি ভীম হস্তে গদার প্রবেশ, না কি গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ। (হাসির রোল)

(অপজিশান দিক থেকে—বুঝবেন কি করে? আপনি যে তখন ঘুমাচ্ছিলেন, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আকাশের তারা গুণছিলেন?)

আমি ঘুমাইনি, বসে বসে, আপনাদের সেই সব জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনছিলাম, আর আপনাদের সেই নাটকখানা উপভোগ করছিলাম, কি ভাল - নাটকই না আপনারা করতে পারেন। আপনাদের বক্তৃতার মধ্যে বাস্তবের কিছু থাকুক আর না থাকুক, তবে ঐ নাটকখানা সত্যিই বাস্তবের হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনাদের বক্তৃতার মধ্যে এমন কিছু গঠনমূলক সাজেশান আমি পাইনি বা দেখিও নি। তবে এখানে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যে সব কথা আছে, সেখানে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির সমস্যাগুলি বিশেষ দায়িত্ববহ। ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি মোট লোক সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি। কাজেই তাদের যে বিশেষ সমস্যা, সেদিকে সরকারকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। গত যে বিধানসভা গেল তার মধ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা শুনতে পেয়েছি যে ছাত্রদের যারা ষ্টাইপেণ্ড পায় তাদের সংখ্যা যেন অনেকটা কমেছে। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি অনুরোধ রাখব যেন সেদিকে নজর দেন এবং এই সরকার এই দিকে নজর দিয়ে ষ্টাইপেণ্ডের সংখ্যা যাতে বাড়ানো যায় এবং বিশেষ করে ভূমিহীন যারা তপশীল উপজাতি যারা তাদের একটা সুব্যবস্থা যাতে করা হয় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই অনেক কিছুই সত্যি কথা অনেক কিছুই নাই কিন্তু সে কথাটি ভুললেত চলবে না এটা একটা রূপরেখা। আউট লাইন এবং রূপরেখা দুটোর একটু তফাৎ আছে। কিন্তু সেটুকু একটু জেনে নিতে হবে। কাজেই তিনি শুধু রূপরেখা তুলে ধরেছেন। রাজ্যপাল বলে গেছেন এই সরকারের কি কর্ত্তব্য হবে। এই ভাষণে নেই অনেক কিছু কিন্তু যাহা আছে তা তো তুলে ধরেন নি? এইখানে শীঘ্রই পৌরসভা নির্ব্বাচনের জন্য Bengal Municipal Tripura Amendment Act আসছে এবং সেটি এখানে তুলে ধরেছেন তার তো কোন নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখানে এই বছরের মধ্যেই এই বিলটি আসছে। তারপর রেণ্ট কন্‌ট্রোল বিলটি আসছে। ত্রিপুরা বিল্‌ডিং লিজ এণ্ড রেণ্ট কন্‌ট্রোল বিল, ১৯৭২ সেটিও আসছে এখানে সাত সাতটা বিল এই বছরের মধ্যেই আসছে। সেটিতো তুলে ধরা হয় নি। ঐ তো বললে হবে না। কাজেই তুলে ধরা হয়েছে। এবং গঠনমূলক কোন বক্তৃতাই শুনিনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবার আসছে আমাদের বেকারত্বের দিক, আসছে আমাদের গ্রামের দিক সেখানে সত্যিই পানীয় জলের অভাব। বেকারত্ব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে সত্যি কথা, এবং তাহা ঘুচাবার জন্য কৈ বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এমন কোন কিছুতো সেখানে দেখছি না। এমন কোন জিনিষ শুনছিও না। কাজেই এক্ষনই বেকারত্ব যাতে দূর হয় সেজন্য গ্রামীন শিল্পকে চালু করা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় সেদিকে নজর দেওয়া উচিৎ। এবং আমি আমার সরকারের কাছে এইটুকু অনুরোধ রাখব যেন সেদিকে নজর দেন যাতে করে পানীয় জলের একটা ব্যবস্থা হতে পারে এবং রাস্তা যাতে আমরা তৈরী করতে পারি, কুটির শিল্প যাতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চালু করতে পারি সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এতে বেকারত্বও খানিকটা দূর হতে পারে সে বিশ্বাস আমার আছে। এই ভাষণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হল সুন্দর,

শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে সেটি আছে কাজেই সেদিকে আমরা যদি একটু নজর দিই কারণ সেখানে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেটা তারা করবেনই কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি যে ওয়েট এণ্ড ওয়াচ এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছি ওয়েট এণ্ড সি তারপর না হয় আপনাদের কথা চিন্তা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথা বলে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তার সমর্থন জানিয়ে এবং যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা।

শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পরিতাপের বিষয় এই যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি কোন লিখিত উল্লেখ নাই—এগুলো হল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ার ফলে কৃষক, মাঝারি কৃষক, ছোট দোকানদার, রিক্সা শ্রমিক ও বেকার ভাই বোনেরা স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারে কিনা—এই প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষণে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ছোটখাটো ব্যবসা করতে গেলে প্রথমেই অর্থের দরকার। গরীব কৃষক ও মধ্যবিত্ত কৃষককে ভালভাবে পরিচালনা করতে হলে সরকারকে অবশ্যই ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে। সরকার ঠিকভাবে ঋণ না দেওয়ার ফলেই গরীব কৃষকদের সুদখোর মহাজনদের নিকট দ্বারস্থ হয়ে জমি বন্ধক দিতে হয় ও তাদের কাছে বাধ্য হয়ে ঋণ করতে হয়। ইহার ফলে কৃষকরা দিনের পর দিন দরিদ্র হচ্ছে ইহার প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে গরীবের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। এবং ইহার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষক, রিক্সা শ্রমিক ও বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তার প্রতি সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে ঋণ দানের ব্যবস্থা সরকার রাখেন নি বলেই গরীব কৃষকদের মহাজনের পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে। দোকান খোলার জন্য টাকা প্রয়োজন হলে নিরুপায় হয়ে সেই মহাজনেরই কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। সরকার এর কোন প্রতিবিধান না করলে সমাজে গরীব শ্রেণীর মানুষ আরও গরীব হবে এবং মহাজনরা আরও ধনী হবে। এর প্রতি সরকারের অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। রিক্সা শ্রমিক ও বেকারদের অবস্থার কথা চিন্তা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারের করা উচিৎ। ইহাই আমার বক্তব্য এর মূল কারণ।

সরকারের হিসেবে দেখতে পাই এগুলির জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা দরকার। কিন্তু কৃষক, রিক্সা শ্রমিক ও বেকারদের তাদের প্রয়োজনে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না। উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের উন্নতিকরণ ও বেকার সমস্যা সমাধানের কোন পথই দেখি না। অবশ্য সরকার এর প্রতি বিশেষ সজাগ ও যত্নবান এ সমস্যা অনেকটা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি। মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার সত্ত্বেও

গরীব কৃষকদের কল্যাণের জন্য, অনুন্নত জাতিদের শিক্ষিত করার জন্য বেকার ভাইবোনদের প্রতি দরদী না হলে এই সমস্যা সমাধানের কোন পথই দেখি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীকালিদাস দেববর্মা :— আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গত ৩১শে মার্চ্চ এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, ঐ ভাষণের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব রেখেছেন, আমি ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বিরোধী দলের সদস্যগণ, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের উপর ১০টি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, আমি মনে করি যে ঐ সংশোধনী প্রস্তাব আনার কোন যুক্তি নেই। আমি মনে করি তাঁরা পপুলারিটি অর্জ্জন করার জন্যই ঐ সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, অতএব আমি অনুরোধ করছি উনারা যেন সংশোধনী প্রস্তাব তুলে নেন।

এই বছর ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদালাভ করেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আমরা বর্ত্তমানে যে কর্ম্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হব তাতে জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের সহায়ক হতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন এবং রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কিছু কিছু কাজ করতে পারবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এইবারকার নির্বাচনে জনসাধারণ কংগ্রেসকেই ক্ষমতায় অর্পণ করে এই প্রমাণ করেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র দল, যে দল জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতে পারে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এই বলে আবার ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ভদ্রমনি দেববর্মা।

শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই—

(১) ত্রিপুরা রোড ট্রেনস্পোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে বড় বড় সড়কগুলতে সরকারী বাস চালু করার ব্যবস্থা।

(২) মোটর শ্রমিকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য বর্ত্তমান মোটর শ্রমিক আইন বিধি সংশোধন।

বর্ত্তমান অবস্থায় আজকে ত্রিপুরায় প্রত্যেকেই আপনারা জানেন যে ধর্মনগর থেকে আগরতলায় যদি আসতে হয় বাসে কোন কোন রাস্তা হয়ে, তাহলে তাকে সকালে রওয়ানা হয়ে রাত্রিতে আসতে হয়, তারা যাতে ঠিক ঠিক মত দিনে দিনে আসতে পারে, সেইদিকে সরকার সচেতন থাকছেন না। ঐ এলাকাতে কেন সরকারী বাস সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে না, কেন ট্রেন্সপোর্ট নাই সেইদিকে সরকার দেখছেন না বিশেষ করে যেখানে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। যাতে সেখানে সরকারী বাস দেওয়া হয়, সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

তাছাড়া আমরা দেখছি যে আজকে বাস ড্রাইভার বা জীপ ড্রাইভার বা তার এ্যাসিষ্টেন্ট যদি কোন কিছু অন্যায় করে, তাহলে তাদের ছাঁটাই করা হয়, কিন্তু মালিক পক্ষ যদি কোন অন্যায় করে তাহলে তাদের কোন শাস্তি দেবার ব্যবস্থা নাই। আজকে দীর্ঘ বছর ধরে চাকুরী করেও তাদের স্থায়ী হবার কোন ব্যবস্থা নাই, তারা কথায় কথায় ছাঁটাই হয়ে, তাদের মা, বোন নিয়ে দুর্দ্দশা গ্রস্থ হয়ে পড়ে, তাদের বাঁচার কোন পথ নাই। কিন্তু আজকে কংগ্রেস শাসনের দীর্ঘ ২৫ বছর পরেও তাদের স্থায়ী চাকুরী হতে পারে, মোটর শ্রমিকরা যাতে স্থায়ী ভাবে চাকুরীতে বহাল থাকতে পারে, তার কোন সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারেন নাই। সরকার শুধু তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গাফিলতি করছে। কাজেই প্রত্যেক সদস্য যাতে এই বিষয়ে চিন্তা করেন, তাদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছি এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে বিরোধী পক্ষের যে বক্তব্য আজকে দুইদিন ধরে আমি শুনতে পেলাম তাতে আমার মনে হয় যে তারা নির্বাচনের সময় হয়তো জনতার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে আমরা সমস্ত বিষয়েই বিরোধিতা করব, তোমাদের জন্য যখন কোন ভাল কাজ করবে তখনও বিরোধিতা করব, তোমাদের জন্য যখন কোন রাস্তা-ঘাট করার প্রস্তাব করবে উন্নয়নমূলক কাজ করবে তখনও আমরা বিরোধিতা করব। যদি তা না হত, তাহলে যারা সরকার গঠন করেছেন, তাদের মাধ্যমে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হবে, সেগুলি নিশ্চয়ই সমর্থন করতেন। জনতার কল্যাণ আমাদের যেমন কাম্য, তাদেরও কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু তাদের বক্তৃতায় জনতার উন্নয়মূলক কোন কাজের ইংগিত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উনারা বলেছেন যে রাজ্যপালের ভাষণে জনতার কল্যাণমূলক কাজের কোন ইংগিত পাচ্ছেন না, রেল লাইনের ইংগিত পাচ্ছেন না, ত্রিপুরার উন্নয়নের কোন ইংগিত পাচ্ছেন না। তারা কি ভাবে রাজ্যপালের ভাষণকে অনুধাবন করেছেন বা করছেন, আমি তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তারা সব সময়েই শুধু দেখতে পান যে রাজ্যপালের ভাষণে কিছু নাই। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে সমস্ত ত্রিপুরার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, সেটা আমার মনে হয় তারা অনুধাবন করতে পারছেন না। সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যই বিরোধিতা করেন তা নয়, পরোক্ষ ভাবে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু বিরোধী দলের নেতার তীব্র বিরোধিতার জন্য প্রকাশ্যভাবে তারা সমর্থন করতে পারছেন না এবং তাদের সমর্থন করার ইচ্ছা থাকলেও তারা সমর্থন করতে পারছেন না। যেমন মেম্বারদের সেলারী এ্যালাউন্স, ইত্যাদি সম্পর্কে যখন প্রস্তাব এসেছিল, তার উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনলে দেখা গেল যে ডেইলি এ্যালাউন্স ২৫ টাকা কমিয়ে ১০ টাকা করা হউক। কিন্তু তার পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমরা অতীতে দেখতে পাই যে সেলারী এ্যালাউন্স সম্পর্কে অতীতে যারা বিরোধিতা করেছিলেন, যেহেতু সমর্থন করেন নাই, সেটা তারা সেজন্য গ্রহণ করেন নাই তা নয়, তারা সবটাই নিয়েছেন। এবারেও তারা যে ভাতা গ্রহণ করবেন, সেটার ইঙ্গিত তাদের বক্তব্যেই রয়ে গেছে। কারণ তারা সেলারী বা এ্যালাউন্স

সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, শুধু ডেইলী এ্যালাউন্স কমিয়ে দেওয়া হউক একথা বিধান সভায় রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তারা হতাশা রোগে ভোগছেন, যদি ভাল চিকিৎসক এনে তাদের সেই রোগ মুক্ত করা যায়, তাহলে আমরা আশা করব তারা অন্ততঃ সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রস্তাবগুলি হাউসে আসে, তারা বিনা দ্বিধায় সেগুলি সমর্থন করবেন। তাদের কোন এক বিশিষ্ট নেতা কোন এক সভাতে বলেছেন যে পশ্চিম বাংলা বিধান সভা জোচ্চরের সভা। যখন নির্বাচন হয়ে যায়, তারা যখন নির্বাচনে জয় লাভ করেন তখন তারা গোপনে প্রধান মন্ত্রীকে পি, ডি, এ্যাক্টের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে পি, ডি, এ্যাক্ট তুলে দেওয়া হয়েছে, তখন তারা গোপনে প্রধান মন্ত্রীকে পি, ডি, এ্যাক্টের ময়াদ বৃদ্ধি করার জন্য লিখতে লজ্জা হয়নি। তাদের ইতিহাস আরও অনেক আছে। তাদের প্রায়শ বলতে শুনা যায় যে কংগ্রেস কর্মী দ্বারা তাদের কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে তারা যখন কোন কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে বা নেতার সঙ্গে পেরে উঠেন না, তখন নিজেরা খুনাখুনী করে হাসপাতালে যান, দুই একদিন চিকিৎসাধীনও থাকেন। আমার সেন্টারে সেই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে, কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে বিবাদ করতে সাহস পায় নাই, নির্বাচনের পরে যখন দেখা গেল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে, তখন নিজেরা নিজেরা—কাকের মাংস যেমন কাকে খায়, তেমনি নিজেরা কামড়া কামড়ি করে হাসপাতালে যায়। তাদের এই ইতিহাস, এই সে কীর্ত্তি, জনসাধারণ জানে বলেই যেখানে তাদের আশা ছিল মেজরিটি আসন তারা পাবে, সেই জায়গায় তারা এক তৃতীয়াংশও আসতে পারে নাই,—লজ্জার কথা। যে জায়গাতে জনতা তাদের ডাষ্টবীনে নিক্ষেপ করেছে, সেই জায়গায় তাদের উচিত সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত উন্নয়মূলক কাজগুলির জন্য প্রস্তাব আসবে সেইগুলি সমর্থন জানানো।

তাছাড়া মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলার বিষয় বস্তু আছে। সেটা হচ্ছে হাওড়া নদীর উপরে একটি ব্রীজের কাজ আরম্ভ হয়েছিল কিছুদিন আগে. সেই ব্রীজের কাজ কিছুদিন যেতে না যেতেই কাহার অদৃশ্য হাতের ইংগিতে বন্ধ হয়ে যায়, সেটা মাননীয় স্পীকার, স্যার তদন্ত করে ব্রীজের কাজ যাতে পুনরায় আরম্ভ হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেন, তার জন্য অনুরোধ করব।

হাওড়া নদীর উপরই অন্যদিকে রামঠাকুর খেয়া ঘাটের সামনে একটি ব্রীজ হওয়ার কথা এবং স্যাংশানও হয়েছিল বলে আমরা শুনেছিলাম কিন্তু সেটার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের নিকট অনুরোধ করছি।

অন্যদিকে শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয় এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবিনোদ বিহারী দাস তপশীল উপজাতি এবং তপশীল জাতি সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যটা সত্য। তপশীল জাতি উন্নয়ন খাতে অনেক টাকা আসে কিন্তু সেই টাকা পয়সা যদি তপশীল জাতি উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হইত তাহলে তাদের উন্নতির পথ সুগম হত। তারা ঠিক সংবিধান গত নিয়ম অনুযায়ী যে মেয়াদ ছিল যে এতদিনের মধ্যে তাদের শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থ-

নৈতিক উন্নতি করা হবে সেটা যদি করা হত তা হলে সময় বাড়ানোর কোন প্রয়োজন হত না।

বিভিন্ন অফিসার এবং প্রসাশনিক যে কর্ম্মকর্ত্তা আছে তারা যদি ঠিক ঠিকভাবে তপশীল জাতি উন্নয়নের জন্য এবং তপশীল উপজাতি উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতেন তাহলে বোধ হয় সময় বাড়ানোর কোন প্রয়োজন লাগতো বলে আমি মনে করি না। অন্যদিকে আমার বক্তব্য হল অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যেসব সুযোগসুবিধা পাচ্ছে বেসরকারী স্কুলের যে শিক্ষকশিক্ষিকা আছেন তারা সেই সব সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত, যেমন তাদের কোন মেডিকেল লিভ নাই, কোন মেডিকেল বিল নাই, তাদের কোন অর্জ্জিত বিদায় নাই। আমি সরকারের নিকট অনুরোধ করব বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন তাদের যে মেডিকেল বিল এবং অর্জ্জিত বিদায় প্রভৃতির যেন ব্যবস্থা সরকার করেন আমি মাননীয় মন্ত্রীপরিষদের নিকট এই অনুরোধ রাখছি। অন্য দিকে আমাদের যে প্রতাপগড় সেন্টার আছে সেই সেন্টার ... ..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমধুসূধন দাস :— আমি এক মিনিট বলব স্যার।

সেখানে একবার এমন হয়েছিল যে দোকান খোলা যায় নাই, জনতার অশেষ কষ্ট হয়েছিল, এতদূর থেকে ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিতে কষ্ট হয়। আমি অনুরোধ করব সরকার যেন এইগুলি ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

অন্যদিকে ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড এর জন্য আমি বিভিন্ন আন্দোলন করেছি. সরকার তাল বাহানা করে সেই ষ্টাইপেণ্ড বর্ধিত করে নাই। আমি সরকারের নিকট অনুরোধ করব ত্রিপুরাতে অন্যান্য শ্রমিক কর্ম্মচারীর বেতন যেভাবে বর্ধিত হচ্ছে ছাত্ররা সেইসব সুবিধা হতে বঞ্চিত। আমরা কথায় বলি যে ছাত্ররা উশৃঙ্খল। ছাত্ররা কেন উশৃঙ্খল সেই সম্পর্কে যদি আমরা তদন্ত করতে চাই তাহলে দেখতে পাব ছাত্ররা অনেক কিছু পাচ্ছেনা না। যেটা তাদের ন্যায্য পাওনা সেইগুলি থেকে তারা বঞ্চিত। আমি অনুরোধ করব ছাত্রদের যাতে ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করা হয় এবং তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতি ছাত্রদের যে বোর্ডিং ১৯৬৪তে অনেকগুলি সেংশন হয়েছিল সেইগুলি কেন আজও হয় নাই। সেই কাজগুলি যেন ত্বরান্বিত করা হয় আমি মন্ত্রীপরিষদের নিকট সেই অনুরোধ রাখিয়া রাজ্যপালের ভাষণের উপর আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া এখানে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মনীন্দ্র দেববর্ম্মা—

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৩১শে মার্চ বিধান সভায়

মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণে বনবিভাগের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। আমি বন বিভাগের সম্পর্কে একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। হাউসের সামনে উপস্থিত করতে চাই। ১নং হল বন আইন সংশোধন করা—হাজার হাজার জুমিয়ার উপর নির্য্যাতন বন্ধ করার ব্যবস্থা এবং সরকার কর্তৃক আনিত মামলা প্রত্যাহার করা, বন রিজার্ভ এলাকা কমিয়ে বনবিধি সংশোধন করে প্রত্যেক এলাকায় বনকরের হার কমানো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৫২ সালে বন আইন তৈরী করা হয় এবং সেই রুলস্ আজও চলছে। তখন ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ এখন ২০ বৎসর পরে আমাদের ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা হয়েছে ১৬ লক্ষ। কাজেই সেই রুলস এ যে কথা আছে সেই কথা কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য-করি হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৫২ সালের আগে থেকে যাহারা সেই সমস্ত এলাকায় আবাদ করে চাষাবাদ করেছিল তারা আজকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং গত সেটেলমেন্ট রেকর্ড এ এইগুলি অন্য রকম এলট করা হয়েছে। কাজেই যেখানে এই রুলস্ এর মধ্যে উল্লেখ আছে ১০নং ধারায় যেখানে জুমিয়ারা জুম করে আসছে অথচ তাদের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয় নাই সেই সমস্ত যায়গায় তাদেরকে জুম করার অধিকার দেওয়া। কিন্তু হাজার হাজার জুমিয়া মিথ্যা মামলায় হয়রাণ হচ্ছে এবং এই মামলার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে একদল আমলা বা ফরেষ্টার জুমিয়ার বিরুদ্ধে যদি মামলা দায়ের করে তা হলে কোর্টে যেতে আসতে তারা টি. এ এবং ডি, এ ইত্যাদি পায় তার জন্য আজকে হাজার হাজার জুমিয়ারা মিথ্যা মামলায় হয়রান হচ্ছে। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সংশোধনী প্রস্তাব রাখতে চাই যাহারা একমাত্র লাকড়ি, ছন এবং বাঁশ বিক্রি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তারা যেন ফ্রি পার্মিট পায় এবং যে সমস্ত চাষাবাদযোগ্য জমি সেই সমস্ত জমি ফরেষ্ট এরিয়ায় আছে সেইগুলি অন্তত: রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা কমিয়ে সেইগুলি আমাদের জুমিয়াদের মধ্যে বিলি করা হয়। কাজেই আমি বলতে চাই যে দেশে কলক রথ নাই, যে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান নাই সেই দেশে যদি এই রকম ভাবে জনসাধারণের উপর টেক্স বা ঘর চুক্তি খাজনা থাকে তাহলে সেই দেশে মানুষ কি করে বাঁচতে পারে। আপনারা স্বভাবতই জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাদের দেশে কুমরি পাতা চৈত্র মাসে রৌদ্রে সমস্ত পড়ে যায় তখন তো সেইখানে টেক্স এর কথা, বন করের কথা উত্থাপন করা হয় না, কিন্তু মানুষ যখন দুমুঠো ভাতের জন্য সেই কুমরি পাতা সংগ্রহ করে তখন ফরেষ্টার তাকে দায়ী করে। আজকে আমাদের দেশের মানুষ সেই সমস্ত কুমারি পাতা বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আমি এই অনুরোধ রাখছি বন এলাকায় রিজার্ভ এরিয়া কমিয়ে এবং যে সমস্ত মিথ্যা মামলা আমাদের জুমিয়া ভাইদের উপর হচ্ছে সেইগুলি প্রত্যাহার যেন করা হয়।

সেটা হল যারা নিজের প্রয়োজনে গাছ কর্তন করতে চায় তাদের ফ্রি পারমিট দিতে হবে। গাছের জন্যই হোক বা অন্য কিছুর জন্যই হোক। কিন্তু আজকে যারা ব্যবসা করছেন তারা ফরেষ্টারকে ঘুষ দিয়ে গাছ কেটে ব্যবসা করছেন। কাজেই জনসাধারণ যাতে

পারমিট পায় নিজের প্রয়োজনে, বাঁশ এবং গাছ যাতে কর্তন করতে পারে তার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি।

Mr. Speaker .— Now I would request the Hon'ble Minister Shri Debendra Kishore Choudhury to give reply to the debate.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে সুনীল কুমার দত্ত মহোদয় যে প্রস্তাব রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আরও যোগ করতে চাই। আমরা দেখতে পাই যে পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে ভোট পেয়ে যারা নাকি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপ। আমরা দেখতে পাই যে যখন তারা জনসাধারণদ্বারা নির্বাচিত হয়ে মেজরিটি সংখ্যা আদায় করতে পারেন এবং সরকার গঠন করতে পারেন তখন দেখি গভর্ণরের ভাষণকে তারা সাদরে গ্রহণ করেন। আবার যখন জনসাধারণ তাদের চায় না, সেখানে দেখি গভর্ণরের ভাষণ তারা বয়কট করেন। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বিরোধী পক্ষের যারা বসেছেন, গভর্ণরের যে ভাষণ সেই ভাষণকে গ্রহণ না করে সভাকক্ষ ত্যাগ করে তারা চলে গেছেন কেননা আজকে গণতন্ত্র আক্রান্ত বলে তারা জনসাধারণের বাহবা নিতে চায়। গণতন্ত্র আক্রান্ত কোথায় কিভাবে তারা উল্লেখ করেন 'ন। তবে মোটামুটি ভাবে আমরা জানি ১৯৬৭ সালে তারা অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত-ভাবে সরকার গঠন করেছিলেন। তাদের কাজের ফলে দেশবাসী যখন তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল নির্বাচনের মাধ্যমে, যখন তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন তখন তারা বলতে শুরু করলেন গণতন্ত্র সম্মতভাবে নির্বাচন হয়নি। কখন হয়েছিল? যখন তারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, আজকে যদি সেই দুঃখে দুঃখিত হয়ে তারা আমাদের সভা বর্জন করতে চান তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সি, পি, এম পার্টি বিধানসভা বর্জন করেছেন তারাও এটা করে জন-জনসাধারণের আরও বাহবা কুড়াতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণকে তারা বুঝাতে চান যে আমরা যতক্ষণ না জিততে পারব ততক্ষণ এটা গণতন্ত্র নয়। আমরা যখন জিততে পারব তখনি গণতন্ত্র। আমরা যখন ধন্যবাদ প্রস্তাব আনলাম তখন বললেন যে গভর্ণরের ভাষণের মধ্যে কিছুই নাই। কিছুই নাই আমরা জানি। তিনি দিতে পারেন নি কি ভাবে জনসাধারণের গলা টিপে গণতন্ত্র আনা যায়। বন পুড়িয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে কিভাবে গণতন্ত্র আনা যায় সেগুলি গভর্ণরের ভাষণে নাই। যখন জনসাধারণ পথ দিয়ে হাঁটবে তখন কে পেছন থেকে এসে বোমা মেরে দিল সেটা জানবার কোন উপায় আছে কিনা সেটা গভর্ণরের ভাষণে নাই। তারা ১০টা পয়েন্ট দিয়েছেন। সেগুলি গভর্ণরের ভাষণে নাই। সুতরাং গভর্ণরের ভাষণ তো অসম্পূর্ণ হবেই। তিনি বলেছেন, "এই রাজ্যের কল্যাণে, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতম অংশের জন্য সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের কাজে আমি ও আমার সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিতে চাই।" তারপরে কি বাকী থাকে বাংলা ভাষায় আমি অন্ততঃ বুঝতে পারি না। যদি

এইসব পয়েন্ট ভাষণে উল্লেখ করতে হত তা হলে ভাষণে জায়গা হতনা। আমরা যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি তারা প্রত্যেকে যদি এই কাজগুলি রূপায়িত করতে এগিয়ে যাই তা হলে প্রত্যেকের কাজ আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারব এবং জনসাধারণ যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন সেই কাজ করতে পারব সেই আশা নিয়েই তিনি ভাষণ দিয়েছেন। তাদের গণতন্ত্র কিরকম সেটা আমরা জানি। যখন বাংলাদেশের যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য ইন্দিরা গান্ধী এগিয়ে এলেন এবং বললেন যে এস আমরা এগিয়ে যাই তখন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বললেন এটা বুর্জোয়া যুদ্ধ। আজকে যখন ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত করে দিলেন, সারা পৃথিবী যখন স্বীকৃতি দিয়েছে তখন বললেন আর তো আমাদের এটাকে সমর্থন না করে উপায় নেই। এখানে আপনাদের সদস্য আছেন জিজ্ঞাসা করুন গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলছেন কিনা। তারপর জনসাধারণ পাঁচ বছরের জন্য আমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছেন। বলেছেন যে কংগ্রেস তোমাদের দুই তৃতীয়াংশ মেজরটি দিয়েছি, তোমরা কাজ কর। আর সি, পি, এমকে বলেছেন তোমাদের ও এক তৃতীয়াংশ দিয়েছি তোমরা দেখেশুনে কাজ কর। আমাদের কংগ্রেস যখন নাকি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তখন বলেছি প্রত্যেকের উপদেশ আমরা গ্রহণ করব। উপদেশ বলতে এই নয় যে যা আমরা সৃষ্টি করব তার সবকিছু আমরা ধ্বংস করে দেব। এর মানে এই নয় যে দেখেশুনে রাখা। আমরা যখন পাঁচ বছরের জন্য দান করি বন উন্নয়নের জন্য তখন দেখছে পাই হাজার হাজার টাকা যেখানে খরচ করা হয়েছে বন উন্নয়নের জন্য তখন দল বেধে নারীদের লেলিয়ে দিয়ে বন পুড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর স্টেপ নেওয়ার জন্য যখন গভর্নমেন্ট গেল তখন বলল যে গণতন্ত্রের উপর অত্যাচার। যখন আমরা বলি সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম করব তখন আমাদের ভায়েদের গিয়ে বলে কাজ করো না। দিনের বেলা কাজ না করে রাত্রিবেলা ওভারটাইম কর। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না তাদের কাজ করতে। যত ভয়ই তারা দেখাক আমরা এইবার দেখতে পেয়েছি জনসাধারণ মুখে একটা কথাও বলেনি। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি জনসাধারণ ঠিক জায়গায় ছাপ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ শাসন চালাবার লোক নাই হাজার হাজার মানুষ বলেছে যে তোমরা জনতার সেবা কর। আজ পশ্চিমবংগের কয়জন আর ত্রিপুরায় কয়জন আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতবর্ষে। তা হলে কি বলব সমগ্রভারতবর্ষ ভুল করেছে এবং সি, পি, এম যা বলবে তাই সত্যি?

তাহলে আজকে কি আমরা বলতে পারি যে সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষই ভুল করেছে, কেবল সি, পি, এম, যা চিন্তা করছে, সেটাই সত্য। তারা এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে সমস্ত কিছুর প্রতিবাদ করে উনাদের টা সত্যি বলে প্রমাণিত করতে চায়। কাজে কাজেই মানুষের মনের ভাব যদি তারা সাদরে গ্রহণ না করে, তাহলে আমি বলব তারা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন না আর তা না হলে আমি বলব যে গণতন্ত্র হল তাদের মুখোস এবং সেই গণতন্ত্রের পিছনে তারা ছুরি ধরে আছে যে কখন দেশের গণতন্ত্রকে তারা ধ্বংস করবে। তাই আজকে গণতন্ত্রের বুলি তাদের মুখে সাজে না। আজ যদি সত্যি-

কারের সাহস থাকে, তাহলে বলুন যে আপনারা গণতন্ত্র মানেন না। কিন্তু সেটা মুখোস পড়ে কেন। তাই আমি বলতে চাই গভর্ণরের ভাষণে আজকে সব কিছুরই উল্লেখ আছে, আর কিছুর উল্লেখ নাই, সেটা আপনাদের ভালর জন্যই উল্লেখ করেন নাই। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এ সমস্ত সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে মেটো বক্তৃতা বিধান সভায় চলে না, বিধান সভায় বক্তৃতা দিতে হলে তার মধ্যে যুক্তি থাকতে হবে, শুধু-মাত্র বাহবা কুড়াবার জন্য বক্তৃতা দিয়ে গেলে চলবে না,। তার পিছনে ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যত উন্নয়ণের জন্য, শান্তির জন্য নির্দিষ্ট সাজেশান থাকতে হবে। আজকে আপনারা দেখেছেন যে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে বলে গিয়েছেন, কংগ্রেস সরকার অপদার্থ, এটা ভাল হয়নি.এটা ভাল হয়নি কিন্তু কি রককম করলে ভাল হত, সেই সম্পর্কে উনারা কিছুই তাদের বক্তব্যের মধ্যে রাখতে পারিন নি। সেজন্য আমি আজকে বলব আমাদের মাননীয় গভর্ণর যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটা হল একটা পরিপূর্ণ ভাষণ এবং সেজন্য আমি অভিনন্দন জানাই আর সেই সংগে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাই যে আপনারাও আসুন আমাদের সংগে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে সরকারের সংগে সহযোগীতা করে ত্রিপুরাকে উন্নত করে গড়ে তোলবার শপথ নিয়ে আজকে বাড়ী ফিরে যান।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তার উপর আমি কোন আলোচনাই করতে পারলাম না। জানি না আমার নামের লিষ্ট কেন দেওয়া হ'ল না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি দুঃখিত যে আপনি হয়তো সে সময়ে বাহিরে ছিলেন, যখন আমি আপনাকে বলার জন্য চেয়েছিলাম। তবে আজকে আর আপনার বলার সময় নেই, কারণ আমরা এখন ডিবেট ক্লোজ করে দিচ্ছি, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিতর্কের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

Discussion on Governor's Address is over. I shall now put the amendments to vote. First of all I put the amendments of Shri Manindra Deb Barma to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Manindra Deb Barma that —দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই :

১) বন আইন সংশোধন করে হাজার হাজার জুমিয়ার উপর নির্য্যাতন বন্ধ করার ব্যবস্থা ;
২) বন আইনে আনীত মামলা প্রত্যাহার ;
৩) বন রিজার্ভের এলাকা কমিয়ে চাষের জমি বের করা ;
৪) বন-বিধি সংশোধন করে প্রটেকটেড ফরেষ্ট তুলে দেওয়া ;
৫) বনকরের হার কমানো ;

were put to vote and lost.

Next question before the House is the motion moved by Shri Samar Choudhury that—দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই ;

১) রা নৈতিক কর্মী ও গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহারের এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা,

was put to vote and lost.

Next question before the House is the motion moved by Shri Niranjan Deb that—দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই ;

১) ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা :

২) গ্রামীন বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যাপক সেচ প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থায় বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা গ্রহণ :

৩) বেকারদের কর্মসংস্থান না হলে পরিবার পিছু অন্ততঃ একজন বেকারকে দৈনিক ৫ টাকা করে বেকার ভাতা দান,

were put to vote and lost.

Next question before the House is the motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma that—দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোন উল্লেখ নেই :

১) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা ;

২) চাউলের মূল্যবৃদ্ধিতে রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা,

were put to vote and lost.

Next question before the House is the motion moved by Shri Radharaman Debnath that—দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই :

১) বাংলা ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে চালু করার সুনির্দিষ্ট তারিখ ;

২) ত্রিপুরী ভাষাকে সরকারী মর্য্যাদা দিয়ে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে চালু করা ;

৩) অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু করা ;

were put to vote and lost.

Next question before the House is the motion moved by Shri Purna Mohan Tripura that—দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই ;

১) জুমিয়া ও ভূমিহীন কলোনীগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা ;

২) যে সকল জুমিয়া ও ভূমিহীন খাসজমি দখল করে আছে তাদের জমি বন্দোবস্ত দিয়ে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা ;

৩) পুনর্ব্বাসন সাহায্যের হারের তারতম্য এর অবসান ও হার বৃদ্ধি।

were put to vote and lost.

Next amendmants of Shri Gunapada Jamatia. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই—

১। মহাজনদের দাদন প্রথায় শোষণ বন্ধ করা।

২। মহাজনী শোষণ বন্ধ করার জন্য এবং বন্ধকী হস্তান্তরীত জমি উদ্ধারের জন্য ঋণশালিশী বোর্ড গঠন।

৩। বর্ত্তমান মহাজনী আইনের সংশোধন।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Amarendra Sarma. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই—

১। পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুরা রাজ্যে একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ধর্ম্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুরে কলেজস্থাপন, বর্ত্তমান কলেজ সমূহের সম্প্রসারণ।

২। ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় নতুন ৩০টি হাই স্কুল ও ৫০টি সিনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপন।

৩। একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূর করা।

৫। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, রামঠাকুর কলেজ ও বিলোনীয়া কলেজকে অবিলম্বে স্পনসর্ড কলেজে পরিণত করা।

৬। সর্ব্বপ্রকার ষ্টাইপেণ্ড এর হার বাড়ানো।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Bidya Ch. Deb Barma. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ।

২। ত্রিপুরার অন্যান্য শহরগুলিতে পৌরসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি।

৩। ত্রিপুরার সমস্ত শহর ও বাজারে অগ্নি নির্ব্বাপন ব্যবস্থা।

৪। ত্রিপুরার বাজারগুলির সুষ্ঠু উন্নয়ন।

৫। পঞ্চায়েতগুলির হাতে বাজেট সহ ক্ষমতা অর্পণ ও পঞ্চায়েত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Nripendra Chakraborty. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোন উল্লেখ নাই :—

১। নির্বাচনের আগে ও পরে পুলিশ, গুণ্ডা নিয়োগ করে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং নির্ব্বাচনের পরে বিভিন্ন এলাকায় দমননীতি।

২। ত্রিপুরাকে অনুন্নত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে ত্রিপুরার জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ দাবী।

৩। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ গঠন, উচ্চ আদালত গঠন সম্পর্কে উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল পরিষদ আইনটির সংশোধন দাবী।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Abhiram Deb Barma. The question before the House is that--

কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। ত্রিপুরায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ দাবী।

২। ঝাঝারী শিল্প গঠন মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান।

৩। ক্ষুদ্র শিল্পকে সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Pakhi Tripura. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। ডুম্বুর প্রকল্পের ফলে রাইমাশর্ম্মার যে সকল এলাকা জলমগ্ন হবে: তার খাসজমি দখলকারী কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এর ব্যবস্থা।

২। রাইমাশর্ম্মার রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, একটি হাইস্কুল স্থাপন।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Ajoy Biswas. The question before the House is that—

।কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। ত্রিপুরা প্রশাসনের ছাঁটাই শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের কাজে পুনর্বহাল, তাদের উপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার।

২। টি, আর. টি, সি ও পি, ডাবলিউ, ডি'র ছাঁটাই শ্রমিক-কর্ম্মচারী ও গ্যাংম্যানদের কাজে পুনর্বহাল।

৩। শরনার্থী শিবিরের ছাঁটাই পেইড ভলান্টিয়াস'দের পুনর্বহাল।

৪। ত্রিপুরার বেকারদের কাজ অথবা বেকার ভাতা।

৫। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendments of Shri Bhadramani Deb Barma. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (TRTC) মাধ্যমে বড় বড় সড়কগুলিতে সরকারী বাস চালু করার ব্যবস্থা।

২। মোটর শ্রমিকদের চাকুরীর স্থায়ীত্ব ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য বর্ত্তমান মোটর শ্রমিক আইন বিধি সংশোধন।

The amendments were put to vote and lost.

Next amendment of Shri Kalidas Deb Barma. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। জাতীয় ব্যাংক থেকে গরীব কৃষক, ছোট দোকানদার, রিক্সা শ্রমিক ও বেকাররা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা।

The amendment was put to vote and lost.

Next amendments of Shri Bulu Kuki. The question before the House is that—

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নাই :—

১। ১৯৭১ সাল পর্য্যন্ত সম্যক বকেয়া খাজনা মকুব।

২। সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা সম্পর্কে ত্রিপুরা বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকরী করা।

৩। বর্ত্তমান রাজস্ব হারের পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকের আয় ভিত্তিক রাজস্ব হারের প্রবর্তন।

৪। জমির সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন।

The amendment was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Next amendments of Shri Baju Ban Riyan. The question before the House is that—

দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল শ্রী বি, কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই :—

১। কমিটির সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক কমিটী গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ।

২। উপজাতির জমি অ-উপজাতির হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা।

The amendment was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Next amendments of Shri Anil Sarkar. The question before the House is that—

দুঃখের বিষয় যে রাজ্যপালের শ্রী বি. কে, নেহেরুর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ নেই :—

১। প্রাক্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ও প্রশাসনের কতিপয় অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের সুপারিশ।

২। দুর্নীতি নিবারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত শান্তানম কমিটির সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি।

The amendment was put to voice vote and lost.

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—গঠনমূলক সমালোচনার জন্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর কতগুলি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলাম আমি আশা রাখব বর্তমান মন্ত্রীসভা পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিপুরায় যে সমস্ত সমালোচনা এবং যে সমস্ত গঠনমূলক প্রস্তাব আমাদের পক্ষ থেকে আনা হয়েছিল সেগুলি তাঁরা কার্যকরী করার দিকে দৃষ্টি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বক্তৃতায় তা বলেছেন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— আমি ইহা ভোটে দিতে চাই না আর...

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ভোটে দিতে চান না ? Leave of the House is necessary to withdraw your proposal.

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— আমি ভোটেও দিতে চাই না উইদড্রও করতে চাই না শুধু রেকর্ড রাখতে চাই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— এর মধ্যে দুটো অলটারনেটিভ আছে তিনি যদি উইদড্র করেন তাহলে এটা ভোটে যাবে না আর তা'না হলে ভোটে দিতে হবে এবং ভোটে গিয়ে

সেটি ড্রপ পড়বে। কাজেই দুটোর একটির মধ্যে according to Parliamentary procedure (interruption)...

Speaker :— What is your suggestion. আপনার suggestion কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— এটা ভোটে দিতে হবে। তিনি যদি উইদড্র না করেন তাহলে ভোটে দিতে হবে। আর তিনি যদি উইদড্র করেন with the leave of the House it will be withdrawn. কাজেই তিনি according to Parliamentary procedure (গণ্ডগোল) আমার উনার কাছে রিকোয়েষ্ট হবে যে তিনি তাঁর grievance ventilate করেছেন এখানে এই আলোচনার পর তিনি তা উইদড্র করেছেন। উনি যখন বলেছেন আমি তাঁকে অনুরোধ করব যে আপনি এটা উইদড্র করুন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি উইদড্র করতে চান আপনার সংশোধনী প্রস্তাব (গণ্ডগোল) তিনি উইদড্র করতে চান না। অতএব এটা ভোটে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না না (গণ্ডগোল)...

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— তাহলে ভোটে দিতেই হবে। (গণ্ডগোল)...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হাউসের কাছে রইল, মাননীয় স্পীকার স্যার, (গণ্ডগোল)... যেহেতু তিনি উইদড্র করছেন না সেহেতু হাউসের মধ্যে রয়েছে এ্যামেণ্ডমেন্টটা এখন এটার পক্ষে বিপক্ষে মতামত নেবেন আপনি সেটি আপনার উপরই নির্ভর করছে (গণ্ডগোল) ... না না, নিশ্চয়ই ভোটে দিতে হবে। (গণ্ডগোল)

শ্রী জি. চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সি, পি, আই, সদস্য শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস মহাশয় যা বলেছেন তাতে আমি বুঝতে পারছি তিনি ভোটে দিতে চান না এবং তিনি সেটি উইদড্র করবেন এবং সেই ব্যাপারে আমাদের যেটি বক্তব্য সেই বক্তব্যকেই উনার বক্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— আমি তাঁকে অনুরোধ করব এটা উইদড্র করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি উইদড্র করতে চান ?

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— না।

মিঃ স্পীকার :— উনি উইদড্র করতে চান না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কাজেই এটা ভোটে দিতে হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— ইট মাষ্ট বি ডিসপোজ্‌ড অফ ...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু উনি উইদড্র করছেন না, সেজন্য এটা হাউসের সামনে রয়েছে, এটা এখন পক্ষে, বিপক্ষে কিভাবে মতামত নেবেন আপনি সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, সি, পি, আই, সদস্য, শ্রীজিতেন্দ্রলাল মহাশয় সেটা ভোটে দিতে চান না, তিনি সেটা উইদড্র করবেন। উনি তাঁর বক্তব্যটা সাজেষ্টিভ বক্তৃতা বলে ধরে নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউসের ডিসিশন নিতে চেষ্টা করব বাই টেকিং ভোট।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— উনি যদি মনে করেন যে উনি এই বক্তব্য হাউসে প্রেস করছেন না. তাহলে উনাকে বলতে হবে "আই উইদড্র ইট উইদ দি এ্যাসিউরেন্স অব দি হাউস", যদি এ্যাসিউরেন্স পেয়ে থাকেন এ্যাকরডিং টু পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর এর উপর ভোট হবে না। তা না হলে ভোটে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— উইদড্র করতে হলে হাউসের পারমিশন দরকার হবে। আপনি উইদড্র করতে চান ?

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ :— উইদড্র করতে চাইনা, এটা ভোটে দিতে চাই না।

Mr. Speaker :— Next amendments of Shri Jitendra Lal Das. The question before the House is that the speech has not mentioned the following most urgently important things.

1. No mention to request to Central Government for link railway from Bangladesh to Tripura with mutual consent and starting railway line in the State.

2. No mention of concrete scheme for Industrialisation within specified time for the most urgently needed solution of unemployment problem.

3. No mention of exploring of the possibilities of the oil resources in Tripura.

4. No mention of reorganising of the tea gardens.

5. No mention of electrification.

6. No mention of proper price to the agricultural products as jute and agricultural credit to the peasants.

7. No mention of any concrete step to arrest the phenomenal growth of price of consumer goods.

8. No mention of introducing state transport in respect of carrying Passengers.

9. No mention of any concrete scheme for the welfare of scheduled tribes and scheduled caste and introducing of tribal language in the primary stage of education for the tribal students.

10. No mention of any concrere policy for safe guarding the rights and interests of the tribal people political, economic and cultural.

11. No mention of any concrete step for educational reforms.

12. No mention of any step for the improvement in the sphere of public health.

13. No mention of separation of Judiciary from the executive.

14. No mention of any concrete scheme to weaken the bureaucracy in the administration and to democratise the Governmental agencies at all levels ensuring the participation of popular masses.

15. No mention of extension of power to the Panchayats.

16. No mention of any revision of the pay scale of the Government employees and merger of pay and D. A.

The amendment was lost by voice vote.

Mr. Speaker :— Now I shall put the Motion of Thanks to vote. The question before the House is that—

"We the Members of the Tripura Legislative Assembly assembled in this session beg to offer our humble thanks to the Governor for the most excellent speech which he has been pleased to deliver to the House on 31st March, 1972."

The Motion was accepted by voice vote.

ANNOUNCEMENT.

Mr. Speaker :— I have received a report from the Secretary to-day that for the constitution of the Committee on Estimates and the Committee on Public Accounts, six nomination papers were received from candidates for each of the said Committees which is equal to the number of vacancies to be filled and as such I do hereby announce the names of candidates elected to those Committees.

COMMITTEE ON ESTIMATES.

1. Shri Sunil Ch. Dutta. — Chairman.
2. Shri Jitendra Lal Das. — Member.
3. Shri Anil Sarkar. —do—
4. Shri Kalipada Banerjee. —do—
5. Shri Benode Behari Das. —do—
6. Shri Subal Ch. Biswas. —do—

COMMITTEE ON PUBLLIC ACCOUNTS.

1. Shri Taritmohan Das Gupta. — Chairman.
2. Shri Nripendra Chakraborty. — Member.
3. Shri Ajoy Biswas. —do—
4. Shri Jaduprasanna Bhattacharjee. —do—
5. Shri Radhika Ranjan Gupta. —do—
6. Shri Abdul Wazid. —do—

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Government Resolution. I shall request Hon'ble Minister Shri Monoranjan Nath to move the Resolution that—

"This House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament.

Speaker : Next item in the list of Business is Governmedt Resolution. I shall request Hon'ble Minister Shri Debendra Kishore Choudhury to move his Resolution. I am sorry this Resolution is to be moved by Hon'ble Minister Shri Monoranjan Nath that—

"This House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twentyfifth Amendment) Bill, 1971, as passed by the two House of Parliament."

Sound from the House :- Yes Sir, the Resolution is already moved.

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলটার explanatory note আমরা Minister এর কাছ থেকে পেলাম না। এই বিলটা কি জন্যে এখানে আসল সেইটা বিলের উপর আলোচনার আগে আমরা মিনিষ্টার এর কাছে থেকে জানতে চাই so that we can understand the backgronnd and give our views. কারণটা যে কি, কি কারণে এইটা এখানে আসল সেই সম্পর্কে মিনিষ্টার এর কাছ থেকে এক্সপ্লেনেটারি নোট আমরা চাই।

Speeker ; Hon'ble Minister will please give explanatory note.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে কনষ্টিটিউশন এমেণ্ডমেন্ট আর্টিকল ৩৬৮ সেই সম্পর্কে পার্লামেন্ট এবং রাজ্যসভা এই দুইটি সভাতেই দুই তৃতীয়াংশ ভোটে এটা পাশ হয়েছে। এখন আমাদের রাজ্য বিধান সভাতে, আমাদের ত্রিপুরা বিধান সভাতে এটা প্রেইস্ করা হয়েছে। আমি বলব এই আর্টিকল ৩৬৮ তাতে আছে যে গভর্ণমেন্ট ইন্টারেষ্ট বা পাবলিক ইন্টারেষ্ট এ যায়গা একুইজিশন করার ব্যাপারে এবং তার যে ক্ষতিপুরণ সেই ক্ষতিপুরণের ব্যাপারে এমেণ্ডমেন্ট করা হচ্ছে। পাবলিক ইন্টারেষ্টে অনেক সময় জায়গা একুইজিশন করতে গিয়ে অনেক রকম মামলা মোকদ্দমা হয় এবং ক্ষতিপুরণ পেতে গেলে নানা রকম মামলা মোকদ্দমা হয় সেই জন্য সেই আর্টিকল এমেণ্ডমেন্ট এর উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাচ্ছে পাবলিক ইন্টারেষ্টে যদি কোন একুইজিসন বা রিকুইজিসন করা হয় তা হলে আইনের মাধ্যমে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় সেই ক্ষতিপূরণের জন্য কোন কোর্টে এ চেলেঞ্জ করা যাবে না সেইটাই হল আইনের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আমি বলব উভয় হাউসে যখন গৃহীত হয়েছে তখন ত্রিপুরাতেও এই হাউস তাহা এই রিজলুসনের মাধ্যমে পাশ করে দেবেন

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার যে প্রস্তাব মাননীয় মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ উপস্থিত করেছেন আমি সেই প্রস্তাবটির সমর্থন করে খুব সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলব। আজ এটা হচ্ছে আমাদের পবিত্র সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম অস্ত্রোপচার। এই অপারেশন ২৫টি করতে হল এবং আমি জানি না আরো কত অপারেশন করতে হবে কারণ একটা ধনিক জমিদার রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্য যে ধরণের সংবিধান তৈরী হয় সেই সংবিধান কার্য্যকরী করতে গিয়ে এ রাজ্য বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে, গরিব আরোও গরিব হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার স্যার—পণ্ডিত নেহেরু যখন জীবিত ছিলেন লোক-

সভায় ডঃ রামমোহন লোহিয়া একদিন এটা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের শতকরা ৩০ জন লোকের আয় হচ্ছে দৈনিক তিন আনা। পণ্ডিত নেহেরু বিশ্বাস করতে পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে মহলানবিশ কমিটি গঠন করা হল। তদন্ত করে দেখা যায় হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদের প্লেনে দিচ্ছে এই টাকা কোথায় যাচ্ছে? এটা একটা পার্কিউলেশন যে তাড়াতাড়ি উপরের তলা থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে এক এক ফোটা নীচের দিকে যায়। সেই জন্য উপরের তলায় যে টাকা ঢালছি সেই টাকা এক ছিটা ফোটা তলায়ও নিচে গিয়ে জমছে। কিন্তু মহলানবিশ কমিশন রিপোর্টে আপনারা দেখেছেন। সেই কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পার্কিউলেশন এর কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এটা, উপরের তলাটা ইস্পাত এবং পাথর দিয়ে তৈরী। এই জল নিচে যায় না। যে বিড়লার ২০ কোটি টাকা ছিল কংগ্রেস রাজত্বকালে ৪৫০ কোটি টাকা হয়েছে। আমাদের সংবিধান এমন ধারায় তৈরী যাতে তাদেরকে স্পর্শও করা যায় না। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে ২৫ বৎসর লাগল কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীর বুঝতে যে এই সংবিধান অচল আজকের দিনে। আজকেও তাদের এই যে সংবিধান সংশোধন, এই সংশোধন হওয়ার ফলে তারা যে বড়লোকদের টাকা স্পর্শ করবে সেই বিশ্বাস আমরা রাখব না। বড়লোকদের সম্পত্তি স্পর্শ করবে সেই বিশ্বাস আমরা রাখিনা। আমরা দেখছি আইন তৈরী হয়, শ্রম আইন তৈরী হচ্ছে কিন্তু শ্রমিক তার থেকে কোন সুবিধা পায় না। আমরা দেখছি ভূমি আইন তৈরী হচ্ছে কিন্তু তার পরেও ভূমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ হয় না। আমরা দেখেছি মহাজনি আইন তৈরী হচ্ছে কিন্তু মহাজনি শোষণ বন্ধ হয় না। আইন করে শোষণ বন্ধ করা যায় না যদি না সেই শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সেই একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের কিছু করবার সাহস না থাকে। মাননীয় স্পীকার স্যার—দেশের লোক দেখছে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে, তার বাজেটকে সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছে আমাদের বণিক সমিতি আর দেশের মানুষ বলছেন যে আমরা মরে গেলাম টেক্সের খাজনার ইত্যাদির চাপে। কাজেই আমরা এই সংবিধান সংশোধনের মধ্যেও কতটুকু সদিচ্ছা আছে সেই সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চা বাগানগুলো বন্ধ হয়ে থাকে সরকার মাসের পর মাস চেয়ে থাকে স্পর্শও করে না। আমরা কি আশা করতে পারব চা বাগান বন্ধ এই সংবিধান সংশোধনের সুযোগ নিয়ে সরকার পক্ষ নিয়ে দেওয়া হবে। সরকার হাতে নিয়ে বাগানগুলি পরিচালনা করবেন। তার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা হবে যে এই সংবিধান সংশোধনের সুযোগ কি আমরা কাজে লাগাচ্ছি।

এটা যাতে ব্যবহার করা না হয়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী প্রায় হুমকার মত দিয়েছেন যে গভর্ণরের বক্তৃতায় আপনাদের সম্পর্কে কিছু নাই। আমি জানি, এখনও মিসা আছে, এখনো পিডি এ্যাক্ট আছে, এখনো সিকিউরিটি এ্যাক্ট আছে। কাজেই এই রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য (নেয়েজ)। আমরা জানি বিনা বিচারে আপনারা আটক রেখেছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেটা যেন ব্যবহার করা না হয়। এই অনুরোধটুকু আমরা রেখে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভারতবর্ষের যে ২৫তম সংবিধান সংশোধন এটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতবর্ষে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে সেই একচেটিয়া পুজির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি, বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যে ব্যাপক ঐক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিফলন এই ২৫তম সংবিধান সংশোধন। কাজের এই সংশোধনের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, এটা সত্যি কথা। কারণ ভারতবর্ষের বর্তমান একচেটিয়া পুজির বিলোপ ঘটাতে হলে এবং আমাদের দেশের গরীব

মানুষের, শ্রমিকে, মধ্যবিত্তের জীবনের মানের উন্নতি ঘটাতে হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের, সে কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রগতিশীল শক্তিই হোক বা গণতান্ত্রিক শক্তিই হোক আর কংগ্রেসের বাইরের প্রগতিশীল শক্তিই হোক সমস্ত ঐক্যের ভিতর দিয়েই এই সংবিধান সংশোধনের যে উদ্দেশ্য আমাদের বর্তমান সমাজের আমূল পরিবর্তন, তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব। এই সংবিধান সংশোধনকে যারা কিছুই হয়নি বলেছেন সেই সমস্ত বন্ধুদের আমি বলব ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কি ঘটছে তার দিকে দৃষ্টি রেখে সেটা অনুভব করুন। নতুবা এই সমস্ত পরিবর্তনের দিকে চোখ বন্ধ রেখে শুধু সব লুটা হায়, সবর্টা হায় এই কথা বললে আমাদের জনসাধারণের, আমাদের শ্রমিকদের কোন অংশেরই মঙ্গল হবে না। এই জন্য এই ভারতের ২৫তম সংবিধান সংশোধনকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে যারা বাস্তবিকই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর এবং মধ্যবিত্তের উন্নতি ঘটাতে চায়, টাটা, বিড়লা ইত্যাদির একচেটিয়া পুঁজির বিলোপ ঘটাতে চান, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের ভিতর দিয়ে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা যায়, এই কথা বলে ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৫তম সংশোধনকে সমর্থন করে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কনষ্টিটিউশনের টুয়েনটিফিফথ অ্যামেণ্ডমেন্টের জন্য আমাদের সভায় প্রস্তাব করে তাকে সমর্থন জানাবার জন্য যে প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী এনেছেন আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানিয়ে সমর্থন করছি। এটা আজকে ভারতবর্ষের একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। আমার মাননীয় বন্ধু তার ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেছেন যে আজকে এটা হচ্ছে ২৫তম অস্ত্রোপচার। কথাটা একরকম সত্যি কথা। আজকে ভারতবর্ষের যে গণতান্ত্রিক মানুষের যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তার সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা, সবগুলিকে দিয়ে গণতন্ত্র তৈরী করেছে এবং এই গণতন্ত্রের মধ্যে মানুষের সম্পত্তি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্রিডম অব স্পীচ, ফ্রিডম অব ইউনিয়ন এবং সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত ভোগের অধিকার পেয়েছে এবং যারা কনস্টিটিউশানের খবর রাখেন তারা জানেন যে ভারতবর্ষের এই গণতান্ত্রিক কনষ্টিটিউশান, তার মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। কেন পরিবর্তন হচ্ছে? সমাজ এবং ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক ধারা, ঠিক যখন কনষ্টিটিউশান গঠিত হয়েছিল তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাদ ছিল না। তার কথা ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আসতে আসতে আরও গভীরতর পর্য্যায়ে সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই ফাণ্ডামেন্টাল যে রাইট, তার সঙ্গে সমাজবাদের যে আদর্শ, তার জায়গায় জায়গায় সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং যে সংগ্রাম সৃষ্টি হচ্ছে এবং যারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, বড়লোকের হাতে অতিরিক্ত অর্থ যাতে না যায় তার জন্য সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছে। কারণ এই সংবিধানের মধ্যে আর্টিকল ১৩ এবং ১৯ এবং আরও কতগুলি ধারা আছে যেগুলিতে সম্পত্তি ভোগ করার একটা অসম্ভব অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর আর্টিকল ৩১শেও কতগুলি অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটাও অ্যামেণ্ডমেন্ট করা হয়েছে কয়েকবার। সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারব যে যখন নাকি জমিদারী অ্যাকুজিশান করা

হবে সেই কমপেনসেসান যেন অসম্ভব একটা অ্যাকাউন্ট না হয়। তখন আইন করে, লেজিসলেচারের বিধান মতে সেই কম্পেনসেসান দেওয়া হল। কাজেই এটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে বড়লোক যাতে অধিক বড়লোক না হয় এবং তার জন্য এই আইন হয়েছে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে হাইকোর্টের কয়েকটা রুলিং এর জন্য এবং সব চাইতে বড় যে রুলিং গোলকনাথের কেস, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ধারাটির অর্থ পালটে যায়। সে একটা বিরাট ইতিহাস। আমি হাউসে সেজন্য বেশী সময় নিতে চায় না। পরবর্তী সময়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন এলেন তখন তিনি কয়েকটা বিরাট পরিবর্তন করতে লাগলেন এবং সেজন্যই ব্যাঙ্ক ন্যাশনেলাইজেশন করা হল। কিন্তু সেই বিষয়টাও যখন সুপ্রীম কোর্টে গেল তখন সুপ্রীম কোর্ট অন্যরকম সিদ্ধান্ত দিলেন এবং বললেন যে এইরকম আইন করার অধিকার পার্লামেন্টের নাই। রাজন্যভাতার ব্যাপারেও তাই হল। তাদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সেই ভাতা বিলোপ করা যায় না। আপনাদের জানা আছে যে সেই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হল এবং সেটা রাজ্যসভাতে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা রাজ্য সভায় পাশ হতে পারলো না। কারণ একজন সদস্য, সি, পি, এম এর অরুণ চ্যাটার্জী তখন গিয়ে উপস্থিত হতে পারলেন না এবং তারপর কনষ্টিটিউশনের ধারা অনুযায়ী আর একটা বিধান বলে সেটাকে বিলোপ করার জন্য বলা হল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে সেটাও হেরে গেল। তারপর আমাদের ইন্দিরা গান্ধী ম্যাণ্ডেট নেওয়ার জন্য নির্বাচন চাইলেন এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানালো, বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি জয়ী হলেন এবং তারপরেই এটা আনা হল।

তিনি তখন জনসাধারণ থেকে নুতন করে ম্যাণ্ডেট নেবার জন্য লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে ইলেকশান ডাকলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত লোক তাকে সমর্থন জানালো এবং তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন। কাজেই সাম্প্রতিক পর্যায়ে যখন ২৫তম এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল অব কনষ্টিটিউশান এলো যেটা দিয়ে আজকে যারা বড় লোক আছে, তাদের সেই বড় লোকী বন্ধ করবার জন্য, আজকে যদি রাজন্যভাতা বিল আনতে হত, তাহলে বিরাট অর্থ তাদেরকে দিতে হত। কিন্তু এই যে কনষ্টিটিউশন্যাল এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল যেখানে আগে কম্পেনসেসান দেওয়ার কথা ছিল, এখন সেখানে বলা হয়েছে এ্যামাউন্ট অর্থাৎ এটা আইনগতভাবে সংশোধন করা হয়েছে। এখন সরকার তার নিজের ক্ষেত্রে যদি কোন জায়গা জমি গ্রহণ করেন, তাহলে নিজের আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ টাকা দেওয়ার প্রয়োজন, সেটাই দিতে পারবেন, এর বেশী দিবেন না। কাজেই এটা হচ্ছে একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত আমাদের সমাজের মধ্যে যারা গরীব আছে তাদের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। এবং সেজন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে, যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক প্রথায় এই কনষ্টিটিউশানকে সংশোধন করতে হচ্ছে, আইনের চোখে সবাইকে সমান দেখতে হবে, কাজেই সেদিক দিয়ে দেখলে পার্টিকুলারলী এই যে সিদ্ধান্ত, এটা একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। যার জন্য বলা হয়েছে মাইনরিটিজদের যদি কোন স্কুল বা অন্য কোন চেরিটেব্যাল কিছু থাকে, তাহলে এই আইন এর সুযোগ নিয়ে সরকার সেটাকে নিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু সেজন্য আগের মত সরকারকে

বেশী পরিমাণ কম্পেনসেসান দিতে হবে না, সরকার যেটা নায্য বলে মনে করবেন, সেটাই দিবেন। তাই যে তিন কোটি টাকার রাজন্যভাতা বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে রেটিফিকেশানের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, সেটাকেও আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে সংবিধানের ২৫তম সংশোধনী যে লোকসভা এব রাজ্যসভায় গৃহীত হয়েছে, সেটাকে রেটিফাই করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে প্রস্তাব পেশ করছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই জন্য যে আমরা আজকে ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। এবং সেজন্য নির্বাচন উত্তর সংবিধানকে সংশোধন করে সমাজবাদের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি সংবিধান পর্য্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব সেখানে কতগুলি ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপ্যাল এবং ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের কথা উল্লেখ করা আছে এবং এই দুইটি পরস্পরের সঙ্গে ক্লেশ করছে। এবং আজকে একদিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ যাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই আর একদিকে আমরা দেখছি কিছু মুষ্টিমেয় লোক যাদের হাতে অগাধ ধনসম্পত্তি রয়েছে। কাজেই আজকে যাদের কিছু নেই, যাদের কোন সম্পত্তি নেই, যারা দিনরাত অনাহার বা অন্ন চিন্তায় ব্যস্ত, তারা ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের কোন অর্থ বা তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না। কাজেই আজকে এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করবার জন্য সংবিধানের এই সংশোধনী বিলটি লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে গৃহীত হয়েছে। কারণ আমরা সমাজবাদ করব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, সাংবিধানিক উপায়ে যেখানে বিধান সভা এবং লোকসভা আছে, তার মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, বাই কনসেণ্ট আমরা সেটাকে সমর্থন করব। কাজেই আজকে এই সংবিধান যেখানে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, তাকে পরিবর্ত্তন করা অবশ্যম্ভাবী এবং সেজন্য আমি এটাকেও বৈপ্লবিক বলে সমর্থন জানাচ্ছি। আমি আশা করব ভারতবর্ষে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব বাধা আসবে, সেটাকে দূর করবার জন্য কংগ্রেসের পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা সবাই সেদিকে দ্রুত এগিয়ে যাবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমধু সুদন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সংবিধানের ২৫ তম সংশোধনী বিল যেটা এই হাউসে রেটিফিকেশানের জন্য প্রস্তাব এসেছে, আমি তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। এই সঙ্গে আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হল কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একবার বলেছিলেন যে আমাদের দাবী দাওয়া আদায় করবার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা এই সংবিধানকে ভেঙ্গে দেব। আজকে সেই পার্টিরই একজন বিশিষ্ট নেতা নৃপেন বাবু এই হাউসে এই সংশোধনী বিলটিকে সমর্থন করতে গিয়ে যে কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ তিনি এই সংবিধানকে স্বাগত জানালেন পবিত্র বলে সেজন্য আমি আমাদের বিরোধী দলের নেতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটা কথা মনে পড়ে সেটা হল,

একটা ছোট শিশু যখন মা বাপের কোলে থাকে, তখন সে মা বাপকে লাথি মারে এবং যখন আস্তে আস্তে বড় হয়, তখন মা বাপকে ভক্তি করে। কাজেই আমাদের বিরোধী দলের নেতার মস্তিষ্কে এই যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।

Mr. Speaker :— Now I shall put the resolution to vote for decision of the House.

The question before the House is the Resolution moved by Shri M. Nath, that—

"This House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament." It was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Next item in the list of Business is Discussion on Motion.

I shall now request Shri D. Choudhury to move his Motion that—
ত্রিপুরা বিধানসভা স্বাধীন, সার্ব্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

"বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া যে সকল ভারতীয় জোয়ান, নাগরিক ও বাংলাদেশ মুক্তি যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করিয়া এই সভা তাহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে এবং তাহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম-মর্য্যাদা সম্পন্ন যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্দের বন্ধন রহিয়াছে তাহা আরও দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া এই সভা আশা করিতেছে।"

শ্রীডি, চৌধুরী :— ত্রিপুরা বিধানসভা স্বাধীন, সার্ব্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

"বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া যে সকল ভারতীয় জোয়ান, নাগরিক ও বাংলাদেশ মুক্তি যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করিয়া এই সভা তাহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে এবং তাহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম-মর্য্যাদা সম্পন্ন যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্দের বন্ধন রহিয়াছে তাহা আরও দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া এই সভা আশা করিতেছে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে আজকের স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণতন্ত্রী বাংলাদেশ হওয়া নূতন কিছু নয়। আজকের ভারত যা নাকি আশা করেছিলেন আজকে তাই সম্পূর্ণ হয়েছে কারণ আমরা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাহা দেখতে চেয়েছিলাম। ভারতকে আজকে উত্তম করে গড়তে হলে এবং ভারতকে যদি রক্ষা করতে হয় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকেও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করাতে হবে। তাই আজকে বিপ্লবী ইন্দিরা গান্ধী যিনি নাকি সমস্ত পৃথিবীতে এক বিপ্লব এনেছেন তিনি বললেন ভারতবাসী তোমরা আস আমরা সবাই মিলে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং এই স্বাধীনতা শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা নয় এই স্বাধীনতা সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা। কাজেই এই যে বিপ্লব যে বিপ্লব আজকে মানুষকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। তাই ভারত কি চেয়েছিল আজ পৃথিবীর সমস্ত লোক দেখতে পেয়েছে এবং তার জন্য আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় জোয়ান, নাগরিক, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা তারা যে শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তা নয় তারা গিয়েছিলেন মানবতা রক্ষার জন্য পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর মানুষকে স্বাধীনতা কি জিনিষ তা বুঝাবার জন্য তার জন্যই তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। সেজন্য ভারতীয় জোয়ান, নাগরিক আজ গর্বিত। তাই আজ আমি তাঁদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধা, বাংলাদেশের জনসাধারণ ও ভারতের জনসাধারণ যারা অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েছেন—মা, বাপ, ভাই বোনদের বিসর্জন দিয়ে আজ থেকে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে সেই স্বাধীনতাকে কেউ যেন স্পর্শ করতে না পারে। কেউ যেন তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য আজ আমাদের শপথ নিতে হবে। এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমি গর্বিত যে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আজ নূতন বিপ্লব তা থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশ শিক্ষালাভ করেছে। তাই এই যে সমাজতন্ত্রের কথা গণতন্ত্রের কথা মুখে বলা হয় এগুলি মানুষের গলায় ছুড়ি মেরে মানুষকে বোমা মেরে করা যায় না করা যায় শুধু মানুষের সহযোগীতায় জনসাধারনের সহযোগীতায় এবং যদি কোন সদিচ্ছা থাকে সেই সদিচ্ছার মাধ্যমে এবং সেই জিনিষই ইন্দিরা গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং বাংলাদেশের সমস্ত জনসাধারন-কে ধন্যবাদ দিয়ে , ভারতীয় জোয়ানগণ নাগরিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যারা মৃত্যু বরণ করে-ছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। এবং বাংলাদেশের জনসাধারনের সংগে ভারতীয় জনসাধারনের যে মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে সেই মৈত্রী বন্ধন চিরস্থায়ী হোক এই কামনা করি। আশা করি মাননীয় সদস্যগন আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

মি স্পীকার :—I will request Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborty আপনি বলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মোশানের নোটিশ চেয়েছিলাম সেই নোটিশটি সরকারী ভাবে এসেছে তাতে আমি আনন্দিত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমেই আমি বাংলাদের মুক্তিফৌজকে...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে হাজার হাজার মুক্তিফৌজ, অগণিত নরনারী, দেশপ্রেমিক হিসাবে আত্মবলিদান করেছেন, আমাদের দেশের বীর জওয়ান, আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক যারা রক্ত দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য, আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাদের স্মরণে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার; বাংলাদেশের মানুষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার লড়াই করেছিলেন আমাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, কিন্তু আবার কেন তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে হল? তার কারণ হল এই, সেই স্বাধীনতা মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে গিয়েছিল তারা রাওয়ালপিণ্ডির ২২টি ধনকুবের রাওয়ালপিণ্ডিতে বসে বাংলাদেশের মানুষের রক্ত শোষণ করত, বাংলাদেশের ভাষা কেড়ে নিত; বাংলাদেশের মানুষকে মিলিটারী দিয়ে শাসন করত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের এই বিদ্রোহ ছিল তারই বিরুদ্ধে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই লড়াই থেকে আমরা কয়েকটি শিক্ষা লাভ করতে পারি। এক নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে ভোটের বাক্স দিয়ে শাসন চালানো যায়, কিন্তু দেখা গেল ভোটের বাক্স যখন শেখ মুজিবের হাতে চলে গেছে. মুজিব ভাইয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ যখন লড়াই করতে প্রস্তুত, তখন মুজিবকে ত, প্রধান মন্ত্রী করা যায় না, তার বিরুদ্ধে মিলিটারী তৈরী হল, গুণ্ডা তৈরী হল, তার বিরুদ্ধে রাজাকার তৈরী হল, এবং তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে যখন তারা নামল, তখন আমরা দেখলাম তার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি দাঁড়িয়ে সেই হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস থেকে সুরু করে রাস্তার ভিখারী পর্যন্ত এক হয়ে সমস্ত মানুষ বেরিয়ে এল মুক্তিফৌজ হিসাবে, বেরিয়ে এল মিলিটারী, পুলিশ যাদের দিয়ে এতদিন অত্যাচার চালিয়েছিল সেই ২২টি পরিবার, যারা আজ তাদের এ কাজে নিয়োজিত হবে না। আমরা দেখলাম সেই লড়াইয়ে কিভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের মানুষ এক হয়ে, সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত পার্টি কিভাবে তাদের সাহায্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে বিবৃতি দিতে চান নি এবং যখন বিরোধী দলের সদস্যরা চেপে ধরল যে আপনার বিবৃতি দিতে হবে আমরা আমরা স্বরণ সিংএর বিবৃতিতে সন্তুষ্ট নই, তখন তিনি বিবৃতি দিয়ে ভাসা ভাসা বললেন সকল প্রকার সাহায্য করব। তিনি যদি সেই সময় আমেরিকা না ঘুরতেন রাজনৈতিক আপোষের সন্ধানে, সম্ভবত: এই ৩০ লক্ষ লোক বাংলাদেশে নিহত হতনা, এ' খুনি জল্লাদের হাতে ২৭।২৮ তারিখে সমস্ত দল একত্রিত হয়ে, কংগ্রেসের নেতারাও এবং ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতারাও দাবী করেছিল যে স্বীকৃতি দেওয়া হউক কিন্তু তাঁদের কথাও প্রধান মন্ত্রী শুনেন ন যদি তিনি সেকথা শুনতেন তাহলে এতবড় একটা দুর্ঘটনা হতনা। আজকে আমি স্বরণ করব সোভিয়েট ইউনিয়নকে। যদি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন না দাঁড়াত তাহলে আজকে কি হত? যারা কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী, এতদিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বলে বেড়াতেন, আজকে তাদের মস্কো যাত্রা করতে হয় মক্কা যাত্রার মত যেন তীর্থ যাত্রা করেছেন এবং আমি জানি যে কাল তারা হয়তো পিকিং যাত্রাও সুরু করবেন। বিপদে পড়লে পিকিং যাত্রাও তারা করবেন। কারণ তারা বলেছেন ১৭ বঃ মাইল জায়গা পিকিং দখল করে রেখেছে, কোথায় তারাতো সে জায়গা ছেড়ে যায়নি, তাদের সংগেতো আজ পর্যন্ত আপোষ হয়নি। কিন্তু চীনের নেতা মাউসে তুং পিংপং খেলার জন্য ডাকল কি না সেটা যাচাও করে পিংপং খেলার জন্য পিকিং পাঠান হয়। আমরা জানি চীন ভুল করেছে, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেনি আজও তারা ভুল করে।

Mr. Speaker :— Now I would request Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborty.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একই মোশানের নোটীশ এখানে সরকারীভাবে এসেছে, কাজেই আমি আনন্দিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রথমে আমি বাংলাদেশের মুক্তি ... ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে হাজার হাজার মুক্তি ফৌজ, অগণিত নরনারী, দেশপ্রেমিক হিসাবে আত্মবলিদান করেছেন, আমাদের দেশের বীর নৌজোয়ান, আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক যারা রক্ত দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য, আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাদের স্মরণে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের মানুষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার লড়াই করেছিলেন আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, কিন্তু আবার কেন তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে হল? তার কারণ হল এই, সেই স্বাধীনতা মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে গিয়েছিল তারা রাওয়ালপিণ্ডির ২২টি ধনকুবের, রাওলপিণ্ডিতে বসে বাংলাদেশের মানুষের রক্ত শোষণ করত, বাংলাদেশের ভাষা কেড়ে নিত, বাংলাদেশের মানুষকে মিলিটারী দিয়ে শাসন করত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের এই বিদ্রোহ ছিল তারই বিরুদ্ধে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার এই লড়াই থেকে আমরা কয়েকটি শিক্ষালাভ করতে পারি। এক নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে ভোটের বাক্স দিয়ে শাসন চালানো যায়, কিন্তু দেখা গেল ভোটের বাক্স যখন মুজিবের হাতে চলে গেছে, মুজিব ভাইয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ যখন লড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেনা, আজকে কাশ্মীরের প্রশ্নকে তারা বড় করে তুলছেন যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের এই সুবিধা হয়। আমরা জানি যে আজও আমাদের দেশ নিরাপদ নয়। আপনারা দেখেছেন পাকিস্তানের ভুট্টো সাহেব তিনি সমাজতন্ত্রে কমপিটিশন দিচ্ছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। তিনি ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজেশন করেছেন, এবং শুধু তাই নয়, রাজন্যভাতা—ইন্দিরাজী রাজন্যভাতা ভারতবর্ষে বন্ধ করেন নি। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে ওড়িষ্যা গভর্ণমেন্টের কাছে নির্দেশ গিয়েছে তোমরা রাজন্যভাতা বন্ধ করো না, খবরের কাগজ পড়ে দেখুন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তে ঐ ভুট্টো সাহেব রাজন্যভাতা বন্ধ করে দিয়েছেন, ঐ ২২টি পরিবারেব মূলধন কোথাও যেতে পারবে না নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষা জাতীয়করণ করেছেন, কিন্তু আমরা পারছি না। সেখানে ভুট্টো সাহেব সমাজতন্ত্র করছেন আমরা বলছি না। আমরা বলছি এটা একটা আবরণ—একটা ঢাকনা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলানো, সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি তৈরী করা, সেন্টো, সীয়াটো, ন্যাটোর সঙ্গে আবার জোট বেঁধে আরেকটা যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরী করার জন্য সেখানে তারা কাজ করছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানেও ম্যাকনামারা এসেছিলেন আমাদের বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়ার জন্য। আমাদের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন টাকা নেওয়াতে কোন

দোষ নেই, কারণ চারশত কোটি টাকা আমাদের শুধু ঋণের সুদ দিতে হবে, কোথা থেকে টাকা আসবে? কাজেই আমাদের এই যে বাংলাদেশ, এই যে আমাদের উপমহাদেশ, সেটা আজকে সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে: একে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে। আমরা লক্ষ্য করেছি শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। আজকে আমেরিকার মত দেশগুলি যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়নি বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি তৈরী করার চেষ্টা করছে। আমরা বাংলাদেশের যুদ্ধে বুঝতে পেরেছিলাম আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে, যে কোন দল, যে কোন পার্টি এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা এক জোট হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলাম. সেইজন্য আমাদের সমর্থন ছিল নিঃস্বার্থ এবং আমাদের সমর্থন ছিল সর্বক্ষেত্রে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই মোশানকে সমর্থন করি। আমি আশা করি আমাদের যে বর্ডার আছে, যার জন্য আমরা রাত্রিতে ঘুমাতে পারতাম না, আজকে আবার বি, এস, এফ'এর দৌলতে, ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের দৌলতে আবার বর্ডারে গরু চুরি সুরু হয়ে গেছে। আজকে বাংলাদেশের সঙ্গে ট্রেডের নাম করে চোরা কারবারীরা— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভোটের সময় দেখেছি যে ড্রাম ড্রাম তেল পাচার হচ্ছে এবং সেখানকার কংগ্রেসী নেতারা তাদের নিজেদের জীপ দিয়ে তা পাচার করছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আশা করব যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে, সেই সংগ্রাম সার্থক হবে। আমাদের দেশের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব এবং সেই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য বাইরে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মিঃ স্পীকার :—দি কোয়েশ্চান বিফোর দি হাউস···

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর কয়েকটি কথা বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—আমি দুঃখিত, আপনাকে সময় দিতে পারছি না, কারণ আমাদের আরও বিজনেস রয়েছে এবং সময় আমাদের মাত্র আর বার মিনিট আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি মনে করি কয়েক মিনিট তাকে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—আমার দিতে কোন বাধা নাই। হাউস যদি এগ্রী করে তাহলে আমি এক্সটেণ্ড করব টাইম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আরও যে কয়েকজন নির্দ্দলীয় সদস্য এখানে আছেন, তাদেরও বলতে দেওয়া হউক।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে যে প্রস্তাব এসেছে, এই বিধান সভায়, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার কয়েকটি বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ :—বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবং তাদের মুক্তিবাহিনী যে সংগ্রাম করেছে। তাদের আমি অভিনন্দন জানাই এবং ভারতের জনসাধারণ, ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ, ভারতের জোয়ান বাহিনী, ভারতের সরকার যারা অকৃত্রিমভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিলেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উপলক্ষে আজকে আমাদের কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু মুক্তি সংগ্রামই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যেমন মুক্ত হয়েছে, তেমনি তাঁরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন থেকে আমরা একটা শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি যে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যদি একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত না হত, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব হত না। যদি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে না আসত নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাহলে বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হত না। কোন রকম সংকীর্ণতাবাদ, কোন রকম হঠকারিতা যে মুক্তি আন্দোলনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, যে কোন আন্দোলনেই সাফল্যজনিত সাহায্য করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ। মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের মুক্তির ভিতর দিয়ে, ভারত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের যে মৈত্রী চুক্তি হয়েছে, তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে এবং সারা বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনকে যারা পরাভূত করতে চায়, তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং সেই সমস্ত বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীকে মদত যোগাচ্ছে মাও সেতুঙ গোষ্ঠি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাও সেতুঙ'এর মতবাদকে যদি কেউ ভুল বলে মনে করেন তাহলে আমি বলব তিনি অত্যন্ত শঠ। মাও সেতুঙ'এর মতবাদ বাংলাদেশের, সমস্ত বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এটা যদি সাধারণ ভুল বলে মনে করেন কেউ তাহলে অত্যন্ত কম মনে করা হবে এবং এড়িয়ে যাওয়া বলে আমি মনে করি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশ স্বাধীনতা উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকাকে আজকে আমরা প্রশংসা করছি, দুনিয়ার মানুষ প্রশংসা করছে। সারা বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র শক্তি যে সোভিয়েট রাশিয়া, সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকে চোখের মনির মত রক্ষা করছে। যারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে শোধনবাদী বলে রাস্তাঘাটে চীৎকার দিয়ে বেড়িয়েছে তারা যদি আজকে বোঝান যে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটা বিপ্লবী এবং গণতান্ত্রিক দেশ যারা বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতাকামীদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে আমি মনে করব বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অনেক শিক্ষা আমাদের দেশের মানুষকে দিয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার,

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উপলক্ষে যদি কেউ মনে করেন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাহলে সেখানে আবার সাম্রাজ্যবাদের ঘাটি গড়ে উঠার যে ভীতি আমরা সেটাকে নিরর্থক মনে করি এবং এও তার এক রকমের সংকীর্ণতা মনে করি। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই উপলক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়ন মৈত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে চীন এবং আমেরিকার ভূমিকাকে বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা বলে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের সদ্গতি কামনা করে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে এটা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। বিরোধীদলের নেতা মাননীয় নৃপেনবাবু এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে যেভাবে ধান ভানতে শিবের গীত গাইলেন তার সম্বন্ধে আমার দু'একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। তার ভাষাটা অনেকটা "ইয়েস, নো, ভেরী গুড", ঠিক এই জাতীয় বলে মনে করি। তিনি একবার এই গণঅভ্যুত্থানকে সমর্থন করছেন, আবার গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। আমার মনে হয় উনারা কতগুলি এলার্জীতে ভুগছেন। যে সংগ্রামে তাদের আশীর্ব্বাদ করতে হয় সেই সংগ্রামেই তারা যেন কতগুলি সাম্রাজ্যবাদের ছায়া দেখতে পান। আমি বলতে চাই চীনের ভূমিকাকে বাংলাদেশের সংগ্রামের ব্যাপারে নিন্দা করেছেন। আবার একাধারে রাশিয়ার ভূমিকাকে তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই ভারতবর্ষের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সি, পি, আই, ওদের মধ্যে তফাতটা কোথায়? ওরা হল মাও সে তুঙের গাটছড়ায় বাঁধা। উনারা রাশিয়াকে বলেন সংশোধনবাদী। তাই সি, পি, আই রাশিয়ার সঙ্গে চলে গেছে, উনারা চলে গেছেন চীনের সঙ্গে। আমরা দেখলাম ১৯৬২ইং সালে যখন চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, যখন ভারতবাসী এবং জোয়ানেরা এদের টিপে মেরে ফেলবে, এই অবস্থা যখন চলছে তখন তারা অনুভব করল যদি আমরা চীনকে সমর্থন করি, চীনকে আক্রমণকারী না বলি, চীনের বিরুদ্ধে যদি আমরা কিছু না বলি, আমরা চীনের সমর্থনে যদি কিছু বলি তাহলে ভারতবর্ষের জনতা আমাদের টিপে মেরে ফেলবে। তখন তারা চীন আক্রমণ করেছে বলে সত্য কথাটা বলল। কিন্তু তলে তলে তাদের গাটছড়া বাঁধা রইল চীনের সঙ্গে। মাও সে তুঙের নীতিকে তারা সমর্থন করলেন। ওরা মার্কসবাদী হলেন আর রাশিয়া হল সংশোধনবাদী। রাশিয়াকে তারা করলেন নিন্দিত। এবারও যখন বাংলা দেশের গণ অভ্যুত্থানকে, বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পেছন থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করল চীন এবং আমেরিকা তখন এই সংগ্রামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য প্রকাশ্যে সমরাস্ত্র যুগিয়ে চললো এবং আমেরিকা প্রকাশ্যে ভারতবর্ষকে বলল,—সাবধান, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুমি যদি নাক গলাও তাহলে আমরা পাকিস্তানের পক্ষে আছি। এই যে যারা ভারতের মানবতার বিরোধী, ইয়াহিয়ার চক্রান্তে যারা মদত যুগিয়েছে, যারা শোষিত জনসাধারণের, শোষিত বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান সমর্থন জানায়, যারা বলে আমরা শোষিত জনতার বন্ধু, সেই চীন যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল, এই মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন রাশিয়ার ভূমিকাকে প্রশংসা করে, তখন আমার অবাক লাগে। আর জনগণের নামে যখন

তারা চীনকে নিন্দা করে তখনও অবাক লাগে। কাজেই তাদের যে ভূমিকা এটা অনেকটা "ইয়েস, নো, ভেরী গুডের" ভূমিকা। যখন যেটা বললে সুবিধা হবে, বাজীমাত করা যাবে এবং জনতাকে ধাপ্পা দেওয়া যাবে তখন তারা ঠিক সেটাই করে। আজকে বাংলাদেশের যারা শহীদ হয়েছে তাদের আত্মার প্রতি তারা যদি সম্মতি না জানান তাহলে তারা জনতার কাছে মার খাবেন। তাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছেন। কিন্তু যেহেতু এই কংগ্রেসী সরকার ইন্দিরা গান্ধীকে এই ব্যাপারে সমর্থন করেছেন কাজেই সেটা গা জ্বালা করার কথা। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তিনি না বলেছেন গত মার্চ মাসে তারা ইন্দিরাকে বলেছেন কেন স্বীকৃতি দেওয়া হল না বাংলা দেশকে। যদি স্বীকৃতি দেওয়া হত তাহলে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী মারা যেত না। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে ভারতের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের পিতৃভূমি চীনকে কেন এই কথা বলল না যে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তোমরা স্বীকৃতি দাও, বাংলা দেশের স্বাধীনতাকে তোমরা স্বীকার কর। তারা ইন্দিরা গান্ধীকে যে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলল তারা যে পিতৃভূমি চীন থেকে নীতি ধার করে আনে সেই চীনের মাও সে-তুংকে এই কথা বলল না কেন যে মাও সে তুং তুমি ভুল করছ। আজকে এই ভুলের কথা দুনিয়া কেন বলছে। আমাদের ভারতের অনেক নেতারা ও অন্যান্য দেশের নেতাদের মত কম্যুনিষ্ট চীনে বেড়াতে যান. শুভেচ্ছা সফরে যান। তারা কেন এই কথা বলেন নি যে এই বাংলাদেশের গণ সংগ্রামকে সমর্থন করার কথা বলতে পারলেন না কেন যে বাংলাদেশের সংগ্রাম মেহনতী জনতার সংগ্রাম. সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। চীন, তুমি এই সংগ্রামকে সমর্থন কর। মাও সে তুঙের স্বীকৃতি আদায়ে শুন্য তো তারা একটা কথাও বলেন নি। কাজেই আমরা এই কথাই বলতে চাই যে তাদের এই এখনকার সমর্থন আর ইন্দিরা গান্ধীকে যে নিন্দা আবার একদিকে চীনকে নিন্দা, চীন ঠিক করে নি, রাশিয়া ঠিক করেছে. ভূতের মুখে রাম নামের মত তারা অনেকটা 'ইয়েস, নো, ভেরী গুডের' মতন অপুরচুনিষ্টের নীতিতে তারা ভোগছেন। এই কথা বলেই আমি তাদের সাবধান করে দিতে চাই যে কথায়ও কাজে আপনারা এক হোন। আর আপনারা যে এলার্জীর দৃষ্টিভঙ্গীতে চলছেন আর যে আন্দোলন আপনাদের সমর্থনপুষ্ট নয়, সারা দুনিয়ার সেই আন্দোলনের পেছনে শুধু আপনারা দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি ভংগী। এটা আপনারা ভুলে যান। এই হাউসে মিঃ স্পীকার, আমার আগে যিনি বলেছেন শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস, তিনি যে ভাষণ এখানে রেখেছেন আমিও তার ভাষণকে সমর্থন করে এই কথাই বলছি যে তারা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা বর্জন করুন এবং পৃথিবীতে সমস্ত সমাজবাদী শিবিরে যে একটা ঐক্য গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে পৃথিবীর ভারসাম্যের যে গতি পরিবর্তিত হয়েছে সেখানে আজকে রাশিয়া, চীন, এক ঘরে হতে চলেছে, চলুন আমরা সবাই সেই প্রগতিবাদী সেই সমাজবাদী অংশ একজোট হয়ে বিশ্বে যে মানবতার বিরুদ্ধে যে শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই শক্তিকে আমরা স্তব্ধ করে দিই। সারা বিশ্বে যে মানবতার অবমাননা হচ্ছে আমরা সমস্ত বিশ্বের মানবতাবাদী শক্তি এক হয়ে, সমাজবাদী শক্তি এক হয়ে সেই পৃথিবীর শান্তি এবং প্রগতিকে আমরা রক্ষা করি। এই যদি

আমরা করতে পারি তাহলেই সত্যিকারের মানবাধিকারে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। আর তা না হলে আমরা শুধু ভাবের ঘরে চুরিই করব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now time is over. Now with the consent of the House I may extend the time for half an hour.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে যে একটা মোশন এসেছে আমি এটাকে সমর্থন করছি। নির্দ্দল সদস্য হিসাবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষায় সংগ্রাম একটা জলন্ত সিদ্ধান্ত। আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বহু দেশ প্রথমে একটা ভুল পথে চলেছিল। তারা ঠিক স্বীকার করে নিতে পারে নি বাংলাদেশকে। এই ব্যাপারে ভারতের যে একটা সোচ্চার ভুমিকা ছিল সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই সোচ্চার ভুমিকা কিভাবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে, কিভাবে ভারতের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চেষ্টা করে গেছে, সেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমরা দেখি ভারতবাসী তথা ত্রিপুরার জনসাধারণ যে অসীম দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। আমি একথাও বলতে চাই যে বাংলাদেশের জয় সেটা বাংলাদেশের জনগণের জয় এবং ভারতবাসী তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আছে। ঐ সঙ্গে আর একটা কথা আমি যুক্ত করতে চাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় ঐক্য এসেছিল আমাদের জীবনে সেই জাতীয় ঐক্য যেন বজায় থাকে। আমরা অনেক সময় পরস্পর দোষারূপ করে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ থেকে সরে পড়ি। এটা যেন না ঘটে। তাহলে জাতীয় ঐক্য যেটা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেই ঐক্যে ভবিষ্যতে ফাটল ধরতে পারে। তা না হলে আমরা সার্থকভাবে নূতন ত্রিপুরাকে গঠন করতে পারব না। বাংলাদেশের ব্যাপারে যে মোশন এসেছে তাকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের ঘটনাতে যে সকল ভারতীয় জোয়ান এবং মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন তাদের সদ্গতি কামনা করে এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। বিরোধীপক্ষের সদস্য মাননীয় নৃপেনদা একটু আগে বলেছেন যে উনাদের দলের চাপে পড়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একথা সত্যি নয়। যখন বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম সুরু হয় সেদিন কেউ আওয়াজ তুলেনি। আজকে আমরা নানা জায়গায় নানা বিষয় শুনছি। তারা বলছেন যে বাংলাদেশের যুদ্ধের জয় কোন রাজনৈতিক দলের জয় নয়। এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই কথা যারা বলছেন তাদের স্লোগান এবং পোষ্টারিং সম্বন্ধে যদি লক্ষ্য করি তাহলে বাংলাদেশের সংগ্রামে তাদের ভূমিকা কি ছিল সেটা জানতে পারি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন ইয়াহিয়া চক্রের পেষণে পিষ্ট হচ্ছে এবং তার সঙ্গে আমেরিকা ও চীন যুগ্মভাবে অস্ত্র খয়রাতি দিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটা দেশকে

রক্ষা করার জন্য, মানবাধিকারকে রক্ষা করার জন্য সেদিন সারা পৃথিবীতে ঘুরেছিলেন। সেদিন তো চীন সাড়া দেয়নি। ভিয়েতনামের কথায় যারা গদ্ গদ্ ভাব বাংলাদেশের অস্তিত্ব যখন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল তখন তাদের ভাবের ঘরে আগুন লাগছিল কেন আমি প্রশ্ন করছি? আজকে একটু আগে ইয়েস্ নো ভেরী গুড রাশিয়াকে সমর্থন করছেন। কিন্তু ঐ চীন কেন স্বীকৃতি দেয় নি সেকথা তো তিনি বলেন নি। ১৯৬২ সালে আমরা দেখেছি তারা বলেছেন যে চীন যখন আক্রমণ করেছে তখন বিপ্লবের সময় হয়ে গেছে। সেই প্রশ্নে রাশিয়া এবং চীনের কমুনিষ্টের ভিতর ডিভিশন এসেছে। তারা বিপ্লবের কথা বলে চীনকে আহ্বান করেছিল ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার জন্য। সেদিন ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষের হিমাচল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রতিটি মানুষ একযোগে চীনকে রুখেছিল। সেই প্রশ্নে আজ রাশিয়ান কম্যুনিষ্ট সি, পি, এমকে সমর্থন করছে না। আমরা দেখেছি বাংলাদেশের প্রশ্নে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টরা বলেছেন বিপ্লবের ধারায় বাংলা-দেশের এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট নির্দ্ধারণ করতে হবে। এই লড়াইকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যায় না। ভিয়েতনামের পরিপ্রেক্ষিতে এই লড়াইকে শ্রেণীযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ বলা যায় না। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত এর একটা বক্তব্য ১৯শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে। সেটা দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে বাংলাদেশ প্রশ্নে তাদের ভূমিকা কি ছিল? পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভারতবর্ষের যে কোন অংশ হতে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারব এই অধিকার সংবিধানে দিতে হবে। তাই আজকে যতই সুন্দর কথা বলুন না কেন বাংলা দেশের যুদ্ধের সময় আমরা তাদের ভূমিকা দেখেছি। তাদের মতে ভারত—রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি হচ্ছে একটা বিপজ্জনক চুক্তি। কিন্তু সেটা হল মানব অধিকারের চুক্তি এবং গণতন্ত্র রক্ষার চুক্তি। কাজেই আজকে শ্লোগানের যুগ নয়, আজকে বাস্তবতার যুগ। যারা যত কথাই বলুন না কেন আমরা বিশ্বাস করি তাদের চিন্তাধারা নির্ব্বাচন কালে ত্রিপুরার মানুষ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পর্য্যন্ত তাদের সেই মিথ্যা প্রচারের জন্য তাদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি আবেদন করব আপনারা অপপ্রচার চালাবেন না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারার সঙ্গে আপনারা সামিল হয়ে কোন প্ররোচনামূলক উস্কানি আপনারা দিবেন না। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সার্ব্বভৌম বাংলাদেশের সমর্থনে যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমরা সমর্থন করছি। এই সম্পর্কে আমার পার্টি প্রথম থেকে যে ভূমিকা নিয়েছে সেটা আমি বলছি। ২৫শে মার্চের পর আমাদের পার্টি প্রথম বলল যে এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এটা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ভারত সরকারের উচিত সর্ব্বভাবে সাহায্য করা অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে এবং সর্ব্বপ্রকার আশ্রয় দিয়ে, যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের ট্রেনিং এর সুবিধা দিয়ে। সেদিন কংগ্রেস থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে তারা বলেছিলেন যে, না, এটার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে

সে দিন কংগ্রেস থেকে ইন্দিরাজী তারা বলেছেন যে না এটা রাজনৈতিক সমাধান নয়। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং শ্রীস্বর্ণ সিং বলেছেন যে পাকিস্তানের ভিতরে থেকে এর সমাধান হতে পারে। আমরা সে দিন বলেছিলাম যে রাজনৈতিক সমাধান না হলে এক দিকে ইয়াহিয়া খাঁন, অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সন্তুষ্ট করা হবে, কারণ ওদের কাছ থেকে আমরা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছি। যে ২০ হাজার টাকা ঋণ পাওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালী করছে, ঠিক তারই কারণে ইন্দিরাজীর মধ্যেও মার্কিন প্রীতি দোদুল্যমান রয়েছে। কারণ আমরা সঙ্গে সঙ্গে.........

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে এখানে যে ডিস্‌কাস্‌ন হচ্ছে সেটা কি বাংলা দেশের উপর হচ্ছে না ইন্টারন্যাশান্যাল পলিসির উপর হচ্ছে। রিজলিউশানটা যাকে ভিত্তি করে এসেছে, সেটার উপরই আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, you should confine your speech on the subject matter of the motion.

শ্রীঅনিল সরকার—আমি সেটা চেষ্টা করছি। কাজেই আমার পার্টি এই বাংলা দেশ সম্পর্কে প্রথম থেকে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেটা অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে ভারতের জনগণের যে দাবী, সে দাবী ইন্দিরা সরকার শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছেন। সেখানে ৩ কোটি লোকের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৩০ লক্ষ মানুষকে খুন করা হয়েছে আর এক কোটি লোক যখন এখানে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাদের সেই আশ্রয় দিয়ে তাদের যে সব সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও অনেক জায়গাতে লুটপাট করে নিয়ে গেছে। রাজাকারেরা যে ভাবে ঐখানে মানুষের উপর অত্যাচার অবিচার করেছে, এখানে তারা সেই রাজাকারের ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই আশ্রয় প্রার্থীর আশ্রায়দাতা হিসাবে যে ভূমিকা, সেটা তারা ঠিকমত পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই তাদের এই যে ভূমিকা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে এবং বাংলা দেশের সঙ্গে ব্যবসা করবার জন্য ব্যবহার করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বাংলাদেশের সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমার পার্টির নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। আর সেজন্যই ইন্দিরা সরকার ভারতের জনগণের দাবী এবং চাপের কাছে মাথানত করে বাংলা দেশকে সাহায্য এবং স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে যারা আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের সংগতি কামনা করে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এনেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। আর এই হাউসে দেখতে পাই যারা নাকি বাংলা দেশের এই মুক্তিকামী যুদ্ধকে যেখানে নাকি নারী হত্যা চলছিল, যেখানে নাকি নির্বিচারে গণহত্যা চলছিল সেটাকে পিছন থেকে মদত দিয়েছিল, আজ তারাই নাকি এই হাউসে সেটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছে। আবার পিছনে ইন্দিরাজীকে ষড়যন্ত্রকারী এবং স্বৈরাচারী বলে আখ্যা দিচ্ছেন। তাই আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

যে তারা যদি এই হাউসে তাদের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে বলেন, তাহলে আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাব। কারণ আমরা দেখেছি, বাংলা দেশে যুদ্ধের সময়ে আমাদের তরফ থেকে তথা ভারত সরকারের তরফ থেকে ইন্দিরাজী মানবীয় কারণে মানুষের বাঁচার জন্য যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার জন্যই পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই গিয়েছিলেন, এমন কোন জায়গা বাদ দেওয়া হয়নি। সেটা কার জন্য? নিশ্চয় আমাদের জন্য নয়, বাংলা দেশের মানুষের জন্য এবং বাংলা দেশের সরকারের জন্য এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু আগে যারা এর বিরোধিতা করেছিল, তারাই আজকে এখানে আওয়াজ তুলছেন যে তারা বাংলা দেশের যুদ্ধকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন এবং সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমি বলব, তারা এখানে যেটা বলছে, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। তার কারণ আমরা দেখতে পাই, যখন ভারত রাশিয়ার মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর চুক্তি সহি হয়, তখন তাদের পার্টির সি, পি, এমের পলিটব্যুরো মন্তব্য করেন যে প্রচুর বাক্‌দান ও পরস্পর প্রসংসার মধ্যে এই যুক্ত বিবৃতি বাংলাদের জনগণকে একেবারে পথে বসিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা আবার বলছেন যে ভারত রাশিয়া চুক্তি জিন্দাবাদ। আমরা আরও দেখতে পাই তারা এও বলে বেড়াচ্ছিলেন যে এত সকালে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আসবে না এতে আমার মনে হল যে বাস্তব সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই নেই। তাই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ওরা বাংলাদেশের ব্যাপারে সাক্‌সেস্‌ফুল হন নি যেহেতু উনাদের ভিতরে চক্রান্ত ছিল। আর সেজন্য তারা এখন সমস্বরে বলছেন যে উনারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের জন্য তাদের দরদের কোন সীমা ছিল না। তাই আমি তাদেরকে বলব, তারা যেন বাস্তবের দিকে পা বাড়ান এবং বাস্তব সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন। এবং আজকে যদি উনারা বলেন, আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরাচারী, আমি বলব পৃথিবীর মধ্যে উনিই প্রথম নেত্রী যিনি নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য এবং বাংলাদেশে মানবিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা তখন ছিলেন না। তথাপিও উনারা বলছেন ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরাচারী, ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান নি। কিন্তু উনারা বললে কি হবে? বিশ্বরাষ্ট্র যেখানে স্বীকার করে নিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী হল মহান নেত্রী, গণতন্ত্রের পূজারী, আদর্শের পূজারী, সেখানে আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরাতে চক্রান্তকারী মানুষেরা যতই গলা চেঁছিয়ে বলুন না কেন ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরাচারী, ইন্দিরা গান্ধী চক্রান্তকারী তার কারো কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না, বলে আমি বিশ্বাস রাখি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার……

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি তিন মিনিট বলুন অনুগ্রহ করে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মদান করেছেন, তাদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আর এছাড়া বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকটি বিধান সভার মধ্য থেকে প্রস্তাব উত্থাপন করে আমরা

স্পীকার উক্তি দিয়েছি ভারত সরকারকে, সমস্ত দিক দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য। আমাদের এই বিধানসভা থেকে রিজল্যুশান পাশ করিয়ে নিয়েছে, তবুও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে তখন স্বীকৃতি দেন নি। বাংলাদেশের ঐ অবস্থা যখন চলছিল, বিধান সভার মধ্যে আমাদের এখানকার বিধান সভার সদস্যরা বিধান সভার ভিতরে অনেক কিছু করে থাকেন. স্পীকার উক্তি দেওয়ার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ে থাকেন, কিন্তু কার্য্যেতা করেন না। আমরা যখন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস এবং সি, পি, আই মিলে মিটিং কল করে পুরোদিন এ্যাসেম্বলী বন্ধ রাখার জন্য বক্তব্য পেশ করি, সেদিন দেখা গেল এই যে শাসক গোষ্ঠির পক্ষ থেকে বিধান সভায় আসছিল, বাকীরা আসল না যার জন্য শাসক গোষ্ঠি কোরামের অভাবে বিধান সভা স্থগিত রাখতে হল। কাজেই সেইদিক থেকে আমি বলব যে মুখে বলছেন কাজ করেন কিন্তু কি করছেন না না করছেন আমরা জানি না। আমি মনে করি তারা শুধু মুখে বলেন, কাজে কোন কিছু করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যদ ঠিক ঠিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত, তাহলে পরে তাদের সৎ সাহস থাকত, কিন্তু তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না বলেই বিধান সভার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এসেছিলেন, বাকীরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা আসেন নি। তার জন্য কোরামের অভাবে বিধান সভা স্থগিত রাখতে হয়েছিল বলে প্রচার করে সেদিন এ কথা তাঁরা প্রচার করেছিলেন।.....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আচ্ছা আমি শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃতিত্ব অর্জনের দাবী যদি কেউ করে, তাহলে সমগ্র বাংলা-দেশের মানুষ এবং ভারতবর্ষের মানুষের তা দাবী করার অধিকার থাকবে, একা প্রধানমন্ত্রীর কৃতিত্ব সেটাতে থাকবেনা। নিশ্চয়ই আজ একথা আমি বলব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I put the Motion to vote.

'ত্রিপুরা বিধানসভা স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া যে সকল ভারতীয় জোয়ান, নাগরিক ও বাংলাদেশ মুক্তি যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করিয়া এই সভা তাহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে এবং তাহাদিগকে সভার শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম-মর্যাদা সম্পন্ন যে মৈত্রী ও সৌহার্দ্দের বন্ধন রহিয়াছে তাহা আরও দৃঢ়, ও চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া এই সভা আশা করিতেছে।'

The Motion was carried unanimously by voice vote.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই মোশানের একটা কপি বাংলা-দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে যাতে পাঠান হয়, এই আবেদন আমি রাখছি।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর কপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে আগে পাঠাতে হবে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে সেটা পাঠাতে হবে।

Mr. Speaker :— Now I would request Ho'nble Minister D.K. Choudhury to make a statement on the Calling Attention Notice of Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborty.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সভার প্রথম দিকে আমি বলেছিলাম বিকাল বেলা বিবৃতি দেব। তাড়াহুড়ার মধ্যে সেটা আমি যোগাড় করেছি এবং আমি যা জানতে পেরেছি তা সভাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

There are interruptions in supply of electricity in Agartala for the last few days resulting in inconvenience to some of our consumers. The circumstances under which these outages occured are described briefly below :—

1. Due to acute shortages of generating capacity in the existing generating stations supply of power from the grid system of ASEB was extended at 33 KV to Agartala. Due to transmission voltage of 33 KV, there is a technical limitation in the intake of power at Agartala. As a result entire demand of Agartala is met partly from the own generating source of Agartala

2. Due to long transmission distance involved and in the absence of communication system yet to be commissioned there has been lack of co-ordination for adjustment of control devices owned by Assam State Electricity Board and Govt. of Tripura. As a result circuit breakers tripped and on study it has been found that there were more number of trippings on the ASEB side than in Tripura.

3. There was severe storms during the last few days and unavoidable outages occured in Agartala due to trees fouling with the line. Besides the above two major points of outages. occured for a few seconds on many oceassions which may be attributable to lightning and other surges in these areas.

4. Inconveniences were also caused to our consumers recently because oi a major fault at Teliamura where a conductor snapped due to damage to the same by the local inhabitants where the line remained un-energised.

It is a fact that on the failure of Assam supply there is a time lag in change over from Assam system to Agartala which can not be shortened by other means due to huge expenditure involved for a short period.

Action being taken to remove the inconveniences ; are as under :—

1) The Officers of ASEB and Tripura Govt. discussed the matter and would soon meet together for co-ordinating the control devices for minimising interruptions.

2 & 3) Inspite of resistance from the public electric supply organisation is taking steps to clear the line free from fouling trees and interfering branches. It may be mentioned here that in the north-eastern region where gales are frequent in monsoon some of these faults may be unavoidable, though all efforts should be made to minimise them.

4) Steps are being taken to stabilise our power supply system for smooth control of Assam Supply.

5) With the improvement of tele-communication system it is hoped that restoration period after the failure of Assam-Agartala system will be reduced to a minimum.

Shri Nripendra Chakraborty :— Point of clarification—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে আগরতলা সব এলাকায় অন্ধকার হয় না কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এখানে বলা হয়েছে আগরতলা যে জেনারেটর আছে তা দিয়ে আগরতলা সম্পূর্ণ কভার করছেনা, কিছু কিছু জায়গায় আলো দিতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ৩৩ ক, ভি লাইন আসার আগে, রাশিয়ান ইউনিট যে এখানে ছিল সেগুলি চালু করে আমাদের জনসাধারণকে এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা আপনি নুতন করে প্রশ্ন করলে আমি জানিয়ে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলার কতকগুলি এলাকা যেমন গোলবাজার, বটতলা বাজার, বনমালীপুর এইসব জায়গাগুলি চিহ্নিত আছে কিনা যে কোন সময় সরটেজ হয়, তাহলে ঐসব জায়গার লাইন কাট আপ করা হয়, এইরকম কোন নির্দেশ আছে কিনা এবং কতগুলি ভি, আই, পি এলাকা আছে সেখানে আলো বন্ধ হতে পারে না। হাসপাতালের আলো বন্ধ হয়, কিন্তু ভি, আই, পি অর্থাৎ অফিসারদের বাড়ীর আলো বন্ধ হয় না। এমন কোন ব্যবস্থার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন আলো বন্ধ হয়, তখন ভি, আই, পি রোডেও হয়, গোলবাজারও হয় এবং লালবাজারও বন্ধ হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, একথা জানেন কি যে ৩৩ কে, ভি, লাইন যে বসানো হয়েছে এবং ট্রান্সমিশনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা ইটসেলফ ইজ ডিফেকটিভ হওয়ার জন্যই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এবং গ্রাছ, বড় ইত্যাদি যে বলা হয়েছে, এইগুলি অত্যন্ত অবাস্তব কথা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— অফিস থেকে যে কথা বলা হয়েছে তা যদি অবান্তর কথা হয় আর মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমার কিছু করার নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এইরকম যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

Mr. Speaker :— Then I have it in command from the Governor that the Assembly do now stand prorogued.

———